হলওয়েল মনুমেন্ট

অপসারণ আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক

দেবাশীষ রায়

বিশ্বকোষ পরিষদ

১৫ বৈশাখ, ১৪০৭
২৮ এপ্রিল, ২০০০

প্রকাশক
সোমনাথ দত্ত
বিশ্বকোষ পরিষদ
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

অক্ষর বিন্যাস
মুদ্রণ
৪৭ সি, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
মনো অফসেট
১৪ বি, ফকির দে লেন
কলকাতা - ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ
গৌতম দে

ভূমিকা

পরাধীন আমলে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষের উপর নানা সময়ে অনেক রকম মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। ভারতবাসীকে বর্বর ও অসভ্য হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারলে এই দেশকে সভ্য করার অজুহাতে শাসন ও শোষণ করার একটা তথাকথিত ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করা যায়। 'হোয়াইট মেন্স বার্ডেন' নামক তত্ত্বের উদ্গাতা ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ এই কারণেই ভারতবাসীর চরিত্রকে অকারণে মসিলিপ্ত করতে সব সময়েই বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কলঙ্ক লেপনের এই বিজাতীয় আগ্রহাতিশয্য থেকেই 'অন্ধকূপ হত্যা' তথা হলওয়েল মনুমেন্ট নামক 'মিথ' বা অতিকথনটি জন্ম লাভ করেছিল।

ইংরাজ শাসককুল অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীটি যেভাবে প্রচার করেছিলেন তা এই রকম। ১৭৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে বাংলা দেশের নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়ে কলকাতায় অবস্থিত তাঁদের ফোর্ট উইলিযাম দুর্গটি অবরোধ করেন। দুর্গের ভিতরকার ১৮ ফুট বাই ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি মাপের একটি স্বল্প পরিসর ঘরে সেই সময় ১৪৬ জন ইংরাজকে সারা রাত ধরে নাকি বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ফলে ১২৩ জন বন্দী ঐ ঘরে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। দুর্গরক্ষক হলওয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী পরদিন সকালে নিকটবর্তী একটি খাদে এইসব মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে হলওয়েল সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এই খাদের কাছে একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৬০ সালে হলওয়েল বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যাওযার আগেই এই স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি ইঁটের মনুমেন্ট এবং এর তলায় মৃত ব্যক্তিদের নাম খোদাই করা কোন ফলক সেই সময় বসানো ছিলনা। লর্ড কার্জনের আমলে এই ইটের স্মৃতিস্তম্ভের অনুরূপ একটি মার্বেল পাথরের স্মারক স্তম্ভ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের একটি কোণে স্থাপন করা হয়। নতুন মনুমেন্টের পাদদেশে নিহত ব্যক্তিদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করে একটি ফলকও যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০২ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে নতুন স্মৃতিস্তম্ভটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হয়েছিল।

হলওয়েল মনুমেন্টটি অন্ধকূপ হত্যার স্মারক স্তম্ভ। বাংলাদেশে পরবর্তীকালে ইংরাজ শাসন কায়েম হওয়ার পর ইংরাজরা এই মত প্রচার করেছিলেন যে এদেশের শাসকবৃন্দ যে কি পরিমাণ নৃশংস ও অত্যাচারী ছিলেন তারই সুস্পষ্ট উদাহরণ — অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা। ইংরাজরা বলতেন 'ওরিয়েন্টাল বার্বারিজম' — সেই বর্বরতার উৎকট আতিশয্যে প্রায় ১২৫ জন ইংরাজ বন্দীকে নির্বিচারে নবাবের হুকুমে নিতান্ত অমানবিকভাবে খুন করা হয়েছিল। এদেশে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ইংরাজ সরকার নানাভাবে এই তথাকথিত অত্যাচারের ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। বস্তুত পরাধীন আমলে নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর ইংরাজ সরকার অসংখ্যবার নির্মম এবং অমানুষিক দমন-পীড়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট বোধ করি। ১৯১৯ সালের ২০ শে নভেম্বর তারিখে সভ্যতা ও মানবিকতার ধ্বজাধারী এই ইংরাজ সরকারই কিন্তু মোপলা বিদ্রোহ দমনেব অজুহাতে পোদাউনিরে একটি অপরিসর রেল কামরার ভিতরে ছেষট্টি জন মোপলা বিদ্রোহীকে এমনভাবে গাদাগাদি করে বন্দী করে রেখেছিল যে তারা সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। অথচ ইংরাজ সরকারের প্রচারের দাপটে অন্ধকূপ হত্যার বিকৃত সত্য সকলের জানা হলেও পোদাউনিরের ঘটনা প্রায় সবারই অজানা থেকে গিয়েছে। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুমিত সরকারের মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ Every English school boy knows of Sirajud-daulah's Black Hole— a grossly exaggerated story, if not entirely a myth; surprisingly few even in independent India have heard of the absolutely indisputable 'Black Hole' of Podanur.

কিন্তু সে যা-ই হোক, নিজেদের শাসন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য বিজিত জাতিকে নানাভাবে উৎপীড়িত কবা সত্ত্বেও ইংরাজ সরকার সত্য-মিথ্যা নানা রকম অপবাদ দিয়ে উপনিবেশের অসহায় মানুষগুলির চরিত্র হনন করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেনি। নব কলেবরের হলওয়েল মনুমেন্ট সভ্য ইংরাজ সরকারের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারেরই একটি উৎকট নমুনা। কিন্তু এই মিথ্যাচার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গবেষণায় অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সমূহ জানা গিয়েছে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা', মুজিবুর রহমান প্রণীত 'অন্ধকূপ হত্যা রহস্য', বি. ডি. বসুর 'রাইজ অফ দি ক্রিশ্চান পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া' এবং ইতিহাস বিষয়ক জার্নাল 'বেংগল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' এর জুলাই ১৯১৫ এবং জানুয়ারি ১৯১৬ সংখ্যায় জে. এইচ. লিটল কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি তথাকথিত অন্ধকূপের ধোঁকাবাজি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এইচ. ই. কটন-এর সুপরিচিত 'ক্যালকাটা ওল্ড অ্যান্ড নিউ' নামক বইটি পাঠ করলে জানা যাবে যে মনুমেন্টটি উদ্বোধন করার সময় কার্জন সদম্ভ ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরাজ সৈনিকদের প্রতি নবাব সিরাজ যে নৃশংসতা দেখিয়েছিলেন, হিজ ম্যাজেস্টির বাহাদুর সেনাবাহিনী পরবর্তীকালে বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ করে তার সমুচিত জবাব দেওয়ার যোগ্যতা দেখিয়েছিল। অর্থাৎ মনুমেন্টটি একাধারে ইংরাজদের শক্তি, দম্ভ এবং ভারতীয়দের কাপুরুষতার চিহ্ন হিসাবে শহরের বুকে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪০ সালের ২৯ শে জুন তারিখে হলওয়েল মনুমেন্ট বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার অবকাশে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু লিখেছিলেন যে এই স্তম্ভটি বিগত দেড়শ বছর ধরে নবাবের স্মৃতির প্রতি অকারণে কালিমা লেপন করে এসেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের দাসত্ব এবং অবমাননার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

এই অন্যায় ও মিথ্যাচারের প্রতিবিধান করার জন্য অচিরেই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করা হয়েছিল। আন্দোলনের সূচনা পর্বে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির তরফে বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের কাছে ১৯৪০ সালের ১৫ই জুন তারিখে ফুলস্ক্যাপ কাগজের দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি টাইপ করা আবেদন পত্র পেশ করা হয়েছিল।

এই আবেদনপত্রটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারের কারেন্ট সেকশনের সংশ্লিষ্ট ফাইলে দেখতে পাওয়া যায়। এই আবেদনপত্রে প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপতি রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব লেখেন ঃ

'আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে বিগত দুশো বছর ধরে বাংলার জনগণের উপর যে অন্যায় সাধিত হয়েছে, বাংলাদেশের সরকার তার আশু প্রতিবিধানকল্পে এগিয়ে আসবেন।'

প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত আবেদনপত্রে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য অনুরোধ জানানো হলেও ঐ আবেদনে সরকারের তরফে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কোনও চূড়ান্ত সময় সীমা বেঁধে দেওয়া ছিলনা। কিন্তু এই চিঠি দেওয়ার প্রায় বারো দিন পরে রাজেন্দ্রচন্দ্র হাতে লেখা আর একটি চিঠি মারফত সরকারকে এইবারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে বাংলার জনপ্রিয় সরকার যদি মনুমেন্টটি অপসারণের জন্য সত্বর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে আগামী ৩রা জুলাই থেকে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করা হবে।

কিন্তু এই ধরনের চরমপত্র পাওয়া সত্ত্বেও বাংলা সরকারের তরফে বিশেষ কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সূত্র উল্লেখ করে ২রা জুলাই তারিখে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয় যে 'অন্য কয়েকটি কাজে সরকার বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকার দরুন হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণ প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ।' এই বিবৃতি ঘোষিত হওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগেই সুভাষচন্দ্র জানিয়ে দেন যে ইতিপূর্বে বন্দীমুক্তি সংক্রান্ত প্রশ্নে সরকার যে রকম টালবাহানা করেছিলেন তা দেখেই বোঝা গিয়েছে যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ব্যাপারে বাংলা সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্র জানিয়ে দেন যে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জনসাধারণের দাবি পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে দেওয়া হবে। অবশ্য এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তা হলেও আন্দোলন স্তব্ধ করা যায়নি। এই বইতে সেদিনকার সেই আন্দোলনের ধারাবাহিক বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে পেশ করা হয়েছে। এই বর্ণনা ইতিহাসের প্রাথমিক উপকরণ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

অনেকে মনে করেন যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন প্রধানত বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলি এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। এই ধারণা কিন্তু সর্বৈব ভ্রান্ত। ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই তারিখে মাদ্রাজের জেলা কংগ্রেস কমিটি তাঞ্জোরে অনুষ্ঠিত এক সভায় হলওয়েল মনুমেন্ট সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে বাংলাদেশের কংগ্রেস কমিটির কার্যসূচিকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ডি. ভুবরহন বাঙ্গলাদেশের চিফ সেক্রেটারিকে ৮ই জুলাই তারিখের এক পত্রে এ ব্যাপারে তাঁর রাজ্যের সাধারণ মানুষের সহানুভূতিসূচক মনোভাবের

কথা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে জাতীয়তাবাদী শিবিরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের সপক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেছিল। অ্যাসোসিযেশনের কলকাতা শাখার চেয়ারম্যান সি. পি. লসন একরকম উপযাচক হয়েই বাংলা সরকারের হোম মিনিস্টারকে ১৯৪০ সালের ৯ই জুলাই তারিখে একটি চিঠি লিখে জানান যে হলওয়েল মনুমেন্টকে ঘিরে যখন এত উত্তেজনা ও ক্ষোভ তখন দেশের বর্তমান সংকটের পরিস্থিতিতে সেটি অপসারণ করাই সব দিক দিয়ে সবচেয়ে সংগত বলে মনে হয়।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ বিষয়ক আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একটি সম্প্রীতিপূর্ণ সংহতি চেতনা গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়ে আন্দোলনকে অনুপম মাহাত্ম্যে ভূষিত করেছিল। বর্তমান গ্রন্থের লেখক দেবাশীষ রায় ও চন্দন চ্যাটার্জী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রায় ভুলে যাওয়া অধ্যায়টিকে সাধারণ পাঠকের দরবারে হাজির করতে পেরেছেন বলে তাঁদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই।

১২ শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

কলকাতা

লেখকদের কথা

বাংলার ছাত্র আন্দোলন তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উত্তাল আন্দোলনের ঘটনাবহুল ১৯৪০ সালের জুলাই মাসটি স্মরণীয় হয়ে আছে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনকে ঘিরে। জনমনের আবেগ, সব সম্প্রদায়ের মিলিত অংশগ্রহণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সর্বোপরি জয়লাভ — ইতিহাসে এই আন্দোলন অনন্য স্থান দখল করেছে, অন্যদিকে সাধারণ্যে এই আন্দোলন সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এক সফল আন্দোলন হিসাবেই বহুল পরিচিত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যগুলি সংগ্রহ করে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের এক সামগ্রিক চিত্র আঁকার প্রয়াসেই এই গ্রন্থ রচনা। বিশেষ করে যখন দেশভাগের মত চরম মূল্য দেওয়ার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আজও উপমহাদেশ জুড়ে সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করাল থাবা বিস্তারে সক্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদ নয়া কায়দায় শোষণের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলছে তখন, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের মত যে কয়েকটি জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ঘটনা ইতিহাসে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে রয়েছে, সেগুলির স্মরণ-মূল্যায়ন আজ জরুরী কর্তব্য। সেই দায়বদ্ধতা আমাদের এই গ্রন্থ রচনায় অবশ্যই প্রেরণা জুগিয়েছে।

হলওয়েল মনুমেন্ট ১৭৫৬ সালের হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপের ঘটনা সম্পর্কিত। ১৯৪০-এর অপসারণ আন্দোলনের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে সেই প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবীভাবে এসেছে। ঐ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ আমাদের লেখার বিষয় নয় তবে, ঐ ঘটনার প্রচারকে ঘিরেই আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল বলেই বারবার ঐ বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে। অন্ধকূপ হত্যা ও ঐ মনুমেন্ট সম্পর্কে বাঙালী তথা ভারতবাসীর কিরূপ ধারণা — তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে পরিস্ফুট, — "আমরা হইলে বলিতাম অন্ধকূপের মধ্যে হাজারো লোক মরিয়াছে। সংবাদটিকে এক ঠেলায় অত্যুক্তির মাঝদরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট - হিসাব গণনা করিয়া দিয়াছেন। যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নাই! ও দিকে গণিতশাস্ত্র যে তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে সেটা খেয়াল করেন নাই। হলওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে ভাল রূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।"
— (অত্যুক্তি, পৌষ ১৩১০)

ইতিহাসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের প্রধান গুরুত্ব তৎকালীন তীব্র সাম্প্রদায়িক বাতাবরণের মধ্যেও হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভূতপূর্ব মিলিত অংশগ্রহণ।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ সালের মার্চে বিহারের বামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন, রামগড়েই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আপোষ বিরোধী সম্মেলন এবং লাহোরে মুসলিম লীগ অধিবেশন থেকে বহু আলোচিত লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি - এরূপ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনগণের এরূপ আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে আন্দোলনের প্রধান নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরুর পূর্বেই গ্রেপ্তার সত্ত্বেও আন্দোলনের উত্তরোত্তর অগ্রগতি আকর্ষণের বিষয়বস্তু। আন্দোলনের এই নিজস্ব গতির পিছনে অনেকটাই কাজ করেছে বাংলার লেখক-কবি-ঐতিহাসিক-সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সিরাজউদ্দৌলাকে জাতীয়তার প্রতীক ও হলওয়েল মনুমেন্ট জাতীয় অবমাননার প্রতীক হিসাবে আবেগপূর্ণ ও গবেষণাসমৃদ্ধ দীর্ঘ প্রচার ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক সামাজিক পটভূমিকায়।

আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলন তথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বি. পি. এস. এফ.-এর ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্বল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোপন চক্রান্ত, জাতীয় নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যখনই সুযোগ এসেছে বি. পি. এস. এফ. কোনরূপ সংকীর্ণতার মনোভাব না রেখে যথাযথ ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছে। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে বি. পি. এস. এফ.-এর ভূমিকা তারই পরিচায়ক। অন্যদিকে, এই আন্দোলনে মুসলমান ছাত্রসমাজ বিশেষ করে আধা সামন্ত, স্বচ্ছল কৃষক ও ছোটোখাটো চাকুরীজীবী পরিবার থেকে কলকাতায় পড়তে আসা তরুণদের মধ্যে রাজনীতি ও সংস্কৃতি সচেতন তরুণ মুসলমান গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের স্রোতধারার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলীম লীগের মধ্যেকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিন্দু মৌলবাদীদের প্রচার, পাশাপাশি মুসলমান মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে মুসলমান সংস্কৃতি বিপন্ন - এরূপ ভীতিমূলক উগ্র প্রচারের মধ্যে দাঁড়িয়েও এরূপ একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী - সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ মুসলমান ছাত্র - আন্দোলনের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ তরুণ মুসলমান নেতৃত্ব পরবর্তী তিন - চার দশক জুড়ে যুক্ত ও পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছেন।

আমাদের লেখাতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবীভাবে বারবার এসেছে। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব ও পদক্ষেপগুলিকে তৎকালীন মুসলমান ও সাধারণ রাজনৈতিক পটভূমিকাতে বিচার করাই সমীচীন হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ফজলুল হক সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে'র মন্তব্যটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। -- "ফজলুল হক একজন বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও 'অব্যবস্থিত চিত্তের' লোক ছিলেন। এইজন্য তিনি নিজের অনেক ক্ষতি করেন। তাঁর সমর্থকেরাও অনেক সময় বিপন্ন বোধ করেন। তাঁর চরিত্রের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ জিন্না গ্রহণ করেন। যে সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি তার থেকে ফজলুল হকের 'অব্যবস্থিত চিত্ত' সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি। তিনি একই

সঙ্গে নিজেকে খাঁটি বাঙালী ও খাঁটি মুসলমান মনে করতেন। আবার একই সঙ্গে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের উন্নতি ও সমগ্র বাঙালী জাতি তথা সমগ্র ভারতের উন্নতির কথা ভাবতেন। কিন্তু এক জটিল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর পক্ষে এই উদ্দেশ্য সফল করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই আজীবন তাঁকে আত্মিক দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। এই অবস্থায় অনেক সময় তিনি মানসিক অস্থিরতার পরিচয় দেন। আর সঠিক নেতৃত্ব দিতেও ব্যর্থ হন। মনে রাখা দরকার নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হক কখনই নিজেকে ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি।" -- (পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক/অমলেন্দু দে, মে, ১৯৭২)

হলওয়েল মনুমেন্ট সহ অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের করুণ প্রচেষ্টার ব্রিটিশ নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ স্বাধীন ভারতে আজও সম্ভবপর হয়নি। অন্ধকূপে শ্বাসরোধে হত্যার মত নির্মমতার যে অভিযোগ ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ পক্ষ থেকে করা হয়েছিল তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও হাজারো নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ব্রিটিশ পক্ষ থেকে শ্বাসরোধ করে গণহত্যার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটানো হয়, যেগুলির সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই অথচ, এই সব ইতিহাস সুবিদিত নয়। আবেগমিশ্রিত ঐ সব ঘটনার স্মৃতিজড়িত নিদর্শনগুলি আজও অনাদরে, অবহেলায় পড়ে রয়েছে। 'প্রাসঙ্গিক' অংশে এগুলিই আলোচনা করেছি। আন্দোলনের ধরনের সাদৃশ্যের কারণেই মাদ্রাজের 'নীল মূর্তি' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে 'প্রাসঙ্গিক' অংশের আলোচনা সম্পূর্ণতা পেয়েছে এমন দাবি করতে পারছিনা। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান ও চর্চার অবকাশ রয়ে গেছে। তবুও, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি পাঠককুলের সামান্যমাত্রও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় তাহলেই উদ্দেশ্য সার্থক মনে করব।

আমাদের এই গ্রন্থ রচনার কাজে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশের কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশন গ্রন্থাগার, রাজ্য লেখ্যাগার (পঃ বঃ সরকার) প্রভৃতির সহায়তা পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাই এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের প্রতি। যাঁর উৎসাহদানে আমাদের এই কাজ শুরুর ভাবনা সেই অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রবীর মিত্রকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করতে পেরে কৃতজ্ঞবোধ করছি। শ্রদ্ধেয় শ্রী পার্থ সেনগুপ্ত মহাশয় সব সময় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশ্বকোষ পরিষদকে - এই গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য। সবশেষে পাঠককুলের সহায়তা প্রার্থনা করছি।

সূচিপত্র

"অথচ, প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমর বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ - আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্কার - সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে বহন করিতে হইত।এমন অবস্থায়আমাদের দেশের যে-কোনো কৃতী গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদনকরিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক সাহিত্য —সিরাজদ্দৌলা

শ্রাবণ ১৩০৫.

প্রথম অধ্যায়
হলওয়েলের মনুমেন্ট ও বিতর্ক

মনুমেন্টের নির্জনবাস

কলকাতার সেন্ট জোনস্ চার্চ। ইউরোপীয়ানদের সমাধিক্ষেত্র। বহু নামী ইউরোপীয়ান বিশেষ করে, জোব চার্নকের সমাধিক্ষেত্র এখানে রয়েছে যা, পর্যটক ও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের আকর্ষণের কেন্দ্র। ঐ চার্চ প্রাঙ্গণেরই পশ্চিম প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক বিতর্কিত হলওয়েল মনুমেন্ট। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন জয়লাভের ফলশ্রুতিতে ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে উচ্ছেদ হয়ে বর্তমানে এখানেই তার অবস্থান। লর্ড কার্জন কর্তৃক নির্মিত এই মনুমেন্ট ঐতিহাসিক দম্ভ নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে মাথা তুলে ছিল আটত্রিশ বছর ধরে ডালহৌসি স্কোয়ারের জনবহুল ঐ স্থানে। কাঠামোগত একই উচ্চতা নিয়ে থাকলেও আজ তা ঐ চার্চের প্রাঙ্গণে নির্জনে মস্তকাবনত।

হলওয়েলের মনুমেন্ট

লর্ড কার্জন প্রতিষ্ঠিত এই স্মৃতিস্তম্ভ আসলে আরও আশি বছর আগে কলকাতার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক স্মৃতিস্তম্ভের অবিকল পুনর্নির্মাণ। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ঐ স্মৃতিস্তম্ভের

প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার আদি ফোর্ট উইলিয়ামের এক গভর্নর জন জেফানিয়া হলওয়েল। বহু আলোচিত, বহু বিতর্কিত 'অন্ধকূপ হত্যা' বা 'ব্ল্যাক হোলের' পটভূমিকায় গড়া হয়েছিল এই মনুমেন্ট। অবস্থান ছিল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বা ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে, পুরানো কেল্লার পূর্বদিকের বোজান পরিখার উপর। সিরাজউদৌল্লার কলকাতা আক্রমণ, ইংরাজদের পরাজয় ও সিরাজউদৌল্লা কর্তৃক আদি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি অধিকারের (২০ শে জুন, ১৭৫৬) সময় হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপে নিহতদের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এই স্তম্ভটি তৈরি হয়। হলওয়েলের কথা অনুযায়ী তিনি নিজেও ঐ অন্ধকূপে বন্দী ছিলেন। ঐ রাত্রে ১৪৬ জন মোট বন্দীর মধ্যে মাত্র ২৩ জন প্রাণে বেঁচে যান। নিহতদের শবগুলি যেখানে নিক্ষেপ করা হয় পরিখার সেই স্থানেই মনুমেন্টটি গড়া হয়। এই মনুমেন্ট তৈরি হয়েছিল হলওয়েলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে, হলওয়েলের অর্থে এবং তাঁরই বর্ণনা অনুযায়ী নিহতদের নাম ফলকে লিপিবদ্ধ করে। সর্বোপরি, এই অন্ধকূপ হত্যার জন্য নবাব সিরাজউদৌল্লাকে সরাসরি দায়ী করে তিনি ফলকে লেখেন

"To the memorys of......... who with sundry other inhabitants, Military and Militia, to the number of 123 persons, were by the tyrannic violence of Suraj-ud-Dowlah, Suba of Bengal, suffocated in the Black-Hole, prison of Fort William, on the night of the 20th day of June 1756, and promiscuously thrown in the succeeding morning into the Ditch of the ravelin of this place..."

ক্লাইভ ও ওয়াটসনেব নেতৃত্বে কলকাতা বিজয়ের প্রসঙ্গক্রমে ঐ ফলকেই সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে আবার লেখা হল-

".....this horrid act of violence was as amply as deservedly revenged on Suraj-ud-Dowlah, by His Majestys arms, under the conduct of Vice-Admiral Watson and Colonel Clive. Anno1757."

হলওয়েলের নামেই এই মনুমেন্ট 'হলওয়েল মনুমেন্ট ' নামে খ্যাত হয়। ১৭৬০ সালে শেষবারের মত ভারত ত্যাগ করার আগেই তিনি এই স্তম্ভ তৈরি করান। তারপর প্রায় ৬০ বছর স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে থাকে কলকাতার বুকে। পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল মার্কুইস হেস্টিংসের নির্দেশে স্তম্ভটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়। তার আগে অবশ্য বাজ পড়ে স্তম্ভের কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল।

কার্জনের উদ্যোগ ঃ ২য় হলওয়েল মনুমেন্ট

প্রায় আশি বছর কলকাতায় আর ঐ মনুমেন্ট থাকল না। ১৯০২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কার্জন ঐ একই স্থানে পুরানো মনুমেন্টের হুবহু আদলে পুনরায় হলওয়েল মনুমেন্ট স্থাপন করলেন। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তথা কলকাতার ইতিহাস সম্পর্কে কার্জনের অসীম আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে তার প্রেরণা ছিল Dr. H. E. Busteed এর 'Echoes from old

Calcutta' নামক পুস্তকটি। ভারতে আসার পর থেকেই তিনি কলকাতার বিশেষ করে আদি ফোর্ট উইলিয়াম ও অন্ধকূপ হত্যা সংক্রান্ত জায়গাগুলি চিহ্নিত করা এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। ভারতের পুরাবস্তুগুলির সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ('Ancient Monuments Preservation Act') কার্জন তৈরি করেছিলেন। এদিকে পুরানো কেল্লা এলাকা ততদিনে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জেনারেল পোস্ট অফিস, কালেক্টরি হাউস, পূর্ব রেলের সদর দপ্তর ইত্যাদি বড় বড় বাড়ি সেখানে গড়ে উঠেছে। এর আগে রস্কেলবেইন নামক এক ইঞ্জিনিয়ার পূর্ব রেলের বাড়ি তৈরির সময় পুরানো কেল্লার বেশ কিছু নিদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন যা থেকে, ঐ কেল্লার অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত নিদর্শন ও নানা তথ্যগুলি কার্জন সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ শুরু করেন। একাজে তাকে অনেক সাহায্য করেন সি. আর. উইলসন। আদি দুর্গটির আয়তন ও অবস্থান সহ অন্ধকূপ কারাকক্ষটির অবস্থান তাঁরা চিহ্নিত করেন। ঐ দুর্গের সীমানা নির্দেশ করে বেশ কিছু ফলক ও পিতলের পাত লাগানো হয় কার্জনের উদ্যোগে। ঐ সময়েই (১৯০১) অন্ধকূপ কক্ষটির স্থান চিহ্নিত করে সেইখানে একটি কালো পাথর লাগানো হলো। ঐ কালো পাথরের ফলকটিকে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘিরে জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হল। এইভাবে কার্জন অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীকে নতুন করে জনসমক্ষে এনেছিলেন। একই সঙ্গে নতুন করে হলওয়েল মনুমেন্ট স্থাপনে তিনি উদ্যোগী হন। নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে পুরানো মনুমেন্টের গায়ে সিরাজউদৌল্লা সম্পর্কে লেখা নতুন মনুমেন্টে আর লেখা হল না। এছাড়া অন্ধকূপে নিহতদের নামের তালিকাও সংশোধন ও পরিবর্তন করা হল।

ইতিমধ্যে হলওয়েল মনুমেন্টের পুরানো জায়গায় ১৫ই এপ্রিল ১৮৮৭, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্যার অ্যাস্‌লে ইডেনের মূর্তি। যার ভাস্কর ছিলেন স্যার জোসেফ এডগার্ড বোহেম। কার্জন পুরানো মনুমেন্টের ঐ জায়গাতেই নতুন করে মনুমেন্ট স্থাপন করতে চান তাই, সরিয়ে নেওযা হল ইডেনের মূর্তিটি (১৯০২)। ইডেনের মূর্তিটির তখন স্থান হয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের মধ্যে, উত্তর দিকে। বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে তথ্য অজানা। নবরূপে হলওয়েল মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে।

অন্ধকূপ হত্যা বিতর্ক

কার্জনের এই পুনর্নির্মিত হলওয়েল মনুমেন্ট নতুন করে অন্ধকূপ হত্যা বিতর্ককে সামনে নিয়ে আসে। 'অন্ধকূপ হত্যা'-র কাহিনী ২০শে জুন ১৭৫৬ সালের। ঠিক সেই সময় থেকে না হলেও, হলওয়েল কর্তৃক অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ প্রকাশ ও নিজব্যয়ে তার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির পর থেকেই কাহিনীর সত্যাসত্য নিরূপণে নানা বিতর্ক চলে আসছে। হলওয়েলের বর্ণনায় পরস্পর বিরোধী কিছু তথ্যের ও বিভ্রান্তির কারণে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। অপরদিকে, স্বয়ং হলওয়েলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে প্রশ্ন থেকে গেছে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে মীরজাফরকে পদচ্যুত করতে হলওয়েল রচিত 'ঢাকার হত্যা-কাহিনী' উল্লেখযোগ্য।

হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর সত্যাসত্য নিরূপণই শুধু নয়, নবাব সিরাজউদৌল্লার

ঐ ঘটনায় ভূমিকা সম্পর্কেও ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক থেকেই যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য, লর্ড কার্জন কর্তৃক এই মনুমেন্ট পুনঃস্থাপনের আগে পর্যন্ত এই বিতর্ক ও এ বিষয়ে চর্চা মূলতঃ ঐতিহাসিক ও শিক্ষিত মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০২ সালে মনুমেন্ট স্থাপন ও অন্ধকূপের স্থান চিহ্নিত করে (১৯০১) কার্জন নতুন করে বিষয়টি জনসমক্ষে উপস্থিত করলেন।

নতুন করে বিতর্ক

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বাংলার বুকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান ঘটে। এ অবস্থায় হলওয়েল মনুমেন্ট জনসমক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাঙালী মননে বাড়তি আলোড়ন তৈরি করে। অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী-ভারতীয়দের প্রতি অসম্মান, বিশেষতঃ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অবমাননার প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্টকে ঘিরে জনমনে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। এ সময় দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও 'অন্ধকূপ হত্যা' বিষয়ে চর্চা ও নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হতে থাকে । হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যা সংক্রান্ত বিবরণ সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে এদেশীয় দুজন ঐতিহাসিক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন — বিহারীলাল সরকার ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। বিহারীলাল সরকারের 'ইংরাজের জয়' গ্রন্থটি (১৮৯০) অন্ধকূপ হত্যার অমূলকতা বিষয়ে বাংলাভাষায় সম্ভবত প্রথম যুক্তি ও তথ্য পরিবেশনা। যুক্তি ও তথ্যের শেষে তাঁর লেখায় ছিল- ''অন্ধকূপের বিবরণ অলীক। তবে সিরাজউদ্দৌলা যে কলিকাতা আক্রমণ করিযা ইংরাজকে তাড়াইয়াছিলেন, ইহা সর্বাদিসম্মত।'' ঐ গ্রন্থেই তিনি হলওয়েল কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঐরূপ অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করলেন।

অন্ধকূপ হত্যা সংক্রান্ত আলোচনায় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁর সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ঐ প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে.'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৮৯৮)। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কে এ যাবৎ প্রচারিত সমস্ত কালিমাকে তিনি তাঁর সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিতে যুক্তির মাধ্যমে নস্যাৎ করেন এবং অন্ধকূপ হত্যা সংক্রান্ত হলওয়েলের বিবরণ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় এ মত প্রচার করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আমন্ত্রিত হন ক্যালকাটা হিস্টোরিকাল সোসাইটির উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত অন্ধকূপ হত্যা সংক্রান্ত এক বিতর্ক সভায় (২৪শে মার্চ, ১৯১৬)। ঐ সভায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীকে যুক্তির সাহায্যে মিথ্যা প্রমাণ করেন। এই বিতর্ক সভায় তাঁর বক্তব্য জনমনে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল । ঐ সভায় অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী সত্য, এই মত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ছাড়াও জে. এইচ. লিট্‌ল অন্ধকূপ হত্যার বিবরণকে অলীক কাহিনী বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এইচ. সি. হিল এর পর জে. এইচ. লিট্‌লই বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম যারা ঐ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। Bengal Past and Present পত্রিকায় (July 1915, January 1916) তাঁর লেখাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সময়কালে আরও অনেকে 'অন্ধকূপ হত্যা ' সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে ভোলানাথ চন্দ্র অন্যতম ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় রেখেছেন-"As to the Black Hole tragedy, ...I have a very doubtful faith in its account. Holwell, one of the fellow-sufferers, was the first to publish it to the world. But I have always questioned it to myself, how could 146 beings be squeezed into a room 18 square feet, even if it were possible to closely pack them like the seeds within a pomegranate, or like the bags in a ship's hold made into one mass by packets shoved in here and there into the interstices? Geometry contradicting arithmetic gives a lie to the story". (Dr. Bhola Nath Chunder—The Calcutta University Magazine, June, 1899) ভোলানাথ চন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি যিনি গণিত বিজ্ঞানের সাহায্যে 'অন্ধকূপ হত্যা' নিছক রটনা একথা বলেন।

এই সময়কারই আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের এ সম্পর্কে ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি অগ্রাহ্য করে কার্জন হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃস্থাপন করলে 'বঙ্গালয়' পত্রিকায় তিনি এই পুনঃস্থাপনকে "ঐতিহাসিক মিথ্যাচার" বলে ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ্য, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র মৃত্যুর পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক মাসিক পত্রিকা নিখিলনাথ রায় প্রকাশ করেন। তিনি অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র ত্রিদিবনাথ রায় কাজটি সম্পন্ন করেন।

বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মুজিবর রহমান, রেজাউল করিম প্রভৃতি এ-সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা করেন। মুজিবর রহমানের 'অন্ধকূপ হত্যা রহস্য'(১৯৩০), রেজাউল করিমের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ (১৯ শে অক্টোবর, ১৯৪০) অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর অসারতা প্রমাণ করে নতুন নতুন যুক্তির অবতারণা করে।

জনমন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সমস্ত ঐতিহাসিকদের সত্যানুসন্ধানের ফলে হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী ও সিরাজউদ্দৌলাকে ঘিরে চারিত্রিক কলঙ্কলেপনের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলেই আড়ম্বর করে হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও ফলাকে সিরাজউদ্দৌলা সংক্রান্ত উক্তিগুলি নতুন করে আর লেখা হয়নি। এ সত্ত্বেও, মনুমেন্টের উপস্থিতি ও অন্ধকূপ কক্ষের স্থান নির্দেশকারী প্রস্তরফলক প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে 'অন্ধকূপ হত্যা'কাহিনীর কথা । জাতীয়তাবাদী চেতনায় নবজাগ্রত জনমন তা গ্রহণ করতে পারছিল না। উপরোক্ত লেখক -ঐতিহাসিকদের রচনাগুলি ছিল এই জাগ্রত জনমনের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। বাংলার সংস্কৃতি জগতেও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক এই আবেগকেই বহন করে। এই সময়কালেই ১৯৩৮ সালে প্রথম মঞ্চস্থ

হয় শচীন সেনগুপ্তের কালজয়ী 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় কলকাতা বেতার থেকে ঐ নাটক প্রচারিত হয় ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে। মঞ্চে ও বেতারে উভয় ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে 'সিরাজউদ্দৌলা' রেকর্ডে সব ক্ষেত্রেই সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক ও নাটকের গানগুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এইচ. এম. ভি. প্রকাশিত ঐ রেকর্ড নাটক দীর্ঘদিন বাংলার ঘরে ঘরে বেজেছিল। সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বাঙালী মনে আবেগের প্রেরণাস্বরূপ এই মঞ্চ, বেতার ও রেকর্ড নাটক ও তার গানগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ডাক এই পটভূমিকাতেই জনমনে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তোলে। —

দ্বিতীয় অধ্যায়
আন্দোলনের সূচনা

সূত্রপাত

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ বিষয়ক না হলেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু দিবস 'শহীদ দিবস' হিসাবে প্রথম পালিত হয়।

১৯২২ সাল অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে কয়েকজন যুবক হাতুড়ী ও গাঁইতি নিয়ে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙতে যায় ও গ্রেপ্তার হয়। সম্ভবত এটাই কাগজ-কলমের বাইরে হলওয়েল মনুমেন্ট বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম ঘটনা। যদিও এটি কোন সংগঠিত কর্মসূচী ছিল না।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সংগঠিতভাবে বিভিন্ন মহল থেকে এই দাবি জোরদার হতে থাকে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (বি.পি.এস.এফ.) ১৯৩৬ সালের খুলনা অধিবেশনে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলিম ছাত্রদের পক্ষ থেকেও এই দাবি উঠতে থাকে।

ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেল

তিরিশের দশকে ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেল তরুণ মুসলিম সমাজের শুধুমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র বা বাসস্থান ছিল না বরং, তা ছিল তাদের রাজনীতি, শিল্প সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ-কেন্দ্র। এই সময়কালের ছাত্রদের মধ্যে সৈয়দ শামসুর রহমান, বি.এম. ইলিয়াস, মাহমুদ নুরুল হুদা, আনোয়ার হোসেন, বি.এ. সিদ্দিকি, আবু সৈয়দ হুদা চৌধুরী, শামসুল চৌধুরী, এ. কে এম. কামরুদ্দীন, নাজমুল আবেদিন খান, বুলবুল চৌধুরী প্রমুখ পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও গোঁড়ামিমুক্ত, স্বাতন্ত্রবাদী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল এই ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেল। পাশাপাশি কারমাইকেল, টেলর, শীল ম্যানসন ও ইলিয়ট প্রভৃতি হোস্টেলের ছাত্ররাও একই রাজনীতিতে আবর্তিত হত। এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন প্রভৃতি মুসলিম শীর্ষ নেতারা এই ছাত্রদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন ও ছাত্রদের মধ্যেও এঁদের আকর্ষণ ছিল। পাশাপাশি ছাত্রদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল এঁদের উপর।

মুসলিম রেনেঁসা সোসাইটি

১৯৩৯ সালের শুরুতে কলকাতায় প্রগতিশীল কিছু সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী,সাংবাদিক ও সমাজকর্মীরা মুসলিম রেনেঁসা সোসাইটি নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এতে ' দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন,'আজাদের' যুগ্ম সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁ, বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের, নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে আবদুল ওয়াসেক, আনোয়ার হোসেন, মাহমুদ নুরুল হুদা এবং হাবিবুল্লাহ বাহার, পরবর্তীকালে কবি আব্দুল কাদের, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হন।

সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি

মুসলিম রেনেঁসা সোসাইটি বা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ঐ কমিটিতে স্থির হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে ও প্রকৃত ইতিহাস সামনে তুলে ধরতে ৩রা জুলাই সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু দিবস 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। পাশাপাশি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিকেও জোরদার করা হবে। এই উপলক্ষে একটি কমিটি 'সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি' নামে গঠন করা হয়। যার সভাপতি ছিলেন মহঃ আক্রাম খাঁ। কমিটি সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হিন্দুও ছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা দিবস-১৯৩৯

'সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি'র ডাকে ৩রা জুলাই কলকাতা সহ সারা বাংলায় সিরাজউদ্দৌলা দিবস পালনে ব্যাপক সাড়া জাগে। সিরাজউদ্দৌলাকে জাতীয়তার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। তৎকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যেও 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালনে জনগণের এই অংশ গ্রহণ ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক উজ্জ্বল ঘটনা।

কলকাতা-অ্যালবার্ট হল

৩রা জুলাই অ্যালবার্ট হলের এক জনাকীর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহীসুরের নবাব পরিবারের প্রিন্স আক্রাম হোসেন খান। সভায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। বক্তারা ছিলেন-আব্দুল হালিম গজনভী (এম. এল.এ.), মৌলবী মোজাম্মেল হক (এম. এল.এ), মৌলানা আক্রাম খাঁ, হরিদাস মজুমদার, রজনী মুখোপাধ্যায়, বদরুদ্দোহা, ডাঃ আর. এন. অধিকারী, মহঃ হাবিবুল্লাহ, মৌলবী নাজির আহমেদ চৌধুরী, মৌলবী মহিউদ্দীন, লক্ষ্মীকান্ত শীল। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি-

১) সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কালিমালেপনকারী বিদেশী ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে এবং সিরাজের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের জন্য বাঙালী ঐতিহাসিকদের কাছে আবেদন জানিয়ে-

২)'অন্ধকূপ হত্যার' অলীক কাহিনী নির্ভর হলওয়েল মনুমেন্টের অবিলম্বে অপসারণের জন্য সরকারেব কাছে আবেদন জানিয়ে-

৩) নবাব সিরাজের সমাধিস্থলের অবস্থা বর্তমানে জীর্ণ, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের বরাদ্দ অপ্রতুল। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে -

৪) বাংলার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে পাঠ্যপুস্তকে সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কিত মিথ্যা ও অবমাননাকর লেখাগুলি খতিয়ে দেখে বাদ দেবার আবেদন জানিয়ে সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় প্রতিবছর সারা বাংলায় ৩রা জুলাই 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালন করা হবে। বক্তাদের মধ্যে আব্দুল হালিম গজনভী, মৌলবী মোজাম্মেল হক প্রয়াত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে স্মরণ করেন এবং সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র ও কর্মের সত্য নির্ধারণে তাঁর অবদান, বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নীতিশচন্দ্র সেন, পি.আর. ঠাকুর (এম.এল.এ) ডাঃ মনসুর আহমেদ, তায়েব ভাই জারিফ, আবুল হায়াত, ডাঃ এ.এম. মল্লিক, সর্দার জামিয়ত সিং, শামসুল হুদা প্রমুখ ছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলাদিবস ঃ ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ এম. শহীদুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় হলে 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর কে.এম ইসমাইল (এম.এল.এ.)। কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়ে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে অনুরোধ করা হয়- ব্রজেন্দ্র ঘোষ স্ট্রীটে নির্মীয়মান নতুন পার্কটি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতিতে 'সিরাজউদ্দৌলা পার্ক' নামকরণের জন্য।

সভাতে ঢাকা জেলা মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক জায়নুল হক তার তেজোদীপ্ত ভাষণে বলেন, এক মাসের মধ্যে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারিত না হলে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হবে। তিনি নিজে প্রথম অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন এই মর্মে মন্ত্রীসভার কাছে তিনি একটি চিঠি দিচ্ছেন।

ময়মনসিংহ

বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ময়মনসিংহে 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালিত হয়। সূর্য কুমার সোম (এম.এল.এ.) - এর সভাপতিত্বে টাউন হলের সভায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেন। সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ , মৌলবী মুজিবর রহমান খান, অমলেন্দু বাগচি, মৌলবী ফজলুল হক, সুধীন্দ্র রায়, মৌলবী বিলায়েত হোসেন, আবদুল আজিজ আকান্দা বক্তব্য রাখেন। সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিরাজের চরিত্রে কালিমালেপন করেছেন, নিষ্ঠুর বলে চিহ্নিত করেছেন এবং ইংরেজরা বাংলার জনগণকে ঐ নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করেছেন - এইভাবে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তা শিখছে। 'সিরাজউদ্দৌলা' পুস্তকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সত্য উন্মোচন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সিরাজ ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় বাংলার জনপ্রিয় মুসলমান সরকার হিসাবে নিজেদের দাবিকারী সরকার অবিলম্বে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট সরিয়ে দিক ও সিরাজউদ্দৌলা, মোহনলাল এবং মীরমদনের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করুক।

রাজশাহী

'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত এক দীর্ঘ মৌন মিছিল রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির সামনে থেকে শুরু হয়। 'সিরাজউদ্দৌলা' পুস্তক প্রণয়নকারী ঐতিহাসিক প্রয়াত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বাসভবনের সামনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে গোটা মিছিল শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এরপর মিছিল শহরের নানা পথ পরিক্রমা করে টাউন হলে প্রবেশ করে। সেখানে কিশোরীমোহন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৌলবী আজিজুল আলম (ভাইস চেয়ারম্যান-রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটি) বক্তব্য রাখেন। এরপর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বিশেষ স্নেহধন্য ঐতিহাসিক ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার সিরাজউদ্দৌলার দেশপ্রেম এবং ইংরাজের বিভক্ত করে দেশ শাসন নীতি বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। তার ভাষণে আরও বলেন হিন্দু- মুসলমান ঐক্য রক্ষাই হল নবাবের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। সভায় অন্যান্য বক্তারা ছিলেন-গোপেন্দ্রসুন্দর মজুমদার, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ। উর্দু ও বাংলায় দু'জন মুসলিম ছাত্রও বক্তব্য রাখে। অবিলম্বে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণ ও 'সিরাজউদ্দৌলা' পুস্তক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে দুটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভা উপলক্ষে কবি বিমলাচরণ মৈত্রেয় রচিত গান গেয়ে শোনান রেবতী চরণ চক্রবর্তী।

চট্টগ্রাম

সিরাজউদ্দৌলা দিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি ছিল-সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসা রটনাকারী ঐতিহাসিকদের প্রতি নিন্দা করে, ঐরূপ ইতিহাস সমস্ত পাঠ্যসূচী থেকে বাতিল করার দাবি জানিয়ে কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম বদলে সিরাজউদ্দৌলা রোড নামকরণের দাবিতে এবং ৩রা ফেব্রুয়ারি সিরাজের মৃত্যুদিনটি সর্বত্র ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণার দাবি জানিয়ে।

ফেণীতেও একটি ঐরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জমায়েতের বেশীর ভাগই ছিল ছাত্ররা।

কুমিল্লা

কুমিল্লা সাধারণ পাঠাগারের সিরাজ স্মৃতি কমিটি, ত্রিপুরা জেলা ছাত্র ফেডারেশন ও ত্রিপুরা জেলা মুসলিম ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ আহ্বানে প্রায় দশ হাজার মানুষের এক সমাবেশ টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। পলাশী যুদ্ধে নিহত বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় বক্তারা ছিলেন- অতীন্দ্রমোহন রায়, কামিনী কুমার দত্ত, আশুতোষ সিংহ , নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, মৌলবী আবদুস সালাম (সহ-সম্পাদক ত্রিপুরা জেলা মুসলিম লীগ), মৌলবী জহরুল হক (নীল মিঞা) সম্পাদক সাব-ডিভিশনাল মুসলিম লীগ প্রমুখ। অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচী থেকে সিবাজউদ্দৌলা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনীগুলি বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাবিবগঞ্জ

বৃন্দাবন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী দ্বিজদাস চৌধুরীর সভাপতিত্বে টাউন হলে এক জনাকীর্ণ সভায় সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণের দাবি করা হয়। সভায় অধ্যাপক ভূপেশ ভট্টাচার্য, মৌলবী আবদুর রহমান (এম.এল.এ.) মৌলবী নুরুল হুসেন খাঁন, রুক্মিণী কুমার পাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

টাঙ্গাইল

লেফটেনান্ট মহম্মদ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে পাবলিক লাইব্রেরী হলে 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন - ডঃ ফজলুর রহমান, মৌলবী এবাদত আলি খান, পূর্ণেন্দু মোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি-টাঙ্গাইল সাব ডিভিশন কংগ্রেস কমিটি)। সভায় নবাবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানানো হয়।

পাবনা

'সিরাজউদ্দৌলা' দিবস উপলক্ষে এক বিশাল সুসজ্জিত মিছিল শহরের বড় বড় রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে বনমালী ইনস্টিটিউট হলে এসে পৌছায়। সেখানে মৌলবী গফুর খানের সভাপতিত্বে

এক সুবিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু হিন্দু-মুসলমান বক্তা পরপর বক্তব্য রাখেন। জাতীয়. স্বাধীনতার যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। নবাব সিরাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব ছাড়াও সিরাজের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কলেপনকারী ঐতিহাসিকদের প্রতি নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারের কাছে ঐসব মিথ্যা ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেবার জন্য আবেদন করা হয়। এছাড়াও হলওয়েল মনুমেন্ট ও পলাশী গেটের অবিলম্বে অপসারণ দাবি করা হয়। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে স্মরণ ও গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। সভা শেষ হবার পূর্বে বনমালী ইনস্টিটিউটের সদস্যারা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের বিশেষ কয়েকটি অংশ অভিনীত করেন।

বগুড়া

জেলা ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র অ্যাসোশিয়েশনের যৌথ আহ্বানে ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন যতীন্দ্রমোহন রায়। বক্তারা ছিলেন - খান সাহেব আফজল হোসেন, মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম (এম.এল.সি.), সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ। অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ ও সিরাজের সমাধিস্থল সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়।

হিলি

সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে 'সিরাজ দিবসে' এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম বক্তা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার তাঁর বক্তব্যে অবিলম্বে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি উত্থাপন করেন। দেশের স্বার্থে পলাশীর যুদ্ধে শহীদত্ব বরণকারী সিরাজ ও অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রামপুরহাট

ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে ৩রা জুলাই 'সিরাজ দিবস' পালিত হয়। একটি সুবিশাল মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে ছাত্ররা ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দেয়। মিছিল শেষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে নবাব সিরাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অবিলম্বে অপসারণের দাবিতে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিরাজ দিবস ঃ সরকারী রিপোর্ট

বাংলার বিভিন্ন স্থানে 'সিরাজ দিবস' পালনের সংগৃহীত উপরোক্ত সংবাদগুলি থেকেই অনুমান করা যায় যে 'দিবস' পালনের ডাক কত ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। সরকারী গোপন রিপোর্টেও তার প্রমাণ মেলে। বিশেষত মুসলিমদের সম্পর্কে গোপন রিপোর্টে ছিল - খিলাফত আন্দোলনের দিনগুলির পরে 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালনে মুসলমান জাতীয়তাবাদীদের এই বিপুল পরিমাণ অংশগ্রহণ ও উৎসাহ বাংলার রাজনীতিতে আগে দেখা যায় নি। 'সিরাজ দিবস' পালনে সর্বত্র ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের নেতৃত্বে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বেশী

হলেও সরকারী গোপন রিপোর্টে হিন্দু বিপ্লবীদের (প্রাক্তন রাজবন্দী) অংশগ্রহণের তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে সরাসরি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব ও অনুগামীদের যৌথ অংশগ্রহণও গোপন রিপোর্টে উল্লিখিত যা, অবশ্যই বিশেষ ইঙ্গিতবহ।

সিরাজ জাতীয়তার প্রতীক

১৯৩৯ সালে 'সিরাজ দিবস'পালনের ডাক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নিলেও তা কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক ছিল না। সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে এ যাবৎ প্রচারিত কলঙ্কময় ও মিথ্যা রটনার বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্য সামনে রেখে সিরাজকে শেষ স্বাধীন নবাব ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা এবং জাতীয় বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল 'সিরাজ দিবস' পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হয়েছিল বলা যায়। প্রতিটি সভায় আলোচনাগুলি ছিল গবেষণাসমৃদ্ধ ও আবেগদীপ্ত যা, জনসাধারণ আগ্রহভরে গ্রহণ করেছিল এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সিরাজউদ্দৌলা জাতীয়তা ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। 'সিরাজ দিবসে'-র সভাগুলিতে উত্থাপিত দাবিগুলিও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। নবাব সিরাজের স্মৃতি চিহ্নগুলির সংরক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক থেকে মিথ্যা ইতিহাস বাতিল করা, রাস্তা-পার্কেব নামকবণ, সর্বোপরি 'অন্ধকূপ হত্যার ' মিথ্যা কাহিনী নির্ভর হলওয়েল মনুমেন্টের অপসাবণের দাবি প্রমুখ। এর মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি ছিল সর্বত্র এবং দাবি হিসাবে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বাংলার কোয়ালিশন সরকার

প্রায় সর্বত্রই 'সিরাজ দিবসের' দাবি সংবলিত প্রস্তাবগুলি ছিল বাংলার সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোযালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে ভিত্তি করে কৃষক প্রজা পার্টির বাংলার রাজনীতিতে অভ্যুদয় ও নির্বাচনে সাফল্যলাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নির্বাচনের পূর্বে জিন্নার প্রস্তাব সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী জোট গড়তে অসম্মত হন। নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়। দ্বিতীয় স্থানে ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। এই অবস্থায় নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষক প্রজা - কংগ্রেস কোয়ালিশন বা কংগ্রেস সমর্থনে কৃষক প্রজা সরকার, কোনোটিই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্দেশের কারণে গঠিত হতে পারে নি। বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বাতাবরণের পরবর্তী বিষাক্ত সময়কালেব অন্যতম উৎস কেন্দ্র হিসাবে এই ঘটনা আজও বহু আলোচিত ও গবেষণার বিষয়। শেষ পর্যন্ত কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ফজলুল হক ঐ সময়কালে হয়ে ওঠেন মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তবে এটা লক্ষণীয় কৃষক প্রজা দলের মন্ত্রী ও বিধায়ক সহ বিধানসভার মুসলমান সদস্যদের এক বড় অংশ তখনো সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত ছিলেন। বিধানসভায় এরা খাঁটি বাঙালী পোষাকে যোগ দিতেন, বিতর্কে বাংলায় বক্তব্য রাখা শুরু করেন। গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক দাবিগুলি সরকারের অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে কার্যকরী হতে শুরু হওয়ায় ফজলুল হকের নেতৃত্ব সরকারের

জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে বিশেষত মুসলিম মহলে। এই সরকারের মন্ত্রীরাও নিজেদের জনপ্রিয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করতেন। মুসলিম ছাত্রদের বড় অংশই ছিল এইসব নেতাদের অনুগামী। ফলে 'সিরাজ দিবস' পালনের যে আন্দোলন তাতে উত্থাপিত দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে সরকার কার্যকরি উদ্যোগ নেবেন এই আশা মুসলিম মহলে বিশেষভাবে কাজ করছিল। অপরদিকে, এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়া অন্যান্য অংশের নেতৃত্ব ও মানুষেরা মুসলিমদের এই মনোভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ কারণেই সমস্ত দাবিগুলি নিয়ে কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক ছিল না। দাবিগুলি ছিল সরকারের কাছে আবেদনমূলক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় -- আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুসলমান মহলে একটা দ্বিধা কাজ করছিল -- এই আন্দোলন সরকার কি চোখে দেখবে। চমৎকার বর্ণনা রয়েছে সিরাজ স্মৃতি কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের- "...আজাদ পত্রিকায় সিরাজ স্মৃতি কমিটির খবরের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রথমে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত যদি সরকার ভাল চোখে না দেখে তাহলে বিপদ দেখা দিতে পারে। কিন্তু অ্যালবার্ট হলের সভায় জনসমাগমের সংবাদ শুনে তিনি আর আপত্তি করেন নি।

তৃতীয় অধ্যায়
সুভাষচন্দ্রের যোগদান ও গ্রেপ্তার

যোগদান

১৯৩৯ সালের সিরাজ দিবসে উত্থাপিত দাবিগুলি বিশেষ করে জনপ্রিয়তম দাবি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ বিষয়ে বাংলা সরকারের তরফে কার্যকরী কোন উদ্যোগ না থাকায় বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। এই অবস্থায় প্রায় ১ বছর বাদে ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র বসু আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আন্দোলনকারীদের উৎসাহ গেল অনেকগুণ বেড়ে। এই মনোভাবের সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে আবুল মনসুর আহমেদের লেখায়-

"....সিরাজউদ্দৌলার প্রতি আমার মমত্ববোধ ছিল অনেক দিনের। ছেলেবেলায় ছিল এটা বাংলার মুসলিম শাসনের শেষ প্রতীক হিসাবে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হওয়ার পর সিরাজউদ্দৌলাকে বাঙালী জাতীয়তার প্রতীক রূপে গ্রহণ করার জন্য অনেক কংগ্রেস সহকর্মীকে ক্যানভাস করিয়াছি। বাংলার নাট্যগুরু গিরিশ ঘোষ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজউদ্দৌলাকে এই হিসাবেই বিচার করিয়াছেন বলিয়াও বহু মনগড়া যুক্তি খাড়া করিয়াছি। কিন্তু হিন্দু কংগ্রেসকর্মীদের কেউ এদিকে মন দেন

নাই। কাজেই সুভাষবাবুর মত জনপ্রিয় তরুণ হিন্দু নেতা এই মতবাদের উদ্যোক্তা হওয়ায় আমাদের আনন্দ আর ধরে না। দৈনিক কৃষকের সম্পাদকীয়তে এই মতবাদের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি দিতে লাগিলাম।"

হলওয়েল মনুমেন্টের বিষয়টি সুভাষচন্দ্রের কাছে তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর চিন্তা ও মানসিকতার সামনে এক বিশেষ সুযোগ ও কর্তব্য হিসাবে উপস্থিত হয়। ঐ সময় ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কোণঠাসা হয়ে পড়া ও এই পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে এই উপলব্ধি সুভাষচন্দ্রের যেমন ছিল, অপরদিকে একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে তিনি ছিলেন বিশেষ ভাবিত। একারণেই বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (ঢাকা ২৫-২৬শে মে ১৯৪০) থেকে ঐতিহাসিক শ্লোগান উপস্থিত করলেন "Struggle and Unite" ঐ বছরের ১৮-১৯ শে জুন ফরওয়ার্ড ব্লকের নাগপুর সম্মেলন থেকেও জাতীয় ঐক্য বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রস্তাব নেওয়া হয়। পাশাপাশি এই সম্মেলনে ভারতের জনগণের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা -- শ্লোগান উত্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ কবাই শুধু নয়, জাতীয় ঐক্যের ঐকান্তিক প্রয়াসে তিনি সম্মেলন শেষেই ছুটে যান ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর কাছে, তাব পরই (২২ শে জুন) বোম্বাইতে জিন্না ও হিন্দু মহাসভাব সভাপতি দামোদব সাভারকরেব বাড়িতে গিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে কথা বলেন। একাধারে দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য তথা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রেব তখনকার মনোভাব সুন্দব ফুটে উঠেছে 'ফরওযার্ড ব্লক' পত্রিকায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় এই অংশটিতে-

"......অতএব কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের হাই-কমান্ড কবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সমাধান বাতলিয়ে দেবে সেই দিনের অপেক্ষায় আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকার দরকার নেই। বরঞ্চ যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তারা যাতে একত্রিত হয়ে এই সমস্যার সমাধান করে সেইদিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। যদি তারা সাফল্যলাভ করে, প্রথমে ও সবচেয়ে বড় বাধা তাহলে দূর হবে এবং জনসাধারণ - সমস্ত জাতি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যারা স্বাধীনতাকে ভালবাসে এবং তার জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে তারা আর যে কোন লোকের থেকে অনেক সহজে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারে।"

সুভাষচন্দ্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে শুধুমাত্র তত্ত্বগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব কিছু ঘটনাকে সামনে রেখে ঐক্য গড়ে তোলায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রেরণা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কর্মকাণ্ড বিশেষ করে 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর নীতি। ঐ পথ ধরেই ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে সম্পাদিত হয় 'বসু-লীগ' চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী কলকাতা কর্পোরেশনে আসন রফার মধ্যে দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পথ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাতৃত্ব কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল, যদিও তখনকার হিন্দু-মুসলিম উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে হিন্দু জনমতের এক অংশের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়, সমসাময়িক অনেক

পত্রিকাও এই চুক্তির নানা সমালোচনা করে। বিরূপ সমালোচনাগুলির জবাবে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য- " ভারতের সামনে এক মহা-সুযোগ এগিয়ে এসেছে। কি কংগ্রেস, কি মুসলিম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা যেই হোক না কেন তারা যদি আসন্ন এই সংগ্রামে যোগ দিতে রাজি হয়। তবে প্যাক্ট তো দূরের কথা, আমি আজীবন তাদের গোলামী স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধা করব না। ইংরাজ গোলামী শেষ করার জন্য যদি দেশবাসীর গোলামী আমাকে করতে হয় তাতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত"।

স্বাধীনতার স্পৃহা ও জাতীয় ঐক্য নিয়ে তার এই উদ্বেগাকুল চিন্তাভাবনা এবং তার সমাধানের জন্য স্থানীয় বাস্তব ইস্যুভিত্তিক ঐক্য সারা দেশে কার্যকবী করাব জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। বারবার ছুটে গিয়েছিলেন বিভিন্ন নেতাদের কাছে। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমেদ সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে তার আলোচনার কথা বলতে গিয়ে বলছেন--

"প্রফুল্লতা ও মনোবল নিয়ে কথা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পষ্ট দেখিলাম, শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য গোপন করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন " নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান মিলন বোধ হয় আর সম্ভব হল না । বাংলা ভিত্তিতে এ আপোষ করার চেষ্টা করা যায় না কি?"

এ কাজের উপাদান তার হাতের কাছেই ছিল। একে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি সুভাষচন্দ্র। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে কালিমালেপনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার জনপ্রিয়তম দাবিটি - হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণের বিষয়টিতেই গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন সুভাষচন্দ্র। এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জাগ্রত করে স্বাধীনতা সংগ্রাম কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবে, পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বনিয়াদ সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করবে-এই চিন্তার দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন। তাই ঢাকার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনেব প্রাক্কালে (মে, ১৯৪০) কিছু জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী মুসলমান ছাত্র যখন সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব রাখে তিনি যেন অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্কমোচনের দাবিকে জাতীয় দাবি হিসাবে গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমান এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক দেন, তখন সুভাষ চন্দ্র তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে বলেন এটা আমাদের আশু জাতীয় কর্তব্য। ঢাকা সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে এটাই অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকায় এ সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তবটি ছিল - "In order to assert fully the status of a free nation it is essentially necessary for the Indian people to cast off the emblems of slavery which have become galling to them more than ever before, and which now militate more and more against their increasing sense of self-respect. To this end, it is necessary and desirable that a beginning should be made by demanding the demolition or removal of the Holwell Monument in Calcutta which is to the people of Bengal—both Hindus and Muslims—a symbol of national humiliation. This

conference requests the Bengal Provincial Congress Committee to take the necessary steps for securing the demolition or removal of the Holwell Monument."

এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বি. পি. সি. সি.-র পক্ষ থেকে সভাপতি রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব স্বাক্ষরিত এক ঐতিহাসিক চিঠি ১৫ ই জুন, ১৯৪০ বাংলাব প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের কাছে দেওযা হয়। চিঠিতে অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর অসাড়তা বিষয়ে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে ঐ মিথ্যা কাহিনী নির্ভর হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানানো হয়। বাংলার 'জনপ্রিয়' সরকার এই জনপ্রিয় দাবিটিকে অতি দ্রুত কার্যকরী না করলে বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে চিঠিতে জানানো হয়।

আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব

মুসলিম মহলে বিশেযত ছাত্রদের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের বিষয়ে বাংলাব সরকারের তরফে কোন উদ্যোগ না থাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এবছর (১৯৪০) ৩ রা জুলাই সিরাজ স্মৃতি কমিটির ডাকে সিরাজউদ্দৌলা দিবস পালনের সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওযা হচ্ছিল। শুধুমাত্র নবাব সিরাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয, এবারের 'সিরাজ দিবস' পালনেব ডাকে দাবি হিসাবে সামনে চলে আসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বি. পি সি. সি (সাসপেন্ডেড) আন্দোলনে যোগদান ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব ডাক দিলে সব মহলেই সাড়া পড়ে যায়। যদিও ইতিপূর্বে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ ও পরবর্তীকালে হাইকমান্ড কর্তৃক বহিষ্কৃত এবং নিজস্ব ' ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক তার পূর্ণ শক্তি নিয়েই এই আন্দোলনে যোগ দেয। বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি. ভি.), অনিল রায়-লীলা রায়ের শ্রী সঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠন এই আন্দোলনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে। ছাত্র ফেডারেশন তাদের দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে উৎসাহ নিয়ে সাড়া দেয়। ঐ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে থাকা অংশ যারা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন তারা, পার্টির নির্দেশে আত্মগোপন করে কাজ করছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখন ' না এক পাই-না এক ভাই ' এই শ্লোগান নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। নেতৃত্বের প্রকাশ্য অংশগ্রহণ না থাকা সত্ত্বেও ছাত্র ফেডারেশন মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও তাদের বেঙ্গল লেবার পার্টিও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এদের প্রভাবাধীন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাও আন্দোলনে ভূমিকা নেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (বি. পি. টি. ইউ. সি.) এই আন্দোলনে সমর্থন জানায়। উল্লেখ্য ১৯৪০ সালের ২৫শে মে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বি. পি. সি. সি. শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘোষণা করে। তাকে বলা হয় যে- বি. পি. টি. ইউ. সি-র সাথে পরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই বাংলার কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলন চালাবে। ঐ বছরে বি. পি. সি. সি. ও বি. পি. টি. ইউ. সি.

একত্রে যে দিবস পালন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সমর্থন জানায় বি. পি. টি. ইউ. সি.।

বিভিন্ন মহলের সমর্থন নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই কমিটির চেয়ারম্যান হন। সম্পাদক ছিলেন মাহমুদ নুরুল হুদা (মুসলিম ছাত্র লীগ)। অনেকের মধ্যে এই কমিটিতে কমিউনিস্টরাও ছিলেন, ছিলেন ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিঞা), লীলা রায় ও আরও অনেকে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কর্মসূচী ঠিক হল - ৩রা জুলাই সত্যগ্রহ শুরু হবে। স্বেচ্ছাসেবকরা হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙতে অগ্রসর হবেন। ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় (২৯ শে জুন, ১৯৪০) সুভাষচন্দ্র লিখলেন "...On the 3rd of July next will commence the campign against the monument and the writer has decided to march at the lead of the first batch of volunteers on that day."

এই কর্মসূচীর কথা সরকারের কাছেও লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হল। আর এই উপলক্ষে ১ লা জুলাই অ্যালবার্ট হলে মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর (এম. এল. সি.) সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হল । প্রধান বক্তা সুভাষচন্দ্র তার ভাষণে আগামী ৩ রা জুলাই থেকে সত্যাগ্রহ কর্মসূচী এবং প্রথম দলেই তার নিজের অংশগ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে তরুণ ছাত্র-যুবদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানালেন। সুভাষচন্দ্র ছাড়া মুসলীম লীগের পক্ষে আব্দুল ওয়াসেক ও বেশ কিছু হিন্দু - মুসলমান বক্তা সভায় বক্তব্য রাখেন।

ফজলুল হকের বিবৃতি ঃ পাল্টা সুভাষচন্দ্রের

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য দীর্ঘদিন দাবি উত্থাপিত হলেও এ পর্যন্ত বাংলার সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। কিন্তু ঐ দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনক্ষণ ও কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পর সরকারের পক্ষে কোন না কোন বক্তব্য রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ল। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে সরকারের ঘনিষ্ঠ সমর্থক মহলেও ভাঙন ধরার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছিল। তাই প্রায় বাধ্য হয়েই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন - "The question of the removal of the Holwell Monument has been engaging the attention of the public for some time past and Government have been always felt the necessity of arriving at an early decision concerning this matter.

At a meeting of the coalition party towards the close of the last Assembly session, I gave an assurance to the members that I would endeavour to announce Government's decision as early as possible after the session was over.

Pre-occupations of various kinds have prevented Govt. from arriving at a decision. But I am now in a position to state that it will be

possible for a definite announcement being made early in the forthcoming session of the assembly and in any case not later than by the end of the current month.

I earnestly appeal to all my friends not to force the issue by taking any steps which may lead to the disturbance of the public peace, or which may prevent Govt. from securing the co-operation of all communities and of all sections of the people interested.

A continuance of the peaceful atmosphere which now prevails is essential in the best it interests of the country and I am making this appeal to concerned to help Govt. in arriving at a decision as quickly as possible."

ফজলুল হকের এই বিবৃতিতে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের বিষয়ে তাঁর সরকার চিন্তা করছে এটুকুই শুধু বললেন, নির্দিষ্ট কিছু ঘোষণা না করায় এবং আন্দোলনকারীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করায়, স্বভাবতঃই এই বিবৃতি আন্দোলনকারীদের খুশি করল না। পরদিনই ২ রা জুলাই, এর জবাবে সুভাষচন্দ্র যুক্তি অবতারণার মাধ্যমে জানালেন- সরকারের সদিচ্ছা থাকলে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হলে ৩ রা জুলাই- এর কর্মসূচী বহাল থাকবে। বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"I have read the announcement made by the Honourable Chief Minister regarding the Holwell Monument. The letter of the B. P. C. C. President was delivered at his office the 18th June. The Govt. have had plenty of time to consider this question but have not chosen to take any action so far. The Chief Minister has not given us any indication as to what definite announcement he will make by the end of this month. We have a bitter experience of the delaying tactis of this Govt. in connection with our demand for the release of the political prisoners on the circumstances, the Chief Minister's statement is altogether unsatisfactory and my programme for the 3rd July therefore stands. If the Govt. feel inclined to respond to the public demand in this matter, they can easily come to a decision inside of twenty four hours and announce it to the public".

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার

প্রায় আচমকাই ২ রা জুলাই দুপুরে গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর বাড়িতে বেলা ২ টা নাগাদ মি. জে. ভি. বি. জানভ্রিন (ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ) পুলিশ বাহিনী

নিয়ে এসে দেখা করতে চান। দেখা হলে তাঁকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। সুভাষচন্দ্র তৈরি হতে আধ ঘণ্টা সময় নেন । তারপর তাঁকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সরকারী সূত্র জানায়-এই গ্রেপ্তার ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুযায়ী করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্র তাঁর বাড়িতে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ছুটে আসেন। এদের মধ্যে রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, পান্নালাল মিত্র, কালীপদ বাগচী, অমর বসু, এ. এম. এ. জামান, হেমন্ত বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, ডাঃ কিরণ শংকর রায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, রবি সেন, কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী, ইন্দুভূষণ বিদ, দেবব্রত মুখার্জী, নরেশনাথ মুখার্জী, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, চারুচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ। কলকাতার মেয়র এ. আর. সিদ্দিকি, মুসলীম লীগ নেতা এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি প্রমুখ টেলিফোনে খোঁজ নেন।

ঐ দিনই রাতে অ্যালবার্ট হলে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতার নাগরিকদের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েত হয়েছিল তদানীন্তন কালের সর্বাধিক। এ. এম. এ. জামান (এম. এল. এ.) সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা ছিলেন-সর্দার শার্দুল সিং কভিশের, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কালীপদ বাগচী, বিমলপ্রতিভা দেবী, কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী, আবদুল ওয়াসেক, মাহমুদ নুরুল হুদা, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, লীলা রায়, বসন্ত কুমার মজুমদার, হেমন্ত বসু, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (এম. এল. এ.), সুবোধ বসু (ছাত্র ফেডারেশন) প্রমুখ। সভায় সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ও অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো ছাড়াও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি এবং তার জন্য ৩ রা জুলাই থেকে আন্দোলনে আরও বেশী করে অংশগ্রহণের আবেদন করা হয়। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার হলওয়েল মনুমেন্টের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারে নি বরং তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কর্মসূচী ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন একই সুরে গাঁথা হয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়
উত্তাল আন্দোলন

৩ রা জুলাই

সকাল থেকেই কলকাতা শহর উত্তাল। বি. পি. এস. এফ.-মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের উদ্যোগে ছাত্র- জনতার মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিল বের হয় ৬ টি কেন্দ্র থেকে - পার্ক সার্কাস, এলিয়ট হোস্টেল, টেলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, 'আজাদ' অফিস ও খিদিরপুর সেতু থেকে। স্কুল-কলেজ প্রায় সর্বত্র হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ ও সুভাষ বসুর মুক্তিব দাবিতে পোস্টার প্রদর্শনী ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্ররা সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলেজ প্রাঙ্গণে ধর্মঘট করে সভা করে 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস ' পালন করে, সুভাষচন্দ্রের মুক্তি ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানায়। প্রদ্যোত গুহ, সুবোধ বসু, জ্যোৎস্না রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাশেষে একটি মিছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যায়। একই দাবি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে সভা করে। ক্যালকাটা মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের ডাকে ওয়েলেসলি স্কোয়ারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যরাও এতে যোগ দেয়। সভাপতি ছিলেন আব্দুল ওয়াসেক। সভায় সিরাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং মিথ্যাকাহিনীনির্ভর হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের প্রস্তাবে ১৫ ই

জুলাই-এর মধ্যে সরকারের নির্দিষ্ট ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আব্দুল হাকিম মির্ধা ও সমর্থন করেন অবনী লাহিড়ী (বি. পি. এস. এফ.)। সভায় অন্যান্য বক্তারা ছিলেন-লক্ষ্মীকান্ত শীল, আবু সঈদ চৌধুরী, শামসুল হক চৌধুরী ও আব্দুল রউফ প্রমুখ। সারা দিনের সভা-সমিতি ছিল বিকালের টাউন হলে সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি আহুত জনসভার প্রস্তুতি। সিরাজ স্মৃতি কমিটির পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে বেশ কয়েকদিন ধরে এই সভার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, একই সঙ্গে ঐ সভা সফল করার জন্য বি. পি. সি. সি.-র পক্ষ থেকেও আবেদন করা হয়।

টাউন হলের সভা

বিকাল সাড়ে ৫ টায় টাউন হলে উপচে পড়া জনসমাগম। মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগ, বি. পি. এস. এফ., কংগ্রেস (সাসপেন্ডেড), ফরওয়ার্ড ব্লক সহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ দলে দলে যোগ দেয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ বদরুজ্জোজা, এম. এল. এ. (মুসলিম লীগ)। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত-বিমলপ্রতিভাদেবী, গোপাল হালদার, মদনলাল যোশী, অনিল রায়, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী (এম. এল. এ.), ডা. চারুচন্দ্র ব্যানার্জী, ভূতনাথ মুখার্জী, ডা. এ. এম. মালিক, পুরুষোত্তম রাই, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, আশুতোষ দাশ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, ধরনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভা শুরুর পর মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে ওঠেন শামসুর রহমান। তাঁর প্রস্তাবে তিনি যখন সরকারকে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য এক মাস সময় দেওয়ার কথা বলেন, তখন সভা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চারিদিকে 'না' - 'না' রব ওঠে, এরই মধ্যে নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী; এম. এল. এ. আবেগদীপ্ত ভাষণে সংশোধনী আনেন - অবিলম্বে ঐ মনুমেন্ট অপসারণ করতে হবে। সভায় উল্লাস দেখা যায় এবং বিপুল উৎসাহের মধ্যে মূল প্রস্তাবটি সংশোধন করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী পরে গ্রেপ্তার হলে তাঁর ঐ সভায় বক্তব্য অন্যতম অভিযোগ হিসাবে আনা হয়েছিল। তাঁর ঐ বক্তব্যের বিশেষ অংশ যেভাবে সরকারী গোপন রিপোর্টে স্থান পেয়েছে-

"......Narendra Narayan Chakrabarty's speech was rather exciting, in which he referred Mr. Churchill's speech in which mention was made and public warned against fifth column in Great Britain. Narendra Narayan reported and observed that it was the Britishers who utilized fifth column in Mirzafar and Umichand to deprive Bengal of her freedom and he urged the Indian youths to pour out their fresh blood to regain their lost freedom....."

টাউন হলের ঐ সভায় অন্যান্য বক্তারা ছিলেন-আব্দুল ওয়াসেক, অসিতরঞ্জন ঘোষ, শামসুল হুদা, লীলা রায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বসন্ত কুমার মজুমদার, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, মৌলবী আহমেদ আলি, এ. এম. এ. জামান প্রমুখ। সভাতে ১৯৩৯ সালে সিরাজ দিবসে গৃহীত সকল প্রস্তাবগুলি পুনরায় উত্থাপন ও গ্রহণ করা হয়।

লাঠি চার্জের ঘটনা

টাউন হলের সভাকে ঘিরে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন ছিল। সভা শেষে হলের সামনে কিছু মুসলিম ছাত্রকে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। বেশ কয়েকজন ভালই আহত হয়। মারুফ হোসেন (সম্পাদক-'ছাত্রশক্তি') ও নুরুল হুদা (মুসলিম ছাত্র লীগ) আহতদের মধ্যে ছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন এই ঘটনা মুসলিম ছাত্র মহলে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করেছিল।

ডালহৌসি স্কোয়ারে মনুমেন্টর সামনে

৩ রা জুলাইয়ের আসল উত্তেজনা ছিল মনুমেন্ট ভাঙার সত্যাগ্রহ কর্মসূচীকে ঘিরে। এদিন এই সত্যাগ্রহ কর্মসূচীর দিন হিসাবে আগেই ঘোষিত ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম সত্যাগ্রহ দলে থাকবেন এই ঘোষণাও ছিল। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার সত্ত্বেও কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয় নি। বরং উজ্জীবিত মানসিকতায় সত্যাগ্রহীরা এই কর্মসূচী পালনে এগিয়ে এসেছিলেন।

ঘটনার আশঙ্কা থেকেই ডালহৌসির ঐ এলাকা বিশেষ করে মনুমেন্টকে ঘিরে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা ছিল। রায় বাহাদুর বনবিহারি মুখার্জী (ডি. সি.), প্রভাতনাথ মুখার্জী (এ. সি-সাউথ) এবং অন্যান্য অফিসাররা ঘোড়সওয়ার ও সাধারণ পুলিশ সহ উপস্থিত ছিলেন। গোটা পুলিশ বাহিনী হেলমেট, গ্যাস মুখোশ, টিয়ার গ্যাস শেল ইত্যাদি নিয়ে সুসজ্জিত ছিল। অভিনব এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখার জন্য জনগণের ব্যাপক কৌতূহল ছিল। দুপুর থেকেই ডালহৌসি স্কোয়ারের ঐ অঞ্চলে জনতার ভীড় হতে থাকে। পুলিশ কৌতূহলী ঐ জনতাকে ঠেলে জি. পি. ও-র দিকে সরিয়ে দেয়। জি. পি. ও-র বারান্দাও ছিল ভীড়ে ঠাসা।

বিকাল ৫-২০ মিঃ নাগাদ নির্মল চন্দ্র সিন্‌হার নেতৃত্বে জি. পি. ও-র দিক থেকে ৪ জনের প্রথম সত্যাগ্রহী দল হাতে হাতুড়ী নিয়ে 'বন্দে মাতরম'- 'সুভাষ বসুর জয়' শ্লোগান দিতে দিতে মনুমেন্টের দিকে অগ্রসর হন। আইন অমান্যের অভিযোগে মনুমেন্টের দশ-বারো ফুট আগে তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় পাঠানো হয়। ডি. সি.-র প্রশ্নের উত্তরে নির্মল সিন্‌হা বলেন-'মনুমেন্ট ভাঙতে এসেছি'। প্রথম সত্যাগ্রহী দলে অন্য তিনজন ছিলেন - সত্যরঞ্জন মুখার্জী, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নৃত্যরঞ্জন ঘোষ। ঐদিন ওখানে আর কোন ঘটনা ঘটেনি।

এরপর আন্দোলন চলাকালীন প্রতিদিনই নতুন নতুন স্বেচ্ছাসেবকের দল প্রায় একইভাবে হাতে হাতুড়ী নিয়ে মনুমেন্ট ভাঙতে যায় ও গ্রেপ্তার হয়। আন্দোলন জয়যুক্ত হবার আগের দিন পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। গ্রেপ্তার হবার পূর্বে কোন কোন দিন দু- একজন স্বেচ্ছাসেবক লাফিয়ে গিয়ে অথবা হাতুড়ী ছুঁড়ে দিয়ে মনুমেন্টের গায়ে আঘাত করতে সক্ষম হন।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল

কলকাতা-সারা বাংলা তথা দেশজুড়েই ৩ রা জুলাই থেকে বিক্ষোভ প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সভা - বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিদিনই পালিত হতে থাকে। অপরদিকে, ডালহৌসিতে মনুমেন্ট ভাঙার অভিযানে সামিল হয়ে প্রতিদিন গ্রেপ্তার হয়ে চলেছেন স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। সংবাদপত্রে ঐ খবর পড়ে আরও মানুষ আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে পড়ছেন। ৫ ই জুলাই পালিত হয় 'সুভাষ দিবস'। কলকাতা, হাওড়াসহ প্রায় গোটা বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হল। ৭ ই জুলাই 'সারা ভারত বন্দী মুক্তি দিবস' আর ১০ ই জুলাই পালিত হল 'সারা ভারত সুভাষ দিবস'। আন্দোলন আরও উত্তাল হয়ে উঠল। এই সময়ে আন্দোলনের সংগৃহীত কয়েকটি সংবাদ -

৩ রা জুলাই

ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট শহরে হরতাল পালিত হয়। স্কুল-কলেজ-দোকানপাট বন্ধ ছিল।

নোয়াখালি টাউন হলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্তসভা থেকে অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানানো হয়।

বরিশাল - 'সিরাজ দিবস' পালিত হয়। শাহ্ আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অশ্বিনী কুমার হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্র ঘোষ, মহিউদ্দিন, আবদুল রশিদ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী, আবু হোসেন, বিনোদ মজুমদার, আব্দুল রাজ্জাক, সুলতান খান, এম. সমাদ্দার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জলপাইগুড়ি - শোভাযাত্রা ও আর্য নাট্য সমাজ হলে জনসভার মধ্য দিয়ে 'সিরাজ দিবস' পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন খগেন্দ্রনাথ দাস (এম এল. এ.)।

শিলচর - সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল প্রদক্ষিণ করে। গোলদীঘির পাড়ে এক বিশাল জনসভা অরুণ কুমার চন্দ্রের সভাপতিত্বে হয়।

জব্বলপুর - সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কাপড় বাজার সহ সমস্ত বাজার কার্যত বন্ধ থাকে ।

ময়মনসিং - শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। আনন্দমোহন কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররা মিছিল করে আনন্দমোহন কলেজে বিরাট সভা করে। সভাপতিত্ব করেন মধুসূদন ভৌমিক।

কলকাতা কর্পোরেশন সভা সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মুলতবী হয়ে যায়। মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী (মুসলিম লীগ), সমর্থন করেন নরেশনাথ মুখার্জী (কংগ্রেস)। সর্বসম্মতিক্রমে মুলতবী প্রস্তাব গৃহীত হয়। মেয়র এ. আর. সিদ্দিকি সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন।

৪ ঠা জুলাই

সিলেট শহরের গোবিন্দ পার্কে প্রতিবাদ সভা করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাস (সহ-সম্পাদক -

সিলেট কংগ্রেস কমিটি) সহ ৬ জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। আসাম সরকারের পক্ষ থেকে ডেপুটি কমিশনার অনুমতি ছাড়া সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

রাজশাহী শহরের টাউন হলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যুক্ত আহ্বানে সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে এক উপচে পড়া জনসমাগমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজিজুল আলম, অনিল বটব্যাল, মাদার বক্স ও গোপাল সরখেল বক্তব্য রাখেন। সভাপতি সুরেন মিত্র (এম. এল. এ.) তার বক্তব্যে আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মহাসুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সুকুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ভুবন পার্কে অপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুভাষ বসু গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে বোম্বাই কর্পোরেশন সভা মুলতবী হয়ে যায়। মুলতবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আর. এস. নিম্বকার।

চব্বিশ পরগণা কংগ্রেস সভা থেকে সুভাষ বসু সহ সমস্ত ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়।

কলকাতা কর্পোরেশন এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল সভা সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ও মুক্তি দাবি করে।

পুরুলিয়া শহরে সর্বাত্মক বনধ্ পালিত হয়। বিকালে মানভূমি জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে এক জনসভায় সুভাষ বসুর মুক্তি ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণেব দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অমৃতসর জেলা কংগ্রেসের ডাকে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুভাষ দিবস (৫ ই জুলাই)

কলকাতা, হাওড়ায় স্বতঃস্ফূর্ত বনধ্ পালিত হয়। বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমস্ত বনধ্ ছিল। ৪টার পর মিছিল বের হয়। সমস্ত সম্প্রদায়ের দোকানপাট এমনকি বৌবাজার, বেনটিঙ্ক স্ট্রীটের চীনা জুতা দোকান পর্যন্ত বন্ধ ছিল। হাওড়া, লিলুয়া, রিষড়া, কোন্নগর, বেলুড়, বালি, দমদম, বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ, সোদপুর, খড়দহ, পাণিহাটি, টিটাগড়ে সর্বাত্মক বনধ্ পালিত হয়।

সন্ধ্যা ৬-৩০ মি. শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বি. পি. সি. সি.-র ডাকে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০ হাজার জনসমাবেশ হয়। বি. পি. এস. এফ.-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যোগদান করে। লীলা রায়ের নেতৃত্বে বিশাল মহিলা মিছিল সভায় যোগ দেয়। সন্তোষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন অনিল রায়, এ. এম. জামান, বিমল প্রতিভা দেবী, চারুচন্দ্র রায়, মদন গোপাল যোশী, আব্দুল হাকিম মির্ধা, লীলা রায়, নরেন চক্রবর্তী, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, আশাদুল্লা সিরাজি প্রমুখ। সভায় সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ৩ রা জুলাই টাউন হলের সামনে পুলিশের লাঠি চার্জের নিন্দা করা হয়।

দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষ বসুর মুক্তি ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বক্তারা ছিলেন - বসন্ত মজুমদার, কল্যাণী ভট্টাচার্য, সমর রায়, অমর গোপাল নন্দী, বিহারের হরনাম সিং মালি প্রমুখ। সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিরাট সংখ্যায়। মহিলারা দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘের অফিসে (সাদার্ন অ্যাভেনিউ) বিকাল ৪ টায় প্রতিবাদ সভা করেন ও মিছিল করে দেশপ্রিয় পার্কে আসেন।

বি. পি. এস. এফ. এর পক্ষ থেকে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার ছাত্ররা বিকালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় যোগদান করে। বিদ্যাসাগর কলেজে প্রদ্যোত গুহের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষ বসুর মুক্তি ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণেব দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুবোধ বসু, সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন জ্যোৎস্না রায়। সিটি কলেজ প্রাঙ্গণে আকবর আলির সভাপতিত্বে 'সুভাষ দিবস' পালিত হয়। বক্তাদের মধ্যে বিনয় সরকার ছিলেন।

বেহালা - বেহালা কংগ্রেস কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে সুভাষ দিবস পালিত হয় ।

কুমিল্লা - ছাত্র ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে আইনজীবী আশুতোষ সিনহ্যর সভাপতিত্বে টউন হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজবাড়ি - হরতাল পালিত হয়। দুটি হাই-স্কুলের সমস্ত ছাত্র ক্লাস বয়কট করে শোভাযাত্রা বের করে।

পাবনা - টাউন হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট ও নানা স্থানীয় মিছিল এবং হরতাল পালিত হয়।

মাণিকগঞ্জ - বেলা ১২ টা অবধি হরতাল পালিত হয়। এরপব বাজারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণনগর - ছাত্র ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে মোমিন পার্কে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

টাউন শ্রীপুর, খুলনা - হরতাল পালিত হয়। বিরাট শোভাযাত্রা 'সুভাষ পার্কে' এসে উপস্থিত হলে কালিপদ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থল ঘিরে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও কোনরূপ ঘটনা ঘটেনি।

ঘাটাল - মিউনিসিপাল কমিশনারদের সভা প্রতিবাদ জানিয়ে মুলতবী হয়।

কানপুর - লেভিন পার্কে নাগরিকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ফরওয়ার্ড

ব্লকের জগদম্বা প্রসাদ, সুভাষ বসুর মুক্তি ও কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজকুমার সিং ও সমর্থন করেন মার্স প্রসাদ।

আসাম - সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, ছাত্র ফেডারেশন, আজাদ মুসলিম লেবার ও উওমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মিলিত উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে সভা ও হরতাল পালিত হয় । সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নাগা, গারো, খাসি, জামাতিয়া হিলস্ ও মনিপুরে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

করাচি - করপোরেশন সভা মুলতবী হয়।

শিলং - ছাত্র ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে কয়েক হাজার মানুষের অভূতপূর্ব সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

৬ ই থেকে ৯ ই জুলাই

ঢাকা - ৬ ই বিকালে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। সদরঘাটে গণেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতুল গাঙ্গুলী (এম. এল. এ.) প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ৮ ই জুলাই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি অধিবেশন প্রতিবাদ জানিয়ে মুলতবী হয়। মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন মৌলবী গোলাম কাদের চৌধুরী ও সমর্থন করেন বিমলেন্দু দাশগুপ্ত।

নারায়ণগঞ্জ - ৭ ই জুলাই নলিনীকান্ত ঘোষের সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষ্ণুপুর - ৮ ই হরতাল পালিত হয় । বিকালে শোভাযাত্রা বের হয়। চকবাজারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হরতাল পালিত হয় - মেহেরপুর, কাখালি, কুতুবপুরে।

৯ ই জুলাই - কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগের ডাকে মৌলবী সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সভা থেকে অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে ও ৩রা জুলাই টাউন হলের সামনে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নুরুল হুদা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, লীলা রায়, অবনী লাহিড়ী, মৌলবী আব্দুল হাকিম, হরেন্দ্র রায়, মৌলবী আশাদুল্লা সিরাজি, বসন্ত মজুমদার, সামসুল হুদা, এজাবুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ, কাদের চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

তাঞ্জোর (তামিলনাড়ু) - ৭ ই জুলাই জেলা সদরে ভি. ভুবরহন (এম. এল. এ.)-এর সভাপতিত্বে জনসভা থেকে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণ ও সুভাষ বসু সহ এই আন্দোলনে ধৃত সকলের মুক্তির দাবি জানানো হয়। গৃহীত প্রস্তাব লিখিতভাবে বাংলা সরকারের কাছে পাঠানো হয়।

সারা ভারত সুভাষ দিবস (১০ ই জুলাই)

মাদ্রাজ - হাইকোর্ট বীচে সুবিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করেন পি. গোপালরত্নম।

গৌহাটি - কার্জন হলে সুরেন্দ্রনাথ রাজধির সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেনারস - হরতাল পালিত হয়। দশাশ্বমেধঘাটে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দয়ারাম বেরি সভাপতিত্ব করেন।

জব্বলপুর - সুভাষ দিবস উপলক্ষে তিলক ভূমি মাঠে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন গণেশ প্রসাদ নায়েক। প্রস্তাব উত্থাপন করেন ভবানীপ্রসাদ তেওয়ারী ও সমর্থন করেন কমলকর কুলকার্নি।

জামসেদপুর - হরতাল পালিত হয়। বর্মা মাইনস ক্লাবে ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্নৌ - তিলা মসজিদ ময়দানে আনসার হেরওয়ানির সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের সমর্থন ও সুভাষ বসুর বিনাশর্তে মুক্তির দাবি জানানো হয়। সভায় প্রচুর বোরখা পরিহিত মহিলা উপস্থিত ছিল।

উত্তরপাড়া - হরতাল পালিত হয় ।

বহরমপুর - হরতাল পালিত হয়। খাগড়া ও ছত্রপতি রোডে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসের সামনে থেকে মিছিল বের হয়।

নারায়ণগঞ্জ - ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়, এবং দুপুরে বার একাডেমীতে ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে মিউনিসিপাল বাজারে সুবিশাল জনসভায় ছাত্র, যুব, শ্রমিক ও নাগরিকেরা অংশ নেন।

কুমিল্লা - সর্বাত্মক বনধ্ পালিত হয়। ছাত্র ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের যুক্ত আহ্বানে টাউন হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হীরেন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে সভায় ...বশ্ব সেন, প্রবোধ কর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বর্ধমান - হরতাল পালিত হয়। সন্ধ্যায় বংশগোপাল টাউন হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাটোয়াতে হরতাল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর - সর্বাত্মক বনধ্ পালিত হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কার্শিয়াং - দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রতিমান সিং লামা।

বাঁকুড়া - হরতাল পালিত হয়। বিকালে নতুন মেসের সামনে ছাত্রদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যশোর - হরতাল। স্কুল ছাত্ররা মিছিল করে। বি. সরকার মেমোরিয়াল হলের সামনে জনসভা হয়।

জামালপুর - জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুর - প্রস্তাবিত কংগ্রেস ভবনের জায়গায় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জনসভা হয়। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণেব দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয।

বালুরঘাট - স্থানীয় কংগ্রেস ভবনে সভা ছাড়াও ছাত্ররাও একটি সভা কবে। দুই সভা থেকেই হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজশাহী - কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা হয়। অরণিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানানো হয়।

জলপাইগুড়ি - সর্বাত্মক বনধ্ পালিত হয়।

ফেনী - ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

কলকাতায় কর্পোরেশন এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন ও অল বেঙ্গল মার্কেট মজদুর ইউনিয়ন দুটি পৃথক সভা করে 'সুভাষ দিবস' পালন করে।

হাওড়া টাউন হল ও কলকাতার অ্যালবার্ট হলে দুটি পৃথক জনসভার মাধ্যমে "সারা ভারত সুভাষ দিবস" পালিত হয়। কলকাতায় বি. পি. এস. এফ-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভা থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট ধ্বংস ও সুভাষ বসু সহ এ বিষয়ে ধৃত সকলের মুক্তির দাবি করা হয়। দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে সুভাষ দিবস সফলভাবে পালিত হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজ - সন্ধ্যায় কর্মাস বিভাগের ছাত্রদের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিলীপ চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে অন্যান্য বক্তারা ছিলেন-হরেন রায়, রেবতী ভৌমিক, রামানন্দ সিনহা, অনাদি ভট্টাচার্য ও মোহিত সেন। পৃথক একটা প্রস্তাবে ছাত্র ফেডারেশন সক্রিয় কর্মী প্রবীর ঘোষের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ - গৌরী সেনের সভাপতিত্বে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবাসী কলেজ - সুরেশ বসুর সভাপতিত্বে কলেজ প্রাঙ্গণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দমদম - রাজা মনীন্দ্র স্কুল, চুনীলাল হাই স্কুল, বিশ্বেশ্বর হাই স্কুল, মনোহর অ্যাকাদেমী,

দিগম্বর হাই স্কুল, কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (বালক ও বালিকা) স্কুল গুলিতে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে ঝিল ময়দানে এসে অরুণ সেনের (বি.পি.এস .এফ) সভাপতিত্বে সভা করে । সুধীর কুশারি, শৈলেন বসু, শান্তি সেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আন্দোলন চলছে

'সারা ভারত সুভাষ দিবস ' সাফল্যের সঙ্গে পালিত হওয়ার পরও আন্দোলন চলতে থাকল। বরং তার বেগ আরও বাড়ল। ৩রা জুলাই থেকে শুরু হওয়া ডালহৌসি স্কোয়ারে প্রতিদিন মনুমেন্ট ভাঙতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার বরণের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ও শিখরা এসে যোগ দিলেন। ৮ই জুলাই প্রথম একজন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী গ্রেপ্তার হলেন। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরাও এতে যোগ দিলেন। দেশজুড়ে প্রতিদিন সভা-মিছিল থেকে আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা-সাহায্য প্রদান চলতে থাকল। আন্দোলন জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবার শপথ সর্বত্র ঘোষিত হতে থাকল। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ ও সুভাষ বসুর মুক্তির দাবির পাশাপাশি ৩রা জুলাই টাউন হলের সামনে পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদ সর্বত্র সভা সমিতি হতে থাকল।

জাতীয় কংগ্রেস

দেশজুড়ে আন্দোলন যখন উত্তাল, বিশেষ করে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনের সমর্থনে ও সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরব তখন জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল আশ্চর্যজনক। হয়ত এই আন্দোলনের নেতৃত্বে বাংলায় বি. পি. সি. সি (সাসপেন্ড) থাকায় জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের দুবারের প্রাক্তন সভাপতি গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না জাতীয় কংগ্রেস। ৩রা জুলাই দিল্লীতে ছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। এ সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব সেখানে নেওয়া হল না। বহু মানুষই জাতীয় কংগ্রেসের এই মনোভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । কংগ্রেসের এই ভূমিকার প্রতিবাদ করল অনেক পত্র-পত্রিকা। এই সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়ে গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় সাফাই গাইতে বাধ্য হলেন।

"On the return journey to Wardha a young man at Nagpur Station asked why the Working Committee had not taken any notice of Subhash Babu's arrest. I was in silence and so gave no reply but took notice of the reasonable question. I have no doubt that hundreds of thousands must have asked themselves the question the young man put at Nagpur.

......If he had asked for permission to raise any side issue for battle at the present juncture the Committee would, I think, have refused it. Hundreds of issues of greater importance can be discovered. But the country's attention is for the moment riveted upon one single issue....."

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (অ্যাড হক) এই আন্দোলনে কোন ভূমিকাই ছিল না। গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের অনুসরণে আন্দোলনের সমর্থন করা হল না। সম্ভবত বাংলার জনগণের মনোভাব আঁচ করেই বি. পি. সি. সি. (অ্যাড হক) সভাপতি সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ময়মনসিংহ থেকে ৫ ই জুলাই এক মুখরক্ষামূলক বিবৃতি দিলেন। অনেক বড় বড় রাজনৈতিক ইস্যু ছেড়ে এরূপ আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন রেখেও যান-চলাচলের অসুবিধার কারণে পুলিশের প্রস্তাবমত ঐ মনুমেন্ট সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে বলে ঐ বিবৃতিতে বলা হল "...It is also a common knowledge that the police has also recomended the removal of the Holwell Monument on the traffic reasons."

'প্রবাসী' —'শনিবারের চিঠি'

জাতীয় কংগ্রেসের এই মনোভাবে আন্দোলনের কিছুমাত্র ক্ষতি হল না। বরং কংগ্রেসের ভাবমূর্তি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হল। ঐ সময়ের কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকা গান্ধীর বক্তব্যকে গ্রহণ করে নির্লজ্জভাবে আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিলে। 'প্রবাসী' লিখল- "....... এই মনুমেন্টের ধ্বংস বা অপসারণ যে উচিত, সে বিষয়ে, অনেকেই একমত। কিন্তু ওটা থাকিলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারিবে, না-থাকিলেও ভারতের স্বাধীনতা এক-পাও আগাইয়া আসিবে না, সুতরাং ওটা লইয়া একটা হুজুক করা, আন্দোলন চালান ও গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ডিত হওয়া বৃথা শক্তিক্ষয়। অধিকন্তু তদ্দারা সাধারণের বিশেষত যুবকদের, মন প্রকৃত দেশহিত ও স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনাবশ্যক উত্তেজনাগ্রস্ত হইতেছে। এই মনুমেন্ট স্থানচ্যুত হইলে যদি আন্দোলনকারীরা বলেন তাহারা ভারী একটা কেল্লা ফতে করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে না।....."

আন্দোলন জয়যুক্ত হবার পর 'প্রবাসী' লিখেছিলেন - ".....কতকগুলি লোকের কারাবাস হইল, কিন্তু মনুমেন্ট সরাইবার পরিবর্তে যদি ভাঙিয়া ফেলাও হইত তাহা হইলেও দেশের স্বাধীনতা এক আঙুলও আগাইয়া আসিত না,....."

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা ছড়া কাটল : -

"সিরাজদৌল্লা
হলওয়েল মনুমেন্ট পড়েছে বিপদে,
সুভাষ গিয়েছে জেলে, গান্ধী আবেদন
কাগজে বাহির ; বিষফোড়া গোদে
অনুরোধ করে, কর বন্ধন ছেদন।"

এছাড়াও আন্দোলনকে সরাসরি আক্রমণ করেই লিখল —

সংবাদ-সাহিত্য

পলিটিক্স আমরা বুঝি না। কোন প্রয়োজনে এবং কি জাতীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া

দেশের পলিটিশিয়ানরা সামান্য বস্তু এবং ঘটনাকে লইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং দেশের চিন্তালেশহীন পলিটিক্যাল কর্মীদের ভেড়ার পালের মত একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যান, তাহা সম্যক প্রণিধান করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। সুতরাং হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার যৌক্তিকতা বিচার করিতে আমরা অপারগ, " নাই কাজ, খই ভাজ"-উদ্দেশ্য এরূপ হইলেও আমাদের কিছু বলিবার নাই।......

......মুসলমান ও ইংরাজ বিজয়ের এরূপ লক্ষ লক্ষ স্মৃতিস্তম্ভ ভারতবর্ষের বুকে ছড়াইয়া আছে। একটির অপসারণে আমাদের জাতীয় গৌরব কিছুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না।............

..........সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি যদি কেহ রাখিতে চায়, রাখুক না। আমরা যতদিন পর্যন্ত আত্মকর্তৃত্ব না পাই, ততদিন এই ধরনের একটু-আধটু অপমান সহিতে হইবে বইকি। যাহাদের হাত হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে হইবে তাহাদের কাছ হইতে খেলার পুতুল দাবি করার কোন অর্থ হয় না। স্বাধীনতার যুদ্ধে শিশুসুলভ আবদার ও মান-অভিমানের স্থান নাই।........"

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সরকার ও মুসলিম ছাত্ররা

বাংলা সরকার ও ইউরোপীয়ানরা

প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের ২রা জুলাইয়ের আবেদন আন্দোলনকারীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আন্দোলন যথারীতি ৩রা জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল। আন্দোলনের গতি যতই বাড়ুক না কেন এ বিষয়ে ফজলুল হকের দৃষ্টিভঙ্গি একই থেকে যায়। ৬ই জুলাই এক বিবৃতিতে তিনি বলেন -

".....Unfortunately my offer has not been accepted and I find that a satyagrahi movement being conducted to force the hands of the Government. ....the Government will consider the question only if there no threat or coercion of any kind and the Government is allowed to take a decision in an atmosphere of peace and tranquillity."

২রা জুলাইয়ের আবেদনে যত শীঘ্র সম্ভব হলওয়েল মনুমেন্ট সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত নেবার কথা বললেও, আন্দোলন শুরুর পর এ সম্পর্কে কোন কথাই বলা হল না। সত্যাগ্রহ

কর্মসূচী না উঠলে কোনরূপ বিবেচনা করা হবে না এই দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষিত হল। ১০ই জুলাই পুনরায় একই কথা আর একটি বিবৃতিতে বলা হল। বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিনও প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মেলালেন।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ক্ষেত্রে - যা ছিল জনগণের জনপ্রিয়তম দাবি, ফজলুল হক সেই কাজের কৃতিত্ব অন্যকে দিতে চান নি। আন্দোলনের চাপে এ কাজ করতে হলে আন্দোলনকারীদের কৃতিত্ব বর্তায়, আন্দোলনকারীরা জয়যুক্ত হলে আন্দোলনের সমর্থনে যে বিরাট অংশের সরকারের সমর্থক - বিশেষত মুসলিম ছাত্রসমাজের সমর্থনের দিক - পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকে যায় - এই ভাবনা ফজলুল হকের মনে ছিল। অন্যদিকে ইউরোপীয় তথা ইংরাজদের এ বিষয়ে মনোভাব সম্পর্কে প্রাথমিক অবস্থায় কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। আবার ফজলুল হকের সরকার বিধানসভায় ইউরোপীয় ২৩ জন সদস্যের সমর্থননির্ভর ছিলেন। সুতরাং তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফজলুল হক কোনরকম ঝুঁকি নিতে চান নি। পরবর্তীকালে আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি ঘটলে ইংরাজ মি. পি. জে. গ্রিফিথ (কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লি সদস্য) ৬ই জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন -

".........I trust the Government will not waste time on academic discussion but will at once remove this obstacle to unity. I am confident that such action will have the full support of the European Community."

একই সুর ধরে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ সি. পি. লাওসেন সরকারকে চিঠি দিলেন। চিঠিতে হলওয়েল মনুমেন্ট সম্পর্কে ইংরাজদের আবেগের কথা উল্লেখ করেও জানালেন, অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তারা সহযোগিতায় রাজী। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজেরা আন্দোলনের দাবির ক্ষেত্রে হলওয়েল মনুমেন্ট ধ্বংস (Demolition) করার বিরোধী হলেও, অপসারণের (Removal) ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি ছিল না। ধ্বংসের দাবি শুরুতে কোন কোন জায়গায় উঠলেও আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয়েছিল 'অপসারণের' দাবিকে কেন্দ্র করে। বিধানসভার বিতর্কে ইউরোপীয় সদস্য মি. সি. ডব্লিউ. মিলস্ (ইউরোপীয়ান ব্লক) বলেন - On a point of order, Sir Mr. Sarat Bose mentioned two words—(1) demolition, and (2) removal. Certain people have no objection to the removal, but I think that on behalf of this group I can say that their would be whole hearted antagonism to demolition."

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে পরেই ফজলুল হক স্বয়ং হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য মুসলিম ছাত্রদের কাছে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় অবমাননার প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্ট জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে থাকুক এটা তিনি না চাইলেও, তাঁর আবেদন সত্ত্বেও আন্দোলন শুরু হওয়ায় আন্দোলনকারীরা কৃতিত্ব অর্জন করুক এটা তিনি চাননি। তাই, আন্দোলন

চললে এ বিষয়ে কোন বিবেচনা করা হবে না বার বার এই ঘোষণা করে গেছেন । যতদূর সম্ভব সরকারের কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে আন্দোলনকারী বিশেষত মুসলিম ছাত্রদের দূরে রাখতে চেয়েছেন।

ধ্বংস নয় কিন্তু অপসারণে আপত্তি নেই ইংরাজদের এই মনোভাব ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিজাত বলে ধারণা করাই সমীচিন হবে। ঐ সময়ে যুদ্ধে ব্রিটেনের কোণঠাসা অবস্থা না থাকলে অথবা শান্তির সময়ে ঐরূপ দাবিতে ইংরাজরা সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯৪০ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানি তখন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছে। মে মাসের ঐ আক্রমণে পর পর পতন ঘটেছে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং ১৪ই জুন ফ্রান্সের। ইতিমধ্যে ১০ই জুন ইতালি ও মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে সেই সময়ে ব্রিটেনের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে জার্মানি। ইউরোপে যুদ্ধের ঐ অবস্থায় ভাবতে নতুন করে কোন অশান্তি এড়াতে স্বভাবতঃই ইংরাজরা সচেষ্ট ছিলেন। মূলত পরিস্থিতির ঐ অনিবার্য চাপেই আপোসমূলক অপসারণের প্রস্তাবে তারা রাজী হয়েছিলেন।

গোপন সমর্থন

আন্দোলনের প্রতি সরকারের কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্য ও নেতাদের মধ্যে আন্দোলনের মূল দাবি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ সম্পর্কে স্পষ্টতঃই দুর্বলতা ছিল। মুসলিম ছাত্ররা আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হওয়ার ফলে নেতাদের অনেকে আন্দোলনকে গোপনে সমর্থন করেছেন। আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহমুদ নুরুল হুদার কথায়- ''.....মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য হোসেন সোহরাওয়ার্দির এই আন্দোলনে গোপন সমর্থন ছিল। শুধু তাই নয় আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য সোহরাওয়ার্দি সাহেব ও তার ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতাম ।.... ''

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকও ছাত্র নেতাদের সাহায্যের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আন্দোলনের আর এক নেতা মোহাম্মদ মোদাব্বেরের কথায়- ''...... একদিন টাকা সংগ্রহের জন্য একটি ছোট দল নিয়ে নেতাদের দরজায় হানা দেওয়া হল। সঙ্গে ছিলেন ছাত্র নেতা আব্দুল ওয়াসেক, আনোয়ার হোসেন, নুরুল হুদা, মোশারফ, দেলোয়ার এবং আরো দুজন।...... সেখান থেকে বিদায় নিয়ে হামলা করলাম প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের বাড়িতে। তিনি আমাদের অভিযানের কারণ শুনে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। প্রথমত আমাদের বাপ- দাদাদের মুণ্ডুপাত করলেন। তারপর বললেন - আমার সরকারের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবিনে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোদের সব কটাকে জেলে পুরে রাখবো। আনোয়ার হোসেন ভীষণ ধূর্ত। সে আমার কানে কানে বলল ঃ ভাই হক সাহেব যখন গালাগালি শুরু করেছেন তখন মনে হচ্ছে বরফ গলছে। একটু শান্ত হয়ে থাকবেন। ওয়াসেক ছিলেন হক সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। সে কিন্তু এবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলল যে জেলে যাওয়ার জন্য তো আমরা প্রস্তুত আছি স্যার। আপনি কিছু টাকা দিন, দেখবেন কেমন দলে দলে আমরা জেলে যাই।

হক সাহেব এবার যেন আরও উত্তেজিত হলেন। তিনি কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আমরাও জানিয়ে দিলাম যে, টাকা না নিয়ে উঠবো না, এখানে সত্যাগ্রহ করব।

হক সাহেব কি যেন ভাবলেন। তারপর পাশের ঘর থেকে নান্না মিঞাকে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বললেন। নান্না মিঞা এবার আমাকে ডেকে পাশের কামরায় নিয়ে বললেন : সাহেব এখন তোমাদের পাঁচশ টাকা দিচ্ছেন। পরে দরকার হলে আরও দেওয়া হবে। তবে কথাটা যেন জানাজানি না হয়। খুব গোপন রাখবে। "

মন্ত্রিসভার সদস্যদের এরূপ গোপন সমর্থন থাকলেও সরকারের কঠোর মনোভাবকে তা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। অন্যদিকে মুসলিম ছাত্ররাও আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসতে রাজী ছিল না।

মুসলিম ছাত্রমহলে দোদুল্যমানতা

আন্দোলনের শুরু থেকেই বাংলার মুসলিম মহলে বিশেষত মুসলিম ছাত্রমহলে দ্বিধা কাজ করছিল। একদিকে সরকারের কঠোর মনোভাব, অন্যদিকে জাতীয় অবমাননার প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের তীব্র আকাঙ্খা - এই দু'য়ের মাঝখানে মুসলিম ছাত্ররা দোদুল্যমান ছিল। ১৯৩৭ সালে বহরমপুরে এই দাবি নিয়ে ফজলুল হকের কাছে উপস্থিত হয়েছিল মুসলিম ছাত্র নেতারা। ফজলুল হক আশ্বাসও দিয়েছিলেন মনুমেন্ট অপসারণের ও সিরাজের কবরের সংস্কার সাধনের। এর পরবর্তীকালে এই দাবি বারবার তুললেও বাংলার সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না থাকায় ছাত্ররা অধৈর্য ও রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সুভাষ বসুর প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ডাক মুসলিম ছাত্র সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সিরাজউদ্দৌল্লার অবমাননা, শুধুমাত্র মুসলিমদের কলঙ্ক নয়, এটা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর অবমাননা আন্দোলনের এই মূল সুর মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তার আবেগকে জাগিয়ে তোলে। আন্দোলনে তাই দেখা গেছে অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিন্দু মুসলমান ঐক্য। সুভাষ বসুর পরিকল্পনা ছিল এটাই। অন্যদিকে বি পি এস এফ সার্বিক ঐক্যের এই পরিবেশকে ব্যবহার করে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল। বি পি এস এফ ও মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিটি কর্মসূচি ছিল যৌথ বা একে অপরের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে। আন্দোলনের শুরু থেকে মুসলিম ছাত্ররা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল কিন্তু, সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণে তাদের দ্বিধা ছিল। এ ধরনের সংগ্রাম সরাসরি সরকারের বিরোধী হওয়ার কারণে এই দ্বিধা কাজ করছিল। পাশাপাশি জনপ্রিয় মুসলিম নেতৃত্ব, যাঁরা সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী তাদের নানা সতর্কবাণী ছাত্রদের উপর চাপ তৈরি করেছিল। এ ধরনের সতর্কবাণীও উপস্থিত হচ্ছিল যে, এই আন্দোলন হিন্দু নেতাদের রাজনৈতিক চাল।

এই পরিস্থিতিতে টাউন হলের সভায় মুসলিম ছাত্রদের পক্ষ থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য সরকারকে ১৫ ই জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয় এবং দাবি না মিটলে ১৬ ই জুলাই থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেওয়া হবে এই মর্মে ঘোষণা করা

হয়। একারণেই ডালহৌসি স্কোয়ারে মনুমেন্ট ভাঙতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণকারীদের মধ্যে শুরু থেকে মুসলিম ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু সভা, মিছিল ইত্যাদিতে মুসলিম ছাত্ররা বিপুল পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিমধ্যে টাউন হলের ঐ সভা শেষে পুলিশের লাঠির ঘায়ে মুসলিম ছাত্রনেতাদের আহত হওয়ার ঘটনায় এবং সে সম্পর্কে তদন্ত বা সরকারের পক্ষে কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় বিক্ষোভ জমতে থাকে। পাশাপাশি সরকারের দমননীতি ও অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরকম উদ্যোগ না দেখে মুসলিম ছাত্ররা ১৬ই জুলাই থেকে সরাসরি আন্দোলনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পড়ে।

১৬ই জুলাই যতই এগিয়ে আসে মুসলিম ছাত্ররা ততই অধৈর্য হতে থাকে। তারা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামার আগেই সরকার যেন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারজন্য ১৩ই জুলাই আলবার্ট হলে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। এই সভাতে বি. পি. এস. এফ.ও অংশগ্রহণ করে। সভাপতিত্ব করেন আব্দুল করিম (এম. এল. এ.)। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন - মৌলভী আসাদুল্লা সিরাজি, অনিল রায়, নুরুল হুদা, কাজী জহরুল হক, অরুণ সেন, সামসুল হুদা চৌধুরী, সাজ্জাদ হোসেন, অমর গোপাল নন্দী, আবদুল লতিফ বিশ্বাস (এম. এল. এ.), মৌলভী আহমেদ আলি। ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে ১৬ তারিখের আন্দোলন কর্মসূচী পালিত হবে-এই মর্মে প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভাপতির বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- "....প্রধানমন্ত্রীর একথা বলা ঠিক নয় যে সত্যাগ্রহ না উঠলে বিবেচনা করা হবে না। আবেগের ভিত্তিতে কোন সরকার চলতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর উচিত আন্দোলনকারীদের দাবিগুলির মর্যাদা দেওয়া।..." অপর এম. এল. এ. আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেন এবং সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

ঝাউতলার ঘটনা

১৪ই জুলাই এদিনও সরকারের তরফে কোন ঘোষণা না হওয়ায় অধৈর্য ও বিক্ষুব্ধ মুসলিম ছাত্ররা এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা নাগাদ বেকার, কারমাইকেল, ইলিয়ট হোস্টেলের ছাত্ররাসহ মুসলিম ছাত্র লীগের সহ-সম্পাদক মাহমুদ নুরুল হুদার নেতৃত্বে প্রায় আড়াইশো জন ছাত্র পার্কসার্কাসে ঝাউতলা রোডে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের বাড়ির সামনে জড় হয়ে শ্লোগান, বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। বিক্ষোভ হৈচৈ চলতে থাকায় ফজলুল হক স্বয়ং বাড়ির ব্যালকনিতে এসে জানতে চান কি জন্য বিক্ষোভ। ছাত্ররা জানায় অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করতে হবে, এই দাবি নিয়েই তারা এসেছে। ফজলুল হক ছাত্রদের বলেন ভাল ছেলের মতো সকলকে বাড়ি চলে যেতে। একথায় ছাত্রদের বিক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে ঐখানে জনা পঞ্চাশ হিন্দু ছাত্র এসে বিক্ষোভে যোগ দেয়। কোয়ালিশনের সদস্য খাজা নাসিরওয়ালা ছাত্রদের মধ্যে এসে নুরুল হুদা সহ চারজন ছাত্র নেতাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলান। সেখানে কোয়ালিশনের স্যার নিজামুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খাঁ, এম. বি. মল্লিক ও বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে নুরুল হুদা

মনুমেন্ট অপসারণের দাবি তুলতে ফজলুল হক এ বিষয়ে কোন কথা শুনতেই অস্বীকার করেন। ছাত্ররা বিফল হয়ে বাইরে আসার পর বিক্ষোভ চরমে ওঠে। এরপর পুলিশ এসে ছাত্রদের ঘিরে ফেলে। বচসা ও সংঘর্ষ শুরু হলে এইচ. এ. এইচ্. ইস্পাহানী (এম এল. এ.) হস্তক্ষেপ করে ছাত্রদের নিবৃত্ত করেন এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা সেদিনের মত চলে যায়। ছাত্ররা পুলিশের লাঠিতে বেশ কয়েকজন আঘাত পেয়েছে বলে অভিযোগ জানায়।

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক

ঐ দিনই (১৪ই জুলাই) বি. পি. এস. এফ. শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা করছিল। অরুণ সেনের সভাপতিত্বে হরেন রায়, শৈলেন পাল, অমর গোপাল নন্দী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভা থেকে অবিলম্বে হলওয়েল মনুমেন্ট ধ্বংসের দাবি ও এ কাজে বাংলা সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার নিন্দায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পৃথক একটি প্রস্তাবে অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগের আন্দোলনে সমর্থন জানানো হয়। ইতিমধ্যে সভাতে ঝাউতলায় বিক্ষোভের খবর আসে। সভা শেষ করে এক শোভাযাত্রা ঝাউতলা রোডে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে মুসলিম ছাত্রদের জমায়েতে যোগ দিতে অগ্রসর হয়। শশীভূষণ দে স্ট্রীটে পুলিশ বাধা দেয় এবং চলে যেতে বলে। ছাত্ররা চলে যেতে অস্বীকার করে রাস্তায় বসে পড়ে শ্লোগান দিতে থাকে। এরপর পুলিশ লাঠি চালিয়ে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে মুচিপাড়া থানায় নিয়ে যায়।

ঝাউতলায় পুলিশ কর্তৃক হেনস্থা ও শশীভূষণ দে স্ট্রীটে পুলিশের লাঠি চার্জের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পরদিন (১৫ই জুলাই) সর্বত্র ছাত্ররা প্রতিবাদে সামিল হয়। পার্ক সার্কাসে মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগ জনসভা করে। আব্দুল ওয়াসেক সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তারা ছিলেন- নুরুল হুদা, মৌলভী মহিবুর রহমান, এস. দাশগুপ্ত (বি. পি. এস. এফ.), কাজী জহরুল হক, আব্দুল রফি, আসাদুল্লাহ সিরাজি প্রমুখ। নুরুল হুদা তার বক্তব্যে বলেন-'সর্বস্তরের মানুষ এমনকি ইউরোপীয়ানরাও আমাদের দাবি সমর্থন করছেন অথচ, গতকাল প্রধানমন্ত্রী আমাদের তাড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন'। সরকারের ভূমিকার নিন্দা করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

বি. পি. এস. এফ.-এর ডাকে অরুণ সেনের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু পার্কে, পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে এবং হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মঞ্চে উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরেণ দাঁ সহ পুলিশের লাঠিতে আহত ৪ জন ছাত্রকে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করা হয়। এরা প্রত্যেকেই মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার পর ছাড়া পেয়েছেন।

বিধানসভার ঐতিহাসিক বিতর্ক

১৫ই জুলাই শুরু হয় বঙ্গীয় বিধানসভা অধিবেশন। শুরুতেই সুভাষ বসুর গ্রেপ্তার ও তাঁর বিনা বিচারে আটক থাকা এবং হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ নিয়ে বিধানসভায় শোরগোল হতে থাকে। সুভাষ বাবুর গ্রেপ্তার নিয়ে সন্তোষকুমার বসু এক মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

শুরু হয় এক ঐতিহাসিক বিতর্ক। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এ. এম. এ. জামান, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ক্ষেত্রনাথ সিন্‌হা, মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ, শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ইউরোপীয়ান সদস্যদের পক্ষে মি. সি. ডব্লিউ. মিলস বক্তব্য রাখেন। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক তার বক্তব্য উপস্থিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মৌলভী আবদুল হাসিম। সবশেষে ৭৮ - ১১৯ ভোটে ঐ মুলতবী প্রস্তাব পরাস্ত হয়।

বিধানসভাব ঐদিনের ঐ বিতর্কে প্রতিটি বক্তার বক্তব্য ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। প্রস্তাবের সমর্থনে প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যে বাঙালী জনমনের আবেগ, প্রকৃত ইতিহাসনির্ভর তথ্য ও যুক্তি, হলওয়লের বর্ণনার অসারতা, হলওয়েল মনুমেন্ট অবস্থানের অযৌক্তিকতা, সুভাষ বসুর অহেতুক গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে কারাবাস, সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন, সরকারপক্ষের একগুঁয়ে ভূমিকা — প্রতিটি বিষয়ের সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। সুভাষ বসুর সম্পর্কে ".....Mr. Bose as one of the most loveble personalities in Bengal. ....." এবং হলওয়েল মনুমেন্ট সম্পর্কে "......I also agree that so far as the monument is concerned there is a feeling in the country that it should be immediately removed." উল্লেখ করেও ফজলুল হক তাঁর পূর্বের অবস্থানেই রইলেন। "..........I have made it abundantly clear in all the statements that I have made that so long as the satyagraha movement lasts we cannot consent to any action whatsoever."

যত দৃঢ়তা নিয়ে ফজলুল হকের এই বক্তব্য উপস্থিত হোক না কেন, বাংলার জনমনে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হল না। বিধানসভার বিতর্কে সরকার পক্ষের ভূমিকা সর্বোপরি, এরূপ প্রস্তাবকে পরাস্ত করা সর্বত্র নিন্দিত হতে লাগল। ঐ দিনের বিতর্ক কি পরিমাণে আলোচিত ও সাড়া জাগিয়েছিল তার নমুনা দেখা যায় বিভিন্ন সভা-সমিতি-স্কুল-কলেজে নকল বিধানসভা অভিনয় অনুষ্ঠানের মধ্যে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শেষের দিনগুলি

ফজলুল হকের নতুন কৌশল

মুসলিম ছাত্ররাও বিধানসভার এদিনের ঘটনা ভাল মনে গ্রহণ করতে পারল না। প্রিয় নেতাদের এরূপ ভূমিকায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়ে গেল। পরদিন ১৬ই জুলাই থেকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে তাদের অংশ নেবার কথা। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এক নতুন কৌশল গ্রহণ করলেন। সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হল -- ১৬ই জুলাই মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে হলওয়েল মনুমেন্ট বিষয়ে মুসলিম ছাত্রদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী এক সভা করবেন। পরবর্তীকালে হিন্দু ছাত্রদের নিয়েও অনুরূপ একটি সভা করা হবে। শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিচারে অবশ্যই বলা যায় যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ঘোষণার উদ্দেশ্যে ঐরূপ সভা ডাকা হয় নি। বরং একথা বলা যায় যে, ঐ সভা ডাকার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ প্রশমিত করে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা এবং দ্বিতীয়ত আন্দোলন মুসলমান সরকার বিরোধী শক্তি তথা কংগ্রেসের চাল একথা প্রতিপন্ন করে মুসলিম ছাত্রদের নিজের পক্ষে ধরে রাখা।

মুসলিম ইনস্টিটিউটের সভা

সভা ডেকে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম ইনস্টিটিউটে কয়েক'শ মুসলিম ছাত্র আবদুল ওয়াসেকের সভাপতিত্বে নিজেরাই সভা করে। সভা থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট অবিলম্বে অপসারণের দাবিতে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই সঙ্গে ঐ দাবিতে ২১ শে জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিকাল ৪-৩০ মিঃ সভা শুরুর সময় ঘোষিত ছিল। খান বাহাদুর শামসুল উলেমা মুহম্মদ মুসা (অধ্যক্ষ, ক্যালকাটা মাদ্রাসা) প্রধানমন্ত্রীর একটি চিঠি নিয়ে সভায় আসেন। একটি পার্টি সভা ও বিধানসভায় ব্যস্ত থাকার কারণে প্রধানমন্ত্রী নিজে সভায় আসতে পারছেন না একথা ঐ চিঠিতে জানানো ছিল। সভায় জড় হওয়া ছাত্ররা ঐ সংবাদ শুনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেরাই সভা শুরু করে। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মনুমেন্ট অপসারণে প্রধানমন্ত্রীর তরফে নির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা না করা, টাউন হলের ঘটনা, ঝাউতলার ঘটনা, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ঘটনা, সুভাষ বসু সহ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার, বিধানসভার ঘটনা সর্বোপরি সভা ডেকে প্রধানমন্ত্রীর সভায় না আসা - এই সমস্ত ঘটনায় তৈরি হওয়া ক্ষোভ বক্তাদের বক্তব্যে বেরিয়ে আসে। আব্দুল ওয়াসেক (সভাপতি) ও নুরুল হুদা মূল বক্তব্য রাখেন। সৈয়দ বদরুদ্দোজা (এম.এল.এ), মোয়াজ্জেম আলি চৌধুরী (এম.এল.সি) ছাত্রদের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করেন। তাদের আবেদন সত্ত্বেও সভায় আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সরকারের দমন নীতি

সরকার প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের প্রতি কঠোর মনোভাবের নীতি নিয়েছিল। ২রা জুলাই সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের পরেও আন্দোলনে বিন্দুমাত্র ভাঁটা না পড়ে পূর্ণোদ্যমে শুরু হওয়ায় সরকার পক্ষ কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে। শুরু হয় ব্যাপক ধড়-পাকড়, খানা- তল্লাশি। ভারত রক্ষা আইনে এই সমস্ত গ্রেপ্তার চলতে থাকে। একদিকে ডালহৌসি স্কোয়ারে মনুমেন্টের সামনে কঠোর পুলিসি পাহারা রাখা হয়, প্রতিদিনই মনুমেন্ট ভাঙতে আসা সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়, অন্যদিকে আন্দোলনের সমস্ত নেতাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।

* ৩রা জুলাই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা অফিস খানা-তল্লাশি করা হয়। প্রেসের ম্যানেজার, মুদ্রক, কম্পোজিটারদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং সুভাষ বসুর লেখা হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন সংক্রান্ত বিবৃতির পাণ্ডুলিপি ও সমস্ত ছাপা কপিসহ ২৯শে জুন সংখ্যা 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঐদিনই গ্রেপ্তার হন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি হেমন্ত কুমার বসু । এছাড়াও গ্রেপ্তার হন কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী ও পান্নালাল মিত্র (দুজনেই সহ-সম্পাদক - বি.পি.সি.সি.)। 'অগ্রণী' পত্রিকা অফিসে খানা-তল্লাশি করা হয় ও সম্পাদক প্রফুল্ল রায় গ্রেপ্তার হন।

* ২রা জুলাই অ্যালবার্ট হলে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর বক্তৃতা আপত্তিকর - এই অজুহাতে

ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল (৬ই জুলাই)। একইভাবে কালিপদ বাগচীর ৭ই জুলাই অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা ও ঐ একই সভায় অশ্বিনী গাঙ্গুলীর বক্তৃতা আপত্তিকর - এই অজুহাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় যথাক্রমে ৯ই জুলাই ও ১২ই জুলাই ।

* বিভূতি ঘোষের ৬ মাসের জন্য উলুবেড়িয়ায় প্রবেশ বন্ধ করা হল। বিভূতি ঘোষ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা যিনি উলুবেড়িয়া থেকে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতেন।

* কালিদাস নাহারায় (যুগান্তর দলের প্রাক্তন রাজবন্দী), ভূপেন্দ্রনাথ সরকার (যুগান্তর), ভবেশ চন্দ্র সরকার (যুগান্তর, ছাত্র ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠক), প্রফুল্লচন্দ্র কুণ্ডু (সহ-সভাপতি - জয়পুরহাট কংগ্রেস কমিটি, ছাত্র ধর্মঘটের অন্যতম সংগঠক), প্রভাস চন্দ্র রায় (কংগ্রেস) - বগুড়া, রাজশাহীব এই ব্যক্তিদের হলওয়েল মনুমেন্ট সংক্রান্ত সভা-সমিতি, বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ ও ছাত্র-যুবদের এ-সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও কেদার সিংকে জেলা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

* মৌলবী এ.এম.এ. জামানকে হুগলীর শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক ও সত্যাগ্রহী সংগ্রহ ও কলকাতায় প্রেরণের অন্যতম সংগঠক হিসাবে চিহ্নিত করে হুগলী জেলায় তার প্রবেশের উপর ৬ মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

* চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেনকে (লাল মিঞা) হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয় ও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

* অরুণ ভট্টাচার্য ও আরও দুজনকে রংপুর থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয় ছাত্রদের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রচার ও বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য।

* ধীরেন্দ্র চন্দ্র সাহারায় (ফরওয়ার্ড ব্লক, ময়মনসিংহ থেকে পূর্বেই বহিষ্কৃত) - ঢাকা শহরে তার গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

* মুসলিম ছাত্রনেতা ও বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের ছাত্র মারুফ হোসেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও লর্ড সিনহা রোডে স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে যায়। তার সরকারী বৃত্তি বন্ধের হুমকি ও সতর্ক করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

* জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ - সুভাষ বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়।

* স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ই জুলাই পর্যন্ত ২১টি স্থানে খানা-তল্লাশি চালানো হয় এবং ভারত রক্ষা আইনে নিষিদ্ধ পত্র - পত্রিকা ১৩টি স্থান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

* গ্রেপ্তার হওয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও ছিলেন - রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব (সভাপতি, বি.পি.সি.সি, সাসপেন্ডেড), হরেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি - হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি), অমর বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী (সি.পি.আই. ও বি.পি.এস.এফ-এর সাধারণ সম্পাদক), ফণিভূষণ মজুমদার, বিমল প্রতিভা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, চারুচন্দ্র ব্যানার্জী, অনিল ভট্টাচার্য, শান্তিস্বরূপ গুপ্তা, চন্দ্রলাল (লখিমপুর), রামকানাই দে, শ্রী প্রসাদ উপাধ্যায়, লীলা রায়, হরিপদ বসু, রবি সেন, অনিল রায় (শ্রী সঙ্ঘ), রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ। গ্রেপ্তারের তালিকা আরও দীর্ঘ। এছাড়া ডালহৌসিতে মনুমেন্ট ভাঙতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া সত্যাগ্রহীদের তালিকাও দীর্ঘ।

নিষেধাজ্ঞা

সরকারের এই দমনমূলক আচরণ সত্ত্বেও আন্দোলন যেমন চলতে থাকে তেমনি, নানা পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্রে আন্দোলনের সংবাদ, সরকারের সমালোচনা প্রকাশ হতে থাকে। এই সব সংবাদে আন্দোলনকারীরা উৎসাহিত হচ্ছিল ও জনমনেও প্রভাব পড়ছিল। বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশ', 'দুনিয়া' ও 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা' সরকাব কর্তৃক সতর্কিত হয়। এতেও কোন সুফল না হওয়ায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় ১৭ ই জুলাই সবকার এক নির্দেশে হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল।

নেতৃবৃন্দ সহ কর্মীদের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এরূপ চূড়ান্ত দমননীতি গ্রহণ সত্ত্বেও আন্দোলন আরো বেশি তীব্র হতে লাগল। মুসলিম ইনস্টিটিউটে মুখ্যমন্ত্রী সভা ডেকে না আসার পর মুসলিম ছাত্ররা আন্দোলনে আরও বেশি ঝাঁপিয়ে পড়ল। সর্বাত্মক প্রস্তুতি চলতে থাকল ২২ শে জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের জন্য।

কালা সার্কুলার

সরকার পক্ষ চূড়ান্ত মনোভাব জারি করলেন ১৯শে জুলাই ডি. পি. আই সার্কুলারেব মাধ্যমে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় সমস্ত স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ধর্মঘট বা বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের তৎক্ষণাৎ বিতাড়ন করা হবে, বৃত্তিভোগী ছাত্রদের ক্ষেত্রে বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আন্দোলন বন্ধ করতে এই ডি. পি. আই. সার্কুলার জারি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সার্কুলারের কারণে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। সারা শহর গর্জে উঠল ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্ররা আরও বেশি আন্দোলনে সামিল হল। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম. এল. শাহ্ প্রতিবাদ জানালেন সরকারের এই সার্কুলারের। এক বিবৃতিতে বলা হল - "News of the ban on students participating in strike or similar demonstration imposed by the Haq.

Ministry has highly agitated the student community. This I consider one more folly added by the Bengal Ministry to it's countless record." ঐ বিবৃতিতে আরও বলা হল - ".....I appeal to the Bengal Govt. on behalf of A. I. S. F. to remove this ban. Otherwise the struggle would not be confined to the Bengalis alone but the students from all part of India would come to participate in it and stand shoulder to shoulder with their brethren in Bengal in the latters' fight for maintaining and gaining civil liberties."

একদিকে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা অন্যদিকে এই সার্কুলার জারী হতে আন্দোলনের উদ্দীপনা বরং কয়েকগুণ বেড়ে গেল। প্রতিবাদের উত্তাল ঢেউ-এর মধ্যে ২২শে জুলাই ধর্মঘট করে সারা কলকাতার হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা জমায়েত হল ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে।

ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রিপন কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ সহ প্রায় সমস্ত কলেজের ছাত্ররা একাধিক মিছিল নিয়ে ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। বি. পি. এস. এফ. ও মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের ডাকা এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল ওয়াসেক। ব্যাপক সংখ্যায় পুলিশ সভাস্থল ঘিরে রাখে এবং তাতে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। পুলিশ সভাপতির বক্তব্য চলাকালীন সভাপতিকে বাধা দেয় ও গ্রেপ্তার করতে যায়। বিক্ষোভ চরম আকার নেয়। পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে উপস্থিত ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ২০ জন ছাত্র আহত হয়। ৪ জন গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। আহতদের মধ্যে ছিলেন -আবদুল ওয়াসেক, আনোয়ার হোসেন, নুরুল হুদা, এস দাশগুপ্ত, দেবব্রত ভট্টাচার্য, নিতাই গাঙ্গুলী, গোলাম মঈন, নিখিল মৈত্র, এস চক্রবর্তী, আবদুল হক, আবুল কাশেম, দিলওয়ার হোসেন, শামসুল আলম, ডি. রায়, কাজী সাফাতুল্লা, এন. আহমেদ, আবদুল সালাম, দেওয়ান আহিদুর রাজা প্রমুখ।

ঘটনার খবর পেয়েই সরকার ও বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে আসেন। শরৎচন্দ্র বসু, খান বাহাদুর হাসেম আলি খান, সৈয়দ বদরুজ্জোজা, আবদুল হামিদ, সন্তোষ কুমার বসু, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিঞা), জে. এম. দাশগুপ্ত প্রমুখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ছাত্রদের উপর এহেন পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র ধিক্কার ও বিক্ষোভ তৈরি হয়। বিশেষত মুসলিম ছাত্ররাও পুলিশের লাঠি চার্জের শিকার হওয়ায় সরকার পক্ষেও উদ্বেগ দেখা দেয়। সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে আহতদের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আলাদা আলাদা কেবিনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেদিনই রাত্রে কোয়ালিশন পার্টির জরুরী সভা বসে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এক বিবৃতি দিয়ে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অবশেষে ঘোষণা

ইসলামিয়া কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ২৩ শে জুলাই ইসলামিয়া কলেজ সহ প্রায় সব কলেজে ও স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট হয়। বি. পি সি. সি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভা করে। বি. পি. এস. এফ. ও মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষে অবনী লাহিড়ী ও নুরুল হুদা এক যৌথ বিবৃতিতে ২৪ শে জুলাই ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে প্রতিবাদ সভার ডাক দেন। অন্যদিকে ২৩ শে জুলাই বিধানসভায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ঘোষণা করেন কোয়ালিশন পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করা হবে এবং ইসলামিয়া কলেজের ঘটনার তদন্ত কবা হবে।

পরিসমাপ্তি

২৪ শে জুলাই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বেলা ১১-৩০ মিঃ থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র জমায়েত হতে শুরু করে। কলকাতার প্রায় সব কলেজের ছাত্ররা ঐ বিশাল সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশে ছাত্রীরা অনেক সংখ্যায় যোগ দেয় যার মধ্যে, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় ছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোয়াজ্জেম আলি চৌধুরী (এম. এল. সি.) আগের দিন বিধানসভায় সরকার পক্ষ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় এদিনের সমাবেশ কার্যত বিজয় উৎসবে পরিণত হয়। এছাড়াও সভায় দাবি ওঠে - সুভাষ বসু সহ সমস্ত ধৃতদের মুক্তি, ডি. পি. আই. সার্কুলার প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও ইসলামিয়া কলেজে লাঠি চালনার নিরপেক্ষ তদন্তের। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঐ দাবি গুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অন্যদিকে বিধানসভা থেকে এক বিবৃতিতে বিরোধী নেতা শরৎ বসু সরকারের হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর এই আন্দোলন তুলে নেবার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। যদিও সকল বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোন বিবৃতি না থাকায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এভাবেই শেষ হয় বাংলা তথা ভারতবর্ষে হিন্দু - মুসলিম মিলিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক অনন্য আন্দোলনের।

আন্দোলন শেষ হলেও হলওয়েল মনুমেন্ট ঐ স্থান থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে ছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নেবার পর এবং Ancient Monument Preservation Act - এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর প্রথমে মনুমেন্টের চারপাশ টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ভেতরে কাজ চলতে থাকে। ভাগ ভাগ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত অংশ ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০, নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট জোনস্ চার্চ প্রাঙ্গণে।

ইসলামিয়া কলেজের ঘটনার তদন্তের জন্য সরকার জাস্টিস তোরিক আমির আলির সভাপতিত্বে ও জে. এম. বটলমি (ডি. পি. আই)-এর সম্পাদনায় তিনজনের তদন্ত কমিটি ঘোষণা করেন। অপর সদস্য ছিলেন এম. এইচ. বি লেথব্রিজ (জেলা ও সেশন জজ, ২৪ পরগণা) । এই কমিটিও সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। বিধানসভাতেও এধরনের কমিটি বিশেষ করে ডি.পি.আই. এর নিয়োগ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে কারণ ডি.পি.আই.-এর সার্কুলারের বিরুদ্ধে ঐদিন জমায়েত হয়েছিল। মুসলিম ছাত্র লীগও ঐ কমিটি বয়কট করে। মাহমুদ নুরুল হুদা সাক্ষ্য প্রদানেও

অস্বীকার করেন। অপরদিকে জালালুদ্দিন হাসমি ও আবু হোসেন সরকারের যুগ্ম সম্পাদনায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। এতে অন্য সদস্যারা ছিলেন -- নৌসের আলী, শামসুদ্দিন আহমেদ, কিরণশংকর রায়, হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, পি. আর. ঠাকুর, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, খান বাহাদুর এ.এম.এল. রহমান ও আবুল হোসেন আহমেদ। বেসরকারী তদন্ত কমিটির কয়েকটি সভা শামসুদ্দিন আহমেদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে সরকারী তদন্ত কমিটিও কিছুদিন পরে তার রিপোর্ট দাখিল করে। যদিও তার কোন গুরুত্ব আর ছিল না।

আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া সকলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেলেন না। আগস্ট মাসের শুরুতেও কারাবন্দীর সংখ্যা ছিল ঃ হুগলী জেলে - ১৮৯, যশোর জেলে - ৭৯, প্রেসিডেন্সি জেলে - ৭৯ জন (এর মধ্যে ৩৭ জন তখনও বিচারাধীন)। এরপর যদিও অনেকে ছাড়া পেলেন, কাউকে কাউকে অন্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল। কয়েকজনের সাথে আন্দেলনের প্রধান নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু রয়ে গেলেন কারাগারের অন্তরালে। এই বন্দীজীবন এবং এরপর স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় ঐতিহাসিক অন্তর্ধান। প্রথমে ইউরোপ ও পরে পূর্ব এশিয়া থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তি অভিযান। সে অন্য ইতিহাস — ।

" অক্ষয়বাবু যে অন্ধকূপ হত্যার সহিত গ্রেনকোর হত্যাকাণ্ড ও সিপাহী বিদ্রোহ কালে অমৃতসরের নিদারুণ নিধন-ব্যাপারের তুলনা করিয়াছেন ইতিহাস বিবৃতিস্থলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে এবং ইংরাজ সমালোচকের তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাতও সংগত হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে নিরর্থক বলিতে পারিনা। এই জন্য পারিনা যে, যে-সকল সমূলক, অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রাচ্য-চরিত্রের নির্দয় বর্বরতায় ইংরাজ-সন্তানগণ বংশানুক্রমে কণ্টকিত হইয়া আসিতেছেন এবং উচ্চ ধর্মমঞ্চ হইতে আমাদের প্রতি ভর্ৎসনা উদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন, অন্ধকূপ হত্যা তাহার মধ্যে একটা প্রধান। সেই আঘাতের একটা প্রতিঘাত করিতে না পারিলে আত্মাবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুযোগ বুঝিয়া একথা বলিবার প্রলোভন আমরা সংবরণ করিতে পারিনা যে, শত্রুর প্রতি অন্ধ হিংস্রতা বিকৃত মানব চরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রাচ্য-চরিত্রের নহে। ...অবশ্য ইহাও স্বভাবের নিয়ম যে, সবল দুর্বলকে যেমন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তচিত্তে বিচার করিয়া থাকে, দুর্বল সবলকে তেমন করিয়া বিচার করিতে গেলে সবলের ভ্রূযুগল কুটিল এবং মুষ্টিযুগল উদ্যত হইয়া উঠিতে পারে। অক্ষয়বাবু হয়তো আদিম প্রকৃতির সেই রূঢ় নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন কিন্তু বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সে জন্য তিনি বঙ্গ সাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক সাহিত্য — সিরাজদ্দৌলা

শ্রাবণ ১৩০৫

প্রাসঙ্গিক
দাসত্বের চিহ্ন অপসারণ আন্দোলন

২৫ - ২৬ শে মে, ১৯৪০ সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ঢাকায় বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে জাতীয় অবমাননার প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। সুভাষ চন্দ্র নিজে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় (১ লা জুন, ১৯৪০) সম্পাদকীয়তে ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে লিখলেন ঃ "The Conference, therefore, urged the people to cast of and demolish all emblems of political servitude which militated against newly awakened consciousness of Free India. The Holwell Monument in Calcutta which advertises the slavery of Bengalis in the very heart of the city must now go."

দাসত্বের চিহ্নবিশিষ্ট, জাতীয় অবমাননাকর সমস্ত স্মারকগুলির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে হলওয়েল মনুমেন্টকে বেছে নিয়ে অপসারণের জন্য সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্ব ১৯৪০ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হলেও এই আন্দোলন আগেই শুরু হয়েছিল। এমন কি আরো আগে

১৯২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কয়েকজন যুবক হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদাবোধ বেড়ে ওঠা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার উত্থানের সাথে সাথে ব্রিটিশদের স্থাপিত ঐরূপ অবমাননাকর বিভিন্ন স্মারকগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা স্পষ্টতই জমে উঠেছিল। হলওয়েল মনুমেন্ট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ স্মারক বা মূর্তির অপসারণ বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সংগঠিত-অসংগঠিত নানা প্রয়াস হয়েছে। লাহোরে গভর্নর লরেন্সের মূর্তির অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, বিশেষ করে ঐ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির কারণে অসন্তোষ জমা হয়েছিল। লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে ঐ মূর্তি অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই আন্দোলনে গান্ধী পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে অমৃতসরে ব্রিটিশ রানীর মূর্তি ভাঙতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দুম্মা নামের এক ব্যক্তি। আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও এই মামলা ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তবে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঐরূপ আন্দোলন হল মাদ্রাজের নীল মূর্তি অপসারণের আন্দোলন (১৯২৭)। নীল মূর্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ভাঙার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং আন্দোলনের জয়লাভ, প্রতিটি ঘটনা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের পদ্ধতি নির্ধারণে এবং প্রেরণা হিসাবে অবশ্যই নীল মূর্তি অপসারণ আন্দোলন প্রভাব ফেলেছে। বারবার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এমন কি, বিধানসভার সেই ঐতিহাসিক বিতর্কেও নীল মূর্তি অপসারণ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

নীল মূর্তি

জেমস জর্জ নীল (Neil) ছিলেন একজন ব্রিটিশ সমরাধিনায়ক। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ দমনে বাংলায় বিশেষ ভূমিকা নেন। বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাহীদের পরাজিত করাই শুধু নয়, কর্নেল নীল যে নৃশংসতার নিদর্শন রেখেছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে। সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী শহর ও দুর্গগুলি দখল করতে ব্রিটিশ সেনাদের সাহায্যের জন্য জেনারেল নীল বাংলা বিহার অতিক্রম করে সসৈন্যে রওনা হন। বাংলার পর বারাণসী ও এলাহাবাদের বিদ্রোহী শহরগুলির সিপাহী ও বাসিন্দাদের নির্বিচারে হত্যা করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা এতটাই ছিল যে লর্ড ক্যানিংও সেই সব সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন ও জেনারেল হ্যাভলককে তাঁর স্থানে নিয়োগ করেন। জেনারেল নীল তাঁর চলার পথে গ্রাম শহরগুলিতে যাকেই হাতের কাছে পেয়েছিলেন তাকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। দিল্লীর পথে কানপুর শহরও তাঁর ঐ পথে পড়েছিল। জাত্যাভিমানী ব্রিটিশ শাসকেরা কর্নেল নীলকে স্বভাবতই বীরের আসনে বসিয়েছিলেন। মাদ্রাজের মাউন্ট রোডে (বর্তমান আন্নামলাই রোড) কর্নেল নীলের এক ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি স্থাপন করেন মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মন্রো। সম্পর্কে তিনি কর্ণেল নীলের নিকটাত্মীয় ছিলেন। মূর্তির বেদীমূলে সৈন্য পরিবেষ্টিত ঘোড়সওয়ার নীলের ছবি খোদিত ছিল।

এহেন নীলের প্রতি ভারতবাসী মাত্রেরই ঘৃণা ও ক্ষোভ ছিল। নীলের মৃত্যুও ঘটেছিল

প্রতিশোধকামীর হাতে ১৮৫৭ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর। এতদ্‌সত্ত্বেও মাদ্রাজ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঐ মূর্তি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নীলের নৃশংসতা ও ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণিত আচরণকে।

অপসারণ আন্দোলন

নীল মূর্তি মাদ্রাজ শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকলেও আন্দোলন প্রথম শুরু হয় মাদুরাই শহরে। এন. সোমাইয়াজুলুর নেতৃত্বে 'তামিলনাড়ু ইয়ংমেনস্ ভলান্টিয়ার ক্রপ্‌স' নীল মূর্তি অপসারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯২৭ সালের ১১ই অগস্ট সত্যাগ্রহ কর্মসূচী শুরু হয়। শোভাযাত্রা যতই নীল মূর্তি অভিমুখে এগিয়ে যায়, পথপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা তাতে যোগ দেয়। মূর্তির সামনে শোভাযাত্রা আসলে মাদুরাইবাসী সুব্বারায়ালা নাইডু ও মহম্মদ সালিয়া মূর্তি ভাঙতে চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পরে এগমোর মেট্রোপলিটান আদালতে তাদের তিন মাস করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই ঘটনায় শহরে দারুণ আলোড়ন পড়ে যায়। প্রতিদিন শোভাযাত্রা বের হয়, মূর্তির সামনে কৌতূহলী জনতা ভীড় করে সত্যাগ্রহীদের উৎসাহ দিতে থাকে আর মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করে সত্যাগ্রহীরা ২/১ জন করে গ্রেপ্তার বরণ করে। ১৮ই অগস্ট মূর্তি ভাঙতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন নেতা সোমাইয়াজুলু, রঘুনাথ রাও, বেণুগোপাল নাইডু ও তিরুমালাই স্বামী নাইডু। আদালতে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সোমাইয়াজুলু কর্নেল নীলের নৃশংসতা বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং যতক্ষণ মাতৃভূমির প্রতি অবমাননাকর ঐ মূর্তি থাকবে ততক্ষণ তাদের এই সত্যাগ্রহ চলবে ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত সোমাইয়াজুলুর ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা দণ্ড এবং বাকীদের ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলেও এই মামলার শুনানীকে ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়।

আন্দোলন থেমে থাকে না, ১৯ শে আগস্ট ব্যাপক উৎসাহী জনসমাবেশের সামনে জামার ভিতর লুকিয়ে গাঁইতি ও হাতুড়ী নিয়ে তিরুভেনগাদাম (রায়াপুরম) ও অরুণাচেলা রাও (মাদুরাই) লোহার শিকের বেষ্টনী পেরিয়ে মূর্তির সামনে পৌঁছে যায় এবং বেদিমূলে আঘাত হানে। বেদিমূলে খোদিত চিত্র সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাচ্ছে এই সময় স্বামীনাথন আয়ার, যিনি তামিলনাড়ু ইয়ং মেনস্ ভলান্টিয়াররা যে হোটেলে ছিলেন তার রন্ধনশালার কর্মী, মূর্তি ভাঙতে চেষ্টা করেন। পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করে।

২৭শে আগস্ট মাদ্রাজ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে উল্লিখিত হয় যে, নীল মূর্তির সামান্য ক্ষতি হয়েছে, পুলিশ সত্যাগ্রহ কর্মসূচীর প্রতি কড়া নজর রাখছে যাতে তার বেশি কিছু (মূর্তি ভাঙার চেষ্টা) ঘটতে না পারে।

ব্যাপক পুলিশী প্রহরা সত্ত্বেও প্রতিদিনিই সত্যাগ্রহ কর্মসূচী চলতে থাকল নেতা সোমাইয়াজুলু গ্রেপ্তার হওয়ার পর কুরিয়াখাম স্বামিনাথ মুদালিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করে এবং ১ বছর কারাদণ্ডের আদেশ হয় (১৬ই সেপ্টেম্বর), অন্যান্য আরও

অনেক সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তারের মধ্যে চাঞ্চল্যকর ছিল গণপতি আয়ারের গ্রেপ্তারের পরবর্তী ঘটনায়। বন্দী অবস্থাতেই গণপতি আয়ার ঘোষণা করে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন। অপরদিকে, মাদুরাই থেকে তাঁর স্ত্রী টেলিগ্রাফ করে স্বামীর অনুবর্তী হিসাবে এই সত্যাগ্রহ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। এই ঘটনা জনমনে বিরাট আবেগ তৈরি করে। অপর এক আবেগপূর্ণ ঘটনা - মহিলা সত্যাগ্রহী অঞ্চলাইমাল আম্মা তার আট বছরের শিশুকন্যা কান্নু সহ মূর্তি ভাঙতে সচেষ্ট হন। পুলিশ উভয়কেই গ্রেপ্তার করে। আদালতে মুচলেকা দিতে অসম্মত হওয়ায় মায়ের কারাদণ্ড ও শিশু কন্যাকে চার বছরের জন্য মাদ্রাজ চিলড্রেন্স হোমে পাঠানোর আদেশ হয়। উল্লেখ্য মহিলার স্বামী মুরুগেসাও সত্যাগ্রহ পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

গান্ধীকে প্রত্যাখ্যান

"তামিলনাড়ু ইয়ং মেনস্ ভলান্টিয়ার ক্রপসে'র ডাকে আন্দোলন শুরু হলেও বহু কংগ্রেস-কর্মী সত্যাগ্রহে অংশ নেন। 'ভলান্টিয়ার'-দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসকর্মী, যদিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়নি । এদিকে গান্ধী, তার পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী ৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে এলেন, জনসভায় বক্তব্য রাখলেন। গান্ধীর মাদ্রাজে আসার আগে ২রা সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ জেলা কংগ্রেস কমিটি সভায় নীল মূর্তি সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গ ওঠে। গান্ধী মাদ্রাজে আসা পর্যন্ত ঐ সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও কমিটি তা বাতিল করে। আন্দোলন তার নিজস্ব গতিতে চলছিল।

৬ই সেপ্টেম্বর আন্দোলনকারী 'ভলান্টিয়ার' দের একটি প্রতিনিধিদল গান্ধীর সাথে দেখা করেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর পরিচয় মেলে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এ সংক্রান্ত তার লেখার এই বিশেষ অংশটিতে - "... জেনারেল নীল আর নেই। আমাদের সম্বন্ধ তার মূর্তিটির সঙ্গে। এমনকি ঠিক মূর্তিটির সঙ্গেও নয়। মূর্তিটি যে নীতির প্রতীক আমরা চাই তার বিলুপ্তি।" এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই গান্ধী 'ভলান্টিয়ার'-দের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়ে অনুরোধ জানালেন সত্যাগ্রহ বন্ধ রেখে কাউন্সিল ও কর্পোরেশনে এই প্রশ্নে দাবি উত্থাপন করতে। ন্যূনপক্ষে ৩ মাস সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে ঐ পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাতে আবেদন করলেন। কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বললেন - কংগ্রেস সরকারিভাবে এই আন্দোলন সমর্থন করে না তবে, কোন কংগ্রেস কর্মীর ব্যক্তিগত ভাবে এই আন্দোলনে যোগদানে বাধা নেই। সত্যাগ্রহ কর্মসূচীর ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হওয়া উচিত আগে থেকে সরকারের কাছে কর্মসূচীর উদ্দেশ্য, দিন-ক্ষণ জানানো - তার এই মতও আন্দোলনকারীদের জানালেন।

আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল গান্ধীর পরামর্শ শুনে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজেদের সভায় মিলিত হলেন। সত্যাগ্রহ কর্মসূচী স্থগিত রাখা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন পরিচালনার গান্ধীর পরামর্শ আন্দোলনকারীরা গ্রহণ করলেন না। ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সত্যাগ্রহ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল এবং তা গান্ধীকে জানিয়ে

দেওয়া হল।

১৬ ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ব্যাপক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সত্যমূর্তি উত্থাপিত নীল মূর্তি অপসারণে সরকারকে বাধ্য করা পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে যাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাশাপাশি মাদ্রাজ কর্পোরেশন ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস সদস্যদের সর্বশক্তি দিয়ে এই দাবিতে লড়াই চালাতে আহ্বান জানানো হয়। জেলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত রাজ্য কংগ্রেস কমিটিকেও গ্রহণের আবেদন রাখা হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর জেলা কংগ্রেসের তরফে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ভেঙ্কটাচেলাম (কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টি নেতা) সভাপতিত্ব করেন। সভা থেকে নীল মূর্তি অপসারণের দাবি করা হয়।

মাদ্রাজ কর্পোরেশনে কাউন্সিলার সিঙ্গারাভেলু (কংগ্রেস) নীল মূর্তি অপসারণের জন্য একটি প্রস্তাব আনতে চাইলে সভাপতি তা গ্রহণ করেন না। যুক্তি ছিল - ঐ মূর্তি কর্পোরেশনের নয় বরং তা সরকারের এবং রক্ষণাবেক্ষণও সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট করে থাকে।

দীর্ঘ আন্দোলনের জয়

নীল মূর্তি ভাঙতে সত্যাগ্রহীদের অভিযান চলতে থাকে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহে জনগণের সাড়া মেলে। পি.বরদারাজন আন্দোলনের শুরু থেকেই আর্থিক দায়িত্বের বড় অংশ বহন করেছিলেন। মুখুস্বামী আয়ার ছিলেন সত্যাগ্রহীদের খাবারের দায়িত্বে। তাঁকে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। মূর্তি ভাঙতে গিয়ে গ্রেপ্তারের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। রঙ্গাবেজু, অরুমুগম, কান্তিনাথ নাথান (বয়স ১৩ বছর), মুরুগাপ্পা পাড়ায়াছি, জমদগ্নি, আলাগুপ্পা পিল্লাই, সুন্দরাভাডিভেলু, রামস্বামী পিল্লাই (রামনাড), শেষা আয়েঙ্গার (রামানন্দ - পুরম), গোবিন্দরাজালু নাইডু (পেরামবুর ওয়ার্কশপের শ্রমিক), শ্রীনিবাস ভার্মা, শ্রীনিবাস বরদা আয়েঙ্গার ও তার স্ত্রী পদ্মাসিনি আম্মা প্রমুখ গ্রেপ্তার হওয়া সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ছিলেন। গ্রেপ্তারের তালিকা থেকেই দেখা যায়- হিন্দু-মুসলিম, পুরুষ-মহিলা, সববয়সী সত্যাগ্রহী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ১১অগস্ট, ১৯২৭, আন্দোলন শুরু হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত জোর কদমে চলে। এরপর আন্দোলনের গতি কমে আসলেও একেবারে বন্ধ হয় নি। দীর্ঘদিন বাদে ১৯৩৭ সালে নীলমূর্তি অপসারণের সরকারী সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে নীলমূর্তি মাউন্ট রোডের ঐ স্থান থেকে মাদ্রাজ এগমোর মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত ঐ আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ জয়লাভ ঘটে।

ইতিহাস উদাসীনতা

নীল মূর্তি এখনও চেন্নাই-এর ঐ মিউজিয়ামে রয়েছে। হলওয়েল মনুমেন্টও ১৯৪০ সাল থেকে কলকাতার সেন্ট জোনস্ চার্চের পশ্চিম অংশে রয়েছে। একই আকৃতি রেখে, গায়ে খোদিত লেখাগুলি অবিকৃত রেখে ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে এখানে আনা হয়েছিল। বাড়তি একটিমাত্র ফলক যুক্ত করা হল সামনের দিকের বেদীমূলে- যাতে খোদিত আছে এই কথাগুলি ঃ

This Monument was erected in 1902
by
Lord Curzon, on the original site of the Black Hole
(North-West corner of Dalhousie Square)
and removed thence to the cemetery of
St.John's Church, Calcutta in 1940.

এই অপসারণ কোন সাধারণ কারণে হয়নি, এমন কোন উল্লেখ সেখানে নেই। আসলে ভারতীয়দের যুক্তি ও আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে এই অপসারণ একথা উল্লেখ করলে ব্রিটিশদের নৈতিক পরাজয় স্বীকৃত হয় শুধু এইমাত্র নয়, তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী সম্পর্কেও সন্দেহ স্বীকার করে নিতে হয়। ব্রিটিশদের পক্ষে একাজ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪০ সালে ভারতীয়দের পক্ষে এই ক্ষেত্রে অপসারণ আন্দোলনে জয়লাভই ছিল বড় ঘটনা, এর বাড়তি কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। এরপর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলেছে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলি। আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা লাভের ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও ঐ মনুমেন্টের সামনে আসল ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে ধরার সরকারী - বেসরকারী কোন উদ্যোগই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হল না। প্রতিদিনই দেশী-বিদেশী বহু পর্যটকের নজরে আসছে সেন্ট জোনস্ চার্চের প্রাঙ্গণে ঐ মনুমেন্ট। সেটির সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণভাবে অনুভব করা শক্ত যে ঐ মনুমেন্ট তার পূর্ব অবস্থান থেকে অপসারিত হওয়ার পেছনে কত আত্মত্যাগ আর দৃঢ় সংকল্প জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের কি উত্তাল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী যে ইতিহাসে সংশয়াতীত নয় এই ধারণাও ঐ মনুমেন্টে ব্রিটিশদের খোদিত লেখা থেকে ধারণা করা সম্ভব নয়। স্বাধীন ভারতেও ঐ মনুমেন্ট নতুন অবস্থানে থেকে ইতিহাসের ভুল শিক্ষা দিচ্ছে আর আড়াল করে রেখেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে। ঐ মনুমেন্টের ধ্বংসসাধন নিশ্চয়ই কাম্য হতে পারে না। ঐতিহাসিক স্মারক-পুরাবস্তুর সামনে যেভাবে ফলকে প্রকৃত ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে জানার সুযোগ করে দেওয়া হয় এরূপ একটি ফলক মনুমেন্টের সামনে লাগানো সমীচীন। জাতীয় অবমাননাকর তৈরি করা ইতিহাসের বিরুদ্ধে সত্যান্বেষী ঐতিহাসিকদের, অবমাননার প্রতীকের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগী আন্দোলনকারীদের কাজ সম্পূর্ণ করতে ও তাঁদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানাতে এটা কি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নয়?

ব্ল্যাক হোল

আমাদের ইতিহাস উদাসীনতার আরও নিদর্শন রয়েছে। জেনারেল পোস্ট অফিসের উত্তর-পূর্ব দিকে কালেক্টারি ভবন সংলগ্ন অংশটিতে অন্ধকূপের অবস্থান চিহ্নিত করে কার্জন একটি পাথরের ফলক লাগিয়েছিলেন। কালো মার্বেল পাথরের ঐ ফলকের উপরে দেওয়ালে অন্য একটি কালো পাথরের ফলকে খোদিত ছিল :

" The marble pavement below this spot was placed here by Lord Curjon, Viceroy and Governor General of India. to mark the site of the Black Hole, in which 146 British inhabitants of Calcutta were confined on the night of the 20th June 1756, and from which only 23 came out alive.

The pavement marks the exact breadth of the prison 14 feet 10 inches, but not its full length 18 feet about one third of the area at the

north end being covered by the building on which this tablet is fixed".

অন্ধকূপের স্থাননির্দেশকারী ঐ পাথরের ফলকটিকে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘিরে জনসাধারণের দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া জেনারেল পোস্ট অফিসেব পূর্বদিকের বারান্দার উত্তর প্রান্তে শেষ অংশে আরও একটি ফলকে খোদিত ছিল ঃ

" Behind the gateway immediately adjoining this spot is the site of the Black Hole Prison of Old Fort William".

কার্জনের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসা বা ইতিহাস সংরক্ষণ সম্পর্কে যত উৎসাহই থাক সামগ্রিকভাবে ও ঐ ফলক প্রদর্শনের ব্যবস্থা অন্ধকূপ হত্যাকাহিনীকে নিঃসংশয় প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও, অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে যে বিতর্কই থাকনা কেন ঐ কক্ষটি কলকাতায় ব্রিটিশ নির্মিত প্রাচীন দুর্গে তাদেরই নির্মিত বন্দীদের কারাকক্ষ ছিল এ বিষয়ে কোনো মত পার্থক্য নেই। এই দৃষ্টিতে স্বাধীন ভারতে ঐ স্থানে ইতিহাসের উল্লেখ করা অসঙ্গত হত না। পাশাপাশি, ব্রিটিশ উগ্র জাত্যভিমানের নিদর্শন ও অন্ধকূপ হত্যাকাহিনী বিষয়ে বিতর্ক উল্লেখ করে পাল্টা বক্তব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত হত। কিন্তু হায়! প্রকৃত ইতিহাস সংরক্ষণের ঐ সব প্রচেষ্টা তো দূরের কথা ঐ স্থানে সমস্ত নিদর্শনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। জেনারেল পোস্ট অফিসের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা পরিচালনা ও সরঞ্জামের পরপর কয়েকটি অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়ে স্থানটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কবে কোন উদ্দেশ্যে ঐরূপ একটি কাজ করা হল তার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তবে জি.পি.ও সংলগ্ন ফিলাটেলিক মিউজিয়ামের এক কোণে অনাদরে সামান্য ভাঙা অবস্থায় সেই কালো মার্বেল পাথরের ফলকটি পড়ে রয়েছে, যার গায়ে খোদাই করে সেই লেখা ঃ

"The marble pavement below this spot was placed here by Lord Curzon................."

খোসবাগে সিরাজ সমাধি

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বাঙালী তথা ভারতবাসী মাত্রেই বিশেষ আবেগ বহন করেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের পিছনেও ঐ আবেগ বিশেষভাবে কাজ করেছে। আন্দোলনের অন্যতম এক দাবি ছিল সিরাজউদ্দৌলা সমাধির উপযুক্ত সংস্কার। ব্রিটিশ ভারতে এই আশা ছিল হয়ত বৃথা। কিন্তু এ পর্যন্ত বারকয়েক সংস্কার হলেও আজও খোসবাগে সিরাজউদ্দৌলা সমাধিটির অবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন ।

পলাশী গেট

" কাণ্ডারী। তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর। ”

নজরুল ইসলামের এই তিন ছত্রেই শুধু নয় বাঙালী তথা ভারতীয়দের কাছে পলাশী মানেই ট্রাজেডি, পলাশী মানেই বিশ্বাসঘাতকতা আর সিরাজ, মোহনলাল, মীরমদনের নেতৃত্বে বীরত্বপূর্ণ লড়াই। পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস ব্রিটিশদের বীরগাঁথা নয়, বরং ষড়যন্ত্র ও কুচক্রের ফলশ্রুতি। কিন্তু ইংরাজরা পলাশী যুদ্ধ জয়কে ইতিহাসে ব্রিটিশ শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী বলে বর্ণনাই শুধু করেনি ঐ পলাশীর মাঠে প্রতিষ্ঠা করেছিল এক বিজয় স্তম্ভ। এই বিজয়স্তম্ভই পলাশী গেট নামে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই ঐ পলাশী গেট সম্পর্কে বাংলার জনমনে বিরূপ ধারণাই ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পলাশী গেটকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি-“ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-সেনাপতির জালজুয়াচুরির যে জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা কি ব্রিটিশ-বণিকের গৌরবের নিদর্শন! ”

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের সময়কালে ঐ পলাশী গেটও অপসারণের দাবি বহুস্থানে উঠেছিল। কিন্তু পলাশী গেট শেষপর্যন্ত অপসারিত না হয়ে ওখানেই থেকে যায়। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এসেছে। আমাদের খুনে রাঙিয়া সেই রবি পুনর্বার উদিত হয়েছে, কিন্তু পলাশী গেটের কথা সাধারণভাবে বিস্মরণে থেকে গেছে, পলাশীর প্রান্তরে তার অবস্থান অক্ষুণ্ন রয়ে গেছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর ১৯৯৭ সালে স্থানীয় জেলা শাসকের উদ্যোগে সেটি ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে সারিয়ে তুলে উৎসর্গ করা হয়েছে সিরাজউদ্দৌলা ও তার সহযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্মৃতিতে। জেলাশাসকের ঐ উদ্যোগকে ছোট না করেও বলা যায়, এই কাজ বাংলার বা ভারতের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ৫০ বছরেও করলেন না কেন? কেনই বা উপযুক্ত প্রচার ছাড়াই এ কাজ হলো? যাই হোক পলাশীর মাঠে ব্রিটিশদের নির্লজ্জ বিজয়স্তম্ভ আর নেই। পলাশী গেট আজ সিরাজউদ্দৌলা ও এদেশের বীর যোদ্ধাদের উৎসর্গীকৃত পুণ্য স্মৃতি স্তম্ভ। পলাশী প্রান্তরের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

কার্জন মূর্তি

লর্ড কার্জনের নাম মূলত বঙ্গ-বিভাগকে কেন্দ্র করে বাঙালী তথা ভারতীয়দের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকদের দিক থেকে তার ভারত শাসনকালে অনেকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ফ্যামিন কমিশন, ইউনিভার্সিটি কমিশন, পুলিশ কমিশন, ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোর, দিল্লী দরবার, তিব্বত-যুদ্ধ, অ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্ট প্রিজার্ভেসন অ্যাক্ট প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। আত্মগর্বে গর্বিত কার্জন নিজেকে ও তার কাজগুলিকে জনগণের স্মৃতিতে অক্ষয়-অমর করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই বিষয়ে মূর্তি গড়ার দায়িত্ব পান 'রয়েল অ্যাকাডেমিশিয়ান' হ্যামো থরনিক্রফট। থরনিক্রফটের গড়া মডেল কার্জন নিজে অনুমোদন করেন ১৯০৮ সালে। মূর্তির পাদপীঠের প্যানেলগুলিতে কার্জনের শাসনকালের প্রধান বিষয়গুলি খোদাই করে রূপ দেবার জন্য স্থিরীকৃত হয়। তার মধ্যে একটি বিষয় ঠিক হয় প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে

কার্জনের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কিত। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কার্জন এদেশের পুরাবস্তু ও স্মৃতি সৌধগুলি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন, এর জন্য তিনি আইন করেছিলেন, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বার্ষিক এক লক্ষ করে টাকা এবিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে অনুদান দিয়েছিলেন, এছাড়াও নিজে ব্যক্তিগতভাবে নানা বিষয়ে সরাসরি উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু এ-সম্পর্কে সাধারণ ব্রিটিশ জাত্যভিমানের উর্ধ্বে তিনি নিজেকে স্থাপন করতে পারেননি। মূলত তার উদ্যোগগুলি ছিল এদেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার স্মৃতি চিহ্নগুলিকে ঘিরে। তার অন্যতম উদাহরণ হলো - অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সমস্ত প্রমাণাদি ও যুক্তিকে উপেক্ষা করে ঐরূপ কাহিনীনির্ভর হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃস্থাপন ও অন্ধকূপ কক্ষের স্থান নির্ণয় করে প্রকাশ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ। এই বিষযে কার্জন কতখানি স্বয়ং গৌরবান্বিত তার প্রমাণ নিজের ঐ মূর্তির পাদপীঠের একদিকে যেখানে ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ সম্পর্কে তার শাসন কালের বিষয়ে খোদিত চিত্র তৈরি করা হলো তাতে হলওয়েল মনুমেন্ট পুনঃস্থাপনকেই গুরুত্ব দিয়ে ঐ মনুমেন্টের ছবি খোদাই করে রাখা হলো। থরনিক্রফটের গড়া ঐ মূর্তি কার্জনের জীবদ্দশাতেই ১৯১৩ সালের ৮ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠা করা হলো। কার্জনের ঐ মর্মর মূর্তি তার পাদপীঠে হলওয়েল মনুমেন্টের খোদাই করা ছবি সহ আজও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের বাগানে প্রতিদিন হাজার হাজাব দর্শকের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

অন্ধকূপের (?) ইঁট

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ক্যালকাটা গ্যালারিতে সযত্নে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গেব কারাকক্ষের একটি ইঁট। সঠিকভাবেই অন্ধকূপের ইঁট না বলে একে উল্লেখ করা হয়েছে 'A brick from the prison of the old Fort William'. এখানে অন্য যে লেখাগুলি আছে তা এইরূপ - "Here according to John Zephania Holwell, the third in Council of the then East India Company administration. 146 servivors of Nawab Sirajudllah's attack on Calcutta of 16-18 June, 1756, were detained on the night of 20 June, and only 23 servived in what acquired notoriety as the 'Black Hole Tragedy' while the veracity of Holwell's account has been questioned by many and the account found baseless - it is interesting to note that "This prison had already become known as the 'Black Hole' before the night of 20 June 1756"... J. P. Lostly, Calcutta : City of Places." মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অন্ধকূপ হত্যা

চলন্ত অন্ধকূপ বা ওয়াগন ট্র্যাজেডি

" Every British child reads and shudders at the account of the so-called Black Hole of Calcutta, Siraj-ud-Daulah's crime, however is a matter of controversy among historians, there is no controversy among Moplah massacre there".

--Hiren Mukherjee.(Indian Struggle for Freedom)

১৭৫৬ সালের কলকাতায় ঐ অন্ধকূপ হত্যাকাহিনীর সত্যতা বিষয়ে যত সন্দেহ, যত বিতর্কই থাক না কেন সারা পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে সিরাজউদ্দৌলা তথা পরোক্ষে ভারতীয়দের নৃশংসতা বিষয়ে প্রচার চলেছে। অথচ সাম্রাজ্যবিস্তারে এবং উপনিবেশগুলিতে শাসন কায়েম রাখতে ব্রিটিশরা যে পরিমাণ নৃশংসতার পরিচয় রেখেছে তার প্রচার হয়েছে সামান্য মাত্র। অন্ধকূপ হত্যাকাহিনীর মূল কথা হল বন্দীদের প্রতি অমানবিক নৃশংস আচরণ- স্বল্প পরিসর কারাকক্ষে অধিক সংখ্যায় বন্দীদের আটক রাখা, ফলস্বরূপ অধিকাংশের শ্বাস অভাবে

মৃত্যু। কিন্তু ঐ একই পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করা ইংরাজেরা মোপলা বন্দীদের প্রতি ব্যবহার করেছিলেন, যে ঘটনা নিয়ে কোন সন্দেহ বা বিতর্ক নেই।

মালাবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ (১৯২১) দমনে ইংরাজ সরকার প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। নেপাল, গাড়োয়াল, বার্মা থেকে সৈন্য আনা হয়েছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে ২২২৬ জন প্রাণ দিয়েছিল, ১৬১৫ জন আহত হয়েছিল, ৫৬৮৮ জন গ্রেপ্তার ও ৩৮,২৫৬ জন আত্মসমর্পণ করেছিল। সীমাহীন অত্যাচার নেমে এসেছিল মালাবার উপকূলে। এই কাহিনী আজকের আলোচ্য নয়। তবে ১৯২১ সালের ২০ শে নভেম্বর ১০৬ জন বন্দী মোপলাকে তিরুর থেকে বেলারি জেলে পাঠানোর জন্য যে নিদারুণ অমানবিক ব্যবস্থা করা হলো তার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিল চলন্ত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী। তিরুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি প্যাসেনজার ট্রেনের (৭৭ নং) মালবাহী কামরায় ঐ ১০৬ জন বন্দীকে প্রবেশ করিয়ে সার্জেন্ট অ্যান্ড্রুজ ও পাঁচজন কনস্টেবলের দায়িত্বে রওনা করানো হল। মালবাহী ঐ লোহার তৈরি কামরায় কোন জানালা ছিল না, ছিল মাত্র দুপাশে দুটি ছোট দরজা। সেই দরজাও সম্প্রতি রঙ করা হয়েছিল। ১০৬ জন বন্দীর পক্ষে ঐ কামরা ছিল এতই ছোট যে বন্দীদের ঠাসাঠাসি করে কোনক্রমে জায়গা মিলেছিল। দরজা বন্ধ করে ঐ অবস্থাতেই ট্রেন চালু হল। নিদারুণ শ্বাসকষ্ট, কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঠাসাঠাসি অবস্থাতেই মলমূত্র ত্যাগ, বন্দীদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠল। বন্দীরা রীতিমত আর্তস্বরে চীৎকার ও জলের প্রার্থনা করতে লাগল। শোবাণুর জংশনে গাড়ী থামলে ঐ কামরা থেকে আর্ত রোল ও জলের জন্য প্রার্থনা রেল পুলিশ কর্মচারী সহ অনেকেই শুনতে পেল। তবু দরজা খুলে অবস্থা দেখা বা জলের ব্যবস্থা কিছুই করা হল না। ৬০ মাইল ঐ অবস্থায় যাবার পর পোদানুর স্টেশনে যখন ঐ দরজা খোলা হল দেখা গেল মৃত ও মৃতপ্রায় বন্দীদের স্তূপ পড়ে রয়েছে। ৫৬ টি মৃতদেহ পাওয়া গেল এবং বাকী অসুস্থ বা মৃতপ্রায়দের পাঠানো হল কোয়েম্বাটুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। পরদিন আরো ৮ জনের মৃত্যু ঘটল। সব মিলিয়ে মোট ৭০ জন বন্দী ঐ চলন্ত অন্ধকূপ ঘটনায় প্রাণ হারালো।

প্রতিক্রিয়া

পোদানুর স্টেশনে ঐ কামরার দরজা খোলার পর মৃত ও মৃতপ্রায় বন্দীদের স্তূপের অবর্ণনীয় ঐ অবস্থা দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যান। চতুর্দিকে খবর রটে গেলে স্টেশনে ক্ষুব্ধ জনতার ভীড় তৈরি হয়। অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষ ঐ মৃত বন্দীদের পরীক্ষার জন্য নামানোর উদ্যোগ নিলে উপস্থিত কর্মচারীসহ কেউই রাজী হয় না। শেষ পর্যন্ত রেলওয়ে মেডিকেল বিভাগের ডাক্তার ও'কনেল নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে কাজ শুরু করেন। মৃত ৫৬ জনকে চিহ্নিত করে ঐ রাতেই ট্রেনে তিরুর পাঠানো হয়। বাকী অসুস্থদের হাসপাতালে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কোয়াম্বাটুর পাঠানো হয়। কোয়েম্বাটুর স্টেশনেও বিক্ষুব্ধ জনতার ভীড় জমে। অসুস্থদের স্টেশন থেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কোন গাড়ী চালক রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্ট্যানস্ মোটর ফাউন্ড্রি থেকে ইউরোপীয়ান মি. টুইস্ গাড়ী নিয়ে আসেন ও বন্দীদের হাসপাতালে পৌঁছে দেন। পরে

কোয়েম্বাটুরে নাগরিকদের একটি ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাশাপাশি, মৃতদের নিকটাত্মীয়দের কাছে সহানুভূতি জানানো হয়।

সরকারিভাবে মৃত্যুর কারণ ঘোষণায় বিলম্ব করা হলেও তিরুর ষ্টেশনে মৃতদেহগুলি ফেরত আসার পর তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে ময়না তদন্ত করা হয়-যার রিপোর্টে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে বলা হল। এর ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণ বলার সরকার পক্ষের কোন সুযোগ রইল না। দ্রুত তদন্তের কোন ব্যবস্থাও করা হচ্ছিল না। বিভিন্ন মহল থেকে এই দাবি উঠতে থাকে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লিতে মহঃ ফৈয়াজ খান, কে . আহ্মেদ দুটি পৃথক প্রস্তাবে এবং অম্বিকা প্রসাদ সিনহা, জি. সি. নাগ ও গুলাব সিং একটি যুক্ত প্রস্তাবে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে (5th December 1921) গান্ধীজী লিখলেন- "would the British Government have inhumanly treated the so-called rebels had they been Europeans instead of being Moplahs. The Government were betraying criminal negligence in treating the issue "

একটি তুলনামূলক আলোচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় অন্ধকূপের ঘটনা (?) ও বিংশ শতাব্দীর চলন্ত অন্ধকূপের ঘটনার সাধারণভাবে কোনো তুলনাই চলে না, এ সত্ত্বেও পোদানুরের ঘটনার পরে পরেই 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত এই তুলনামূলক আলোচনাটি কৌতূহলদ্দীপক - "........কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হউক, তুলনা ও আলোচনার নিমিত্ত আমরা ইহা সত্য ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতেছি।...... ১৪৬

....মেকলে লিখিয়াছে অন্ধকূপ নামক কামরা ২০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চৌড়া অর্থাৎ ৪০০ বর্গফুট ছিল। উঁচু কত ছিল জানা নাই। এন্‌সাইক্লোপাডিয়া ব্রিটানিকার মতে উহা ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি চৌড়া অর্থৎ ২৬৭ বর্গফুট ছিল। ইহাতে ১৪৬ জন ইউরোপীয় যুদ্ধ বন্দীকে জুন মাসের রাত্রিতে বন্ধ করা হহয়াছিল। রেমন্ডের মতে ১১৩ জন। মেকলের বর্ণনা অনুসারে এক একজন বন্দী প্রায় ৩ ফুট জায়গা পাইয়াছিল, রেমন্ডের মতে তিনেরও বেশী, এন্‌সাইক্লোপাডিয়ার মতে ১$\frac{১২১}{১৪৬}$ বর্গফুট। অন্ধকূপে দুটি ছোট জানালা ছিল। প্রহরীরা ইংরেজ বন্দীদিগকে সামান্যমাত্র জল দিয়াছিল। প্রাতে কামরাটা খুলিয়া দেখা গেল যে ১২৩ জন মরিয়াছে, ২৩ জন বাঁচিয়া আছে। মোপ্‌লা বন্দী বোঝাই মালগাড়িটা রেলওয়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর রীভের সাক্ষ্য অনুসারে ১৮ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চৌড়া অর্থাৎ ১২৬ বর্গফুট ছিল। ইহাতে জানালা ছিল না, দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে তালাচাবি হুড়কা লাগাইয়া বন্দীদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। জানালার পরিবর্তে তারের জাল ছিল, কিন্তু তাহার ছিদ্রগুলি রং দেওয়ায় বুজিয়া গিয়াছিল। সরকারী ডাক্তারদের মতে তারের জাল ফেলিয়া দিলেও গাড়িটা মানুষ লইয়া যাইবার অনুপযুক্ত ছিল।

ডাক্তার ওকোনর আই.এম.এস ও আর ৭/৮ জন মানুষ দরজা বন্ধ করিয়া এই গাড়িতে ছ মাইল গিয়া কষ্ট বোধ করিয়াছিলেন। এই গাড়িতে মোপ্লা বন্দীদের বোঝাই করিয়া পাঠান হয়। তাহাদের সংখ্যা ১১২, ১০৬ বা ১০০ জন ছিল। ন্যূনতম সংখ্যাটা ধরিলেও তাহারা প্রত্যেকে ১$\frac{৩১}{৫০}$ বর্গফুট জায়গা পাইয়াছিল অর্থাৎ অন্ধকূপের বন্দীদের চেয়ে কম জায়গা পাইয়াছিল। অন্ধকূপে ২ টা ছোট ছোট জানালা ছিল, মালগাড়িতে জানালা ছিল না, অন্ধকূপের বন্দীরা অতি সামান্য জল পাইয়া ছিল, মোপলারা মোটেই পায় নাই। অন্ধকূপে অতগুলা মানুষ রাখা হইতেছে, সিরাজউদ্দৌলা তাহা জানিতেন না, মান্দ্রাজের লাট উইলিংডন তাহা জানিতেন না - যদিও জানা উচিত ছিল। কারণ এই দুর্ঘটনা ২০শে নভেম্বর ঘটে। তাহার বহুপূর্বে বন্ধ মালগাড়িতে বন্দী লইয়া যাইবার অভিযোগ মান্দ্রাজের 'হিন্দু' কাগজে বহুবার বাহির হইয়াছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বরের ইন্ডিয়ান স্যোশাল রিফর্মার এন. লক্ষ্মণন্ এই বিষয়ে লেখেন। লর্ড উইলিংডন না জানিলেও, মালাবারের স্পেশাল কমিশনার মি. ন্যাপের (Mr. Knapp) নিশ্চয়ই জানা উচিত ছিল। আগে আগে মালগাড়িতে নীত বন্দী কেহ মরে নাই বটে, কিন্তু খুব কষ্ট পাইয়াছিল, এবং অন্ধকূপ গাড়িটা আগেকার গাড়িগুলা হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

অন্ধকূপ সম্বন্ধে মেকলে লিখিয়াছেন, " Nothing in history or fiction........approaches the horrors which were recounted by the few survivors......." এতদিনে মেকলের জাতিরই রাজত্বে উহার সদৃশ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু মেকলে ভুল করিয়াছিলেন। এরূপ একটি "Thoughtless action" তাহার আগেকার ইংরেজরা বাংলাদেশে করিয়াছিলেন। এম. রেমন্ড (M. Raymond) তাঁহার কৃত সেইর মুতাখেরিন গ্রন্থের অনুবাদে নিজ একটি টীকায় অন্ধকূপ হত্যা সমন্ধে লিখিয়াছেন ঃ-

"Were we, therefore, to accuse the Indians of cruelty, for such a thoughtless action, we would of cource accuse the English who intending to embark four hundred Gentoo (i.e. Hindu) sipahis, destined for Madras, put them in boats, without one single necessary, and at last left them to be overset by the boar where they all perished after a three days fast."

মেকলে লিখিয়াছেন যে অন্ধকূপ হত্যা বর্বর নবাবের (Savage Nabab) হৃদয়ে অনুতাপ বা করুণার উদ্রেক করে নাই, এবং এবং সে হত্যাকারীদিগকে কোন শাস্তি দেয় নাই ("He inflicted no punishment on the murderers") মোপ্লা বন্দীদিগের "হত্যাকারীদের' এ পর্যন্ত কোনো শাস্তি সভ্য ইংরাজ গভর্নমেন্ট দেন নাই, তদন্ত চলিতেছে, পরে কি দেন না দে সংবাদপত্র পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।"

নির্লজ্জ ভূমিকা

শেষ পর্যন্ত সরকার সমগ্র ঘটনা তদন্তের জন্য এ. কে. ন্যাপ কমিটি গঠন করে। সে

কমিটি নানা সাক্ষ্য নিতে থাকে। সব থেকে কৌতূহলকর ঘটনা ছিল, এ.কে. ন্যাপ ও কয়েকজন রেলওয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার ঐরূপ একটি মালবাহী কামরায় বন্ধ অবস্থায় পোদানুর স্টেশন থেকে রওনা হন, কিন্তু দুই মাইল যেতে না যেতে ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করায় গাড়ী থামাতে হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন মোপলা বন্দীদের ঐ ভাবে ৬০ মাইল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর ঐ কামরায় আটক ছিল ১০৬ জন। ন্যাপ কমিটির তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশে অনাবশ্যক দেরী হতে লাগল। অবশেষে ভারত সরকার ১৯২২ সালের ৩১শে অগস্ট ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করলে দেখা গেল সমগ্র ঘটনায় শুধুমাত্র সার্জেট অ্যান্ড্রুজ ও ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টার রীভস্ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। রীভসের আগেই মৃত্যু ঘটেছিল তাই তাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইংরাজদের নির্লজ্জ আচরণের আরো নজির হলো - অ্যান্ড্রুজের শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল করা হল এবং ঐ মামলা পরিচালনার জন্য ইউরোপীয়দের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হল। ইংরেজদের এহেন আচরণ নতুন কিছু নয়। কোন ভারতীয়কে অপমান করে, শারীরিক আঘাত করে, এমন কি খুন করে কোন ইংরাজ যদিবা দণ্ডপ্রাপ্ত হতেন, তখন সমস্ত ইংরাজেরা তার পক্ষে দাঁড়াতেন। তার হয়ে আপীল করা, চাঁদা তোলা এরূপ অনেক ঘটনা ইতিহাসে বারবার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন —"এই কাপুরুষতার জন্য ইংরাজ আঘাতকারী বিচারে নিষ্কৃতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে ধিক্কার লাভ করিত , তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম। কিন্তু দেখিতে পাই উলটা তাহারা বেশী করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আহা-উহুর অন্ত থাকে না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ায় এই কাপুরুষতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া-ক্রস দেওয়া হয় না, এই পর্যন্ত!" — (ঘুষাঘুষি — ১৩১০)

অপরিচিত ইতিহাস

মোপলা বিদ্রোহ ছিল গরীব কৃষকদের বিদ্রোহ। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের মিলিত ডাকেই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। পরে হিংসা ও জঙ্গীপনার অজুহাতে বিদ্রোহীদের প্রতি ব্রিটিশদের চরম অত্যাচার ও ওয়াগন ট্রাজেডির মত ঘটনাকে সমকালীন অনেকেই যথোচিত গুরুত্ব দেননি। সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকরা এক্ষেত্রে ইংরাজদের নির্মম ও নৃশংস অত্যাচার সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছেন। মুষ্টিমেয় মুসলিম ধর্মগুরু ও তাদের রাজনৈতিক মদতদাতাদের কারণে এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল ঠিকই তবে একথাও মনে রাখা দরকার চলন্ত অন্ধকূপে হতভাগ্য মৃত ৭০ জনের মধ্যে ৩ জন হিন্দুও ছিলেন। এতদ সত্ত্বেও, কতিপয় গবেষক ও সমাজকর্মী ছাড়া চলন্ত অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা আজও যথোচিত গুরুত্ব পায়নি। পৃথিবীর সর্বত্র দূরের কথা আমাদের দেশেই ক'জন একথা জানে? কলকাতার অন্ধকূপ হত্যা বিষয়ে যত বিতর্কই থাক ইংরাজেরা পৃথিবী জুড়ে তার প্রচার চালিয়েছে, ইতিহাস পাঠক্রমে ঢুকিয়েছে আর হলওয়েল মনুমেন্ট স্থাপন করেছে। আক্ষেপের এই যে পোদানুর স্টেশনে আজো চলন্ত অন্ধকূপের ঐরূপ স্মারক স্থাপিত হয় নি, এদেশে স্কুল ছাত্ররাও চলন্ত অন্ধকূপ ঘটনার সাথে পরিচিত নয়।

পাঞ্জাবে অন্ধকূপ হত্যা

ইতিহাসে ব্রিটিশদের নৃশংসতার আর এক নিদর্শন পাঞ্জাব প্রদেশে অন্ধকূপ হত্যা সাধারণের কাছে প্রায় অপরিচিত রয়ে গেছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে অমৃতসরে ২৬তম নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং অস্ত্রত্যাগ করে অমৃতসর থেকে পালায়। অমৃতসরের ফ্রেডরিক কুপার সসৈন্যে তাদের ধরতে পিছনে তাড়া করে। বিদ্রোহী সিপাহীদের অনেকে গুলি বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়, অনেকে পথে আহত, অবসন্ন অবস্থায় ধরা পড়ে প্রাণ হারায়। শেষ পর্যন্ত ২৮২ জন বিদ্রোহী ধরা পড়ে এবং তাদের আজনালার কাছে একটি ক্ষুদ্রায়তন গোলাকৃতি ঘরে (বুরুজ) আটকে রাখা হল। পরদিন ঐ ঘর থেকে একদলে ১০ জন করে বিদ্রোহী সিপাহীদের বার করে এনে গুলি করে হত্যা করা হতে থাকে। শ্রান্তি, অবসাদ ও আতঙ্কে কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে গেলেও হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে । এইভাবে পরপর মোট ২৩৭ জনের হত্যাকার্য শেষ হবার পর খবর হয় বাকীরা আর বাইরে আসতে চাইছে না। সেই ঘরের দরজা পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরে আবার যখন ঐ দরজা খোলা হল ৪৫ জন হতভাগ্যের মৃতদেহ শুধু পাওয়া গেল। ফ্রেডারিক কুপারের ভাষায়- "The doors were opened, and behold ! they were all dead. Unconciously the tragedy of Holwells Black Hole had been reenacted. Fourty five bodies dead from fright, exhaustion, fatigue, heat and partial suffocation were dragged into light."

শেষ পর্যন্ত আজনালা অন্ধকূপে (বুরুজ) নিহত ৪৫ জন সহ সমস্ত (২৮২ জন) বিদ্রোহীর মৃতদেহ কাছেই একটি কূপে ফেলা হয়েছিল। এরূপ একটি ভয়াবহ নির্মমতার জন্য অনুতাপ বা আক্ষেপের পরিবর্তে ব্রিটিশরা দম্ভই প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং ফ্রেডারিক কুপারের নির্লজ্জ উক্তিই তার প্রকাশ- "There is a well at Cawnpore but there is also one at Ujnala."

মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের হাতে কানপুরের বিবি ঘরে ২০৬ জন ইউরোপীয় বন্দীর নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। প্রতিহিংসায় রক্তলোলুপ ব্রিটিশরা কানপুরে নির্বিচারে ও নিছক-সন্দেহ বশে শ'য়ে শ'য়ে নিরীহ সাধারণ নাগরিকের জীবন নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। পরে বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডকে স্মরণে রাখতে স্মারক স্তম্ভও স্থাপন করেছেন। কানপুরের এই স্মারকটি সম্পর্কে ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত সংবাদটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কুকুর ও চীনদেশের মানুষ' শীর্ষক এই আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে - "...কানপুরে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা বিশেষের স্মারক কূপ আছে, তাহা দেখিবার জন্য ভারতীয়দিগকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয় না-অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেওয়া হইত না। তাহাদিগকে যে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, এরূপ কোন ইস্তাহার নাই বা ছিল না । যে ইস্তাহার ছিল বা আছে, তাহা "Dogs are not allowed", "কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ।" ভারতীয়রা কেহ ঢুকিতে চাহিলে পাহারাওয়ালা বলে বা বলিত "হুকুম নেহি হ্যায়" এবং হুকুম দেখাইতে বলিলে ঐ

'কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ' ইস্তাহারটির প্রতি আঙুল নির্দেশ করিত। গত খ্রীস্টীয় শতাব্দী যখন নব্বইয়ের কোঠায়, তখন মিস্টার কেন এই বিষয়ে বিলাতের পার্লামেন্টে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন।"

এহেন ব্রিটিশ শক্তির পক্ষ থেকে আজনালার অন্ধকূপ হত্যাকে কানপুরের প্রতিশোধ হিসাবে সরাসরি ঘোষণা করতে লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ আশা করা যায় না। পরিতাপের বিষয় এই যে, আজও পাঞ্জাবের এই অন্ধকূপ হত্যার, হতভাগ্য বিদ্রোহী সিপাহীদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন স্বাধীন ভারতেও হয়ে উঠল না। ব্রিটিশ নির্মমতার এই ইতিহাস সর্বসমক্ষে প্রচারের কাজটি আজও অবহেলিত।

পরিশিষ্ট — ১

ডালহৌসি স্কোয়াবে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙতে গিয়ে আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহী যাঁরা গ্রেপ্তার বরণ কবেন ঃ

৩ রা জুলাই ৪ জন

১) নির্মল চন্দ্র সিনহা (ফরওযার্ড ব্লক নেতা) ২) সত্যরঞ্জন মুখার্জী ৩) বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪) নিত্যরঞ্জন ঘোষ।

৪ ঠা জুলাই মোট ১২ জন

প্রথম দলে ঃ ১) নারায়ণ চন্দ্র দত্ত ২) মনোরঞ্জন দত্ত ৩) হরিদাস মখার্জী ৪) উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৫) বতিকান্ত মণ্ডল।

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য ২) শ্যামাপদ ব্যানার্জী ৩) অবনীমোহন মুখার্জী ৪) অজয় কুমাব ঘোষ ৫) মধুসূদন মুখার্জী ৬) অনন্ত কুমার চক্রবর্তী ৭) নীহার কুঞ্জ দাস।

৫ ই জুলাই মোট ১০ জন

প্রথম দলে ঃ ১) রামদাস ব্যানার্জী ২) বিভূতিভূষণ মৈত্র ৩) বসু প্রসাদ ৪) বিশ্বেশ্বর দাস ৫) বিনয কুমাব দে।

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) অনিল কুমাব সেন ২) জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ৩) অরুণেশ্বর মজুমদার ৪) নারায়ণ চন্দ্র মুখার্জী ৫) অনন্ত কুমার ঘোষাল।

৬ই জুলাই মোট ১৩ জন

প্রথম দলে ঃ ১) নিখিলেশ বসু ২) গণেশ চন্দ্র দে ৩) বাঞ্ছারাম কুণ্ডু ৪) অধর চন্দ্র নন্দী ৫) প্রহ্লাদ চন্দ্র মল্লিক।

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ২) অজিত কুমার মণ্ডল ৩) ছোট্টুলাল বালা ৪) রেবতী মোহন সেনগুপ্ত ৫) পঞ্চানন ঘোষ।

তৃতীয় দলে ঃ ১) অনিল কুমার মিত্র ২) রাধাবল্লভ সরকার ৩) কেদার নাথ রাউত।

৭ ই জুলাই মোট ৭ জন

১) মুকুন্দ প্রসাদ চ্যাটার্জী ২) সত্যরঞ্জন সরকার ৩) অনিল কুমার সরকার ৪) অমলেন্দু নাথ রায়চৌধুরী ৫) সুরজিত সেনশর্মা ৬) নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী ৭) মন্মথ মুখার্জী ।

৮ ই জুলাই ১৮ জন (১ জন মুসলিম/শিখ - ৯ /বিহারী - ১/বাঙালী -৭)

প্রথম দলে ঃ ১) সর্দার বলদেও সিং গাড়োয়াল ২) সর্দার প্রতাপ সিং ৩) সর্দার বেলা সিং ৪) সর্দার মস্তান সিং ৫) হাকিম শাস্ত সিং।

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) খগেন্দ্র নাথ ঘোষ ২) অনাথ নাথ চক্রবর্তী ৩) শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত।

তৃতীয় দলে ঃ ১) সর্দার তেজ সিং আকালি ২) সর্দার মহেন্দ্র সিং ৩) সর্দার অজয় সিং ৪) সর্দার শিবনাথ সিং গাড়োয়াল ৫) সুনয় প্রসাদ সিংহ (বিহার)।

চতুর্থ দলে ঃ ১) হামিদ খান ২) মনোতোষ বসু ৩) দুলাল চন্দ্র দাস ৪) রবীন্দ্রনাথ সাহা ৫) গঙ্গারাম কাহার।

৯ ই জুলাই মোট ২০ জন

প্রথম দলে ঃ ১) প্রতুল চট্টোপাধ্যায় ২) রাধানাথ দাস ৩) রামপদ হাজরা ৪) নিমাই চরণ হাজরা ৫) মাণিক চরণ গায়েন ৬) পাঁচকড়ি মণ্ডল।

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ ২) রামপদ গাঙ্গুলী ৩) ভাগ্যধর চ্যাটার্জী ৪) রামবিহারী সাহা ৫) বটকৃষ্ণ মণ্ডল ৬) নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল।

তৃতীয় দলে ঃ ১) পঞ্চানন পাঁজা ২) নিত্যানন্দ শী ৩) রাধানাথ মণ্ডল ৪) মুরারীমোহন মণ্ডল ৫) শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত ৬) সত্যচরণ ঘুঘু ৭) রামচন্দ্র চন্দ্র ৮) তারাপদ মজুমদার

১০ জুলাই মোট ২০ জন

প্রথম দলে ঃ ১) সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য ২) ভূপাল চন্দ্র দাস ৩) সুনীল কুমার ঘোষ ৪) শশাঙ্কশেখর ঘোষ ৫) শৈলেন চ্যাটার্জী।

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) সুধীর চন্দ্র দাশগুপ্ত ২) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী ৩) হৃষিকেশ ব্যানার্জী ৪) নন্দলাল রায় ৫) সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী ৬) খগেন্দ্র নাথ দাস।

তৃতীয় দলে ঃ ১) ভোলানাথ ভট্টাচার্য ২) রাসবিহারী ঘোষ ৩) হরিদাস ভট্টাচার্য ৪) কানাইলাল ঘোষ।

চতুর্থ দলে ঃ ১) কিরণ চন্দ্র পাঠক ২) বিমল দত্ত ৩) কিশোরী মোহন দে ৪) ফজলুল হক ৫) বিশ্বজিৎ সাহা।

১১ ই জুলাই মোট ১৫ জন

প্রথম দলে ঃ ১) ছোটা সিং ২) নিরঞ্জন সিং ৩) শিব সিং ৪) দফাদার সিং ৫) মন্মথ নাথ দাস।

দ্বিতীয় দলে : ১) প্রভাত কুমার দাস ২) ননীগোপাল দাস ৩) রামধন মণ্ডল ৪) বীরেন্দ্র কুমার সিংহ ৫) ধূর্জটিপ্রসাদ দস্তচৌধুরী

তৃতীয় দলে : ১) বিভূতিরঞ্জন রায় ২) অতুল চন্দ্র দাস ৩) অনিলকান্তি বিশ্বাস ৪) অমরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস ৫) ধীবেন্দ্রনাথ হালদার

১২ ই জুলাই মোট ১৮ জন

প্রথম দলে : ১) হবেন্দ্র কুমাব ধর ২) ধীরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ৩) বীরেন মজুমদার ৪) ধ্রুবেশ ধব সরকার ৫) জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৬) সুবেশচন্দ্র চক্তবর্তী

দ্বিতীয় দলে : ১) সর্দাব কর্তার সিং ২) সর্দাব গুরুদয়াল সিং ৩) সর্দার লছমন সিং ৪) সর্দার জার্নাল সিং।

তৃতীয় দলে : ১) সুশীল কুমার মিত্র ২) রবীন্দ্র পাঠক ৩) ইন্দু ভট্টাচার্য ৪) অসিত কুমার ভট্টাচার্য ৫) কণক কুমার ঘোষ ৬) বিশ্বনাথ বায ৭) লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস ৮) জহরলাল ঘোষ।

১৩ ই জুলাই মোট ২৪ জন

প্রথম দলে : ১) দীনেশ চন্দ্র বসু ২) অনিলরঞ্জন বসু ৩) সুনীল কুমার ঘোষ ৪) শচীন্দ্রনাথ সরকার ৫) নগেন্দ্রনাথ দাস।

দ্বিতীয় দলে : ১) বিমল কুমার গুপ্ত ২) জিতেন্দ্র নাথ মুখার্জী ৩) চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু ৪) বেনারসী দাস ৫) শম্ভুনাথ সাহা।

তৃতীয় দলে : ১) কার্তিক চন্দ্র অধিকারী ২) শান্তি বসু ৩) লক্ষ্মীকান্ত ঘোষাল ৪) যুগলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।

চতুর্থ দলে : ১) যতীন্দ্রনাথ হাজরা ২) তারাপদ দাস ৩) সতীশচন্দ্র খাঁড়া ৪) রতনচন্দ্র কর্মকার ৫) মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

পঞ্চম দলে : ১) শান্তিভূষণ দাস ২) মনোরঞ্জন দাস ৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার ৪) বিনয় ভূষণ চ্যাটার্জী ৫) উপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী।

১৪ ই জুলাই মোট ১১জন

প্রথম দলে : ১) ভবানীশংকর পাল ২) সন্তোষ কুমার কর ৩) মণিময় মজুমদার ৪) মণীন্দ্রনাথ দাস ৫) সত্যরঞ্জন মুখার্জী

দ্বিতীয় দলে ঃ ১) শ্যামাপদ বসু ২) কালীপদ পাত্র ৩) নিরঞ্জন সেন ৪) বিনোদলাল চৌধুরী ৫) বামাপদ দাস ৬) অনিল চ্যাটার্জী।

১৫ ই জুলাই ৬ জন মহিলা সহ মোট ৫৩ জন

১) প্রফুল্ল কুমার মজুমদাব ২) দীনেশ কান্ত সান্যাল ৩) শংকর প্রসাদ দাস ৪) শচীন দত্ত ৫) নির্মল চন্দ্র মিত্র ৬) ধীরেন্দ্র নাথ দাস ৭) অমিয় রতন শীল ৮) বিশ্বনাথ সাহা ৯) বিষ্ণুপদ দাস ১০) ভদ্রেশ্বর রায় ১১) শংকর ব্যানার্জী ১২) শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ১৩) রোহিনী রঞ্জন চক্রবর্তী ১৪) মুরারী মোহন চক্রবর্তী ১৫) মধুসূদন নস্কর ১৬) সুধীব চন্দ্র বায় ১৭) মদন চন্দ্র কবাতি ১৮) জ্যোতীন্দ্র নাথ সেন ১৯) হীরালাল মজুমদার ২০) সুবল চন্দ্র চক্রবর্তী ২১) গৌরবরণ দাস ২২) নিকুঞ্জ বিহারী দে ২৩) লালমোহন দাস ২৪) প্রভাস চন্দ্র শীল ২৫) সতীশ চন্দ্র প্রামাণিক ২৬) রতন চন্দ্র সিংহ ২৭) সতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী ২৮) পঞ্চানন ব্যানার্জী ২৯) গণেশ চন্দ্র ঘোষাল ৩০) কার্তিক চন্দ্র নস্কর ৩১) ফেলুরাম প্রামাণিক ৩২) ঋষিকান্ত মণ্ডল ৩৩) গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ৩৪) অনুকূল চন্দ্র ঘোষ ৩৫) কল্পনা দাস ৩৬) সরলা দেবী ৩৭) শোভনা ঘোষ ৩৮) সুপ্রভা গুহ ৩৯) চারুবালা দাসী ৪০) প্রতিভা রাণী দাসী ও আরও ১৩ জন।

১৬ ই জুলাই মোট ১২ জন

১) নীতিশ চন্দ্র রায়চৌধুরী ২) সৌরিন্দ্র কৃষ্ণ মুখার্জী ৩) সুনীল গাঙ্গুলী ৪) গণেশ নস্কর ৫) মোহিনী মোহন চক্রবর্তী ৬) রামচন্দ্র রায় ৭) বৈকুণ্ঠ কুমার দত্ত ৮) মধুসূদন সাঁতরা ৯) বিশ্বনাথ মুখার্জী ১০) মুকুন্দলাল শীল ১১) বিষ্ণুচরণ ব্যানার্জী ১২) মুরারী মোহন ব্যানার্জী।

(১৭ ই জুলাই থেকে ২২ শে জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিনই আরো মোট প্রায় দেড় শতাধিক সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই তালিকার অত্যন্ত কৌতূহলকর বিষয় হলো - অল্পবয়সী কিশোর তথা স্কুল ছাত্রদের নাম নেই। অথচ ঐ সত্যাগ্রহে স্কুলছাত্ররা দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে কলকাতার টাউন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র রবীন্দ্রনাথ বোসের কথায় - "টাউন স্কুল থেকে আমরা মিছিল করে ডালহৌসির দিকে চললাম। মিছিলের নেতৃত্বে ছিল বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্ররা। ......এরপর আমরা কয়েকজন স্কুলের ছেলে মনুমেন্টের রেলিং টপকে টপকে ঢুকতে গেলাম। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধরে মারধর শুরু করে এবং পরে থানায় নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের ডেকে নিয়ে ধমক ধামক ও দু-একটি চড় - থাপড় মেরে ছেড়ে দিল।" এই ধরনের আচরণের অভিযোগ মুসলিম ছাত্রদের প্রতি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়। ডালহৌসিতে গ্রেপ্তার হওয়া সত্যাগ্রহীদের সরকারী তালিকায় মাত্র কয়েকজন মুসলিম ছিলেন। অথচ আন্দোলনে বিশেষ করে ১৬ই জুলাই-এর পর থেকে মুসলিম ছাত্ররা প্রতিদিনই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার বিধানসভাতে শ্রী যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ এনেছিলেন যদিও, সরকার পক্ষ তা অস্বীকার করে।

পরিশিষ্ট - ২

FORWARD BLOC

A POLITICAL WEEKLY

Editor : SUBHAS CHANDRA BOSE

VOL I No. 46 CALCUTTA, SATURDAY, JUNE 29, 1940 ONE ANNA

ফবওয়ার্ড ব্লক পত্রিকাব ২৯ জুন, ১৯৪০ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা

FORWARD BLOC

A POLITICAL WEEKLY

Editor : Subhas Chandra Bose

VOL I. No. 46 CALCUTTA, SATURDAY, JUNE 29, 1940 ONE ANNA

By Subhas Chandra Bose

HOLWELL MUST GO.

There has been unavoidable delay in bringing out this issue. In fact, we have been forced to miss one week, thanks to the kind attentions of the Government of Bengal. Our office was searched and our security was forfeited. Fresh security to the tune of Rs. 2000 had to be deposited before we could bring out the next issue.

This has been all to the good. It has put our back up. We have therefore to push on with our plan of work and put more zest and more zeal into it. The campaign against the Holwell Monument, which was the mandate of the Bengal Provincial Conference, has to be taken up at once. The third July, 1940, is going to be observed in Bengal as the Sirajuddowla Day—in honour of the last independent King of Bengal. The Holwell Monument is not merely an unwarranted stain on the memory of the Nawab, but has stood in the heart of Calcutta for the last 150 years or more as the symbol of our slavery and humiliation. That monument must now go.

On the 3rd of July next will commence the campaign against that monument and the writer has decided to march at the head of the first batch of volunteers on that day.

The second session of the All-India Conference of the Forward Bloc met at Nagpur on the 18th and 19th June. The Conference war a great success and a number of important resolutions were passed. The proceedings of the Conference have influenced public opinion throughout the country, including the mind of the Congress Working Committee which was meeting simultaneously. Nagpur has virtually repeated the call of Dacca. The decisions at Nagpur may be summarised in the following manner.

(1) Intensify the struggle and widen its scope under the slogan—"All power to the Indian people."

(2) Demand from the British Government immediate transference of full power to the Indian people through a provisional national Government.

(3) Work simultaneously for national unity and particularly for Hindu-Muslim unity.

(4) Organise citizens' Defence corps on a non-party basis with a view to preserving internal unity and solidarity during the transitional period.

Subsequent to and in furtherance of the Nagpur decisions, the writer has in a recent statement advocated the setting up of a National Cabinet at the Centre, accompanied by National Cabinets in the provinces.

The situation to-day is dynamic and in order to handle it properly, a dynamic policy is needed. History has put us to the test. Let us not be found wanting. It is for us now to make our country's future or to mar it.

TO OUR READERS

Owing to unavoidable difficulties arising out of Government's action in forfeiting our security and demanding a fresh one, the last issue of the paper could not be brought out, though all arrangements thereof were made in time.

62, Bowbazar Street,
Calcutta.
29th June, 1940.

Manager,
FORWARD BLOC.

পরিশিষ্ট — ৩

ORDER

To all Printers, Publishers and Editors in Bengal.

No. 4016P.—17th July 1940.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 41 of the Defence of India Rules, the Governor is pleased to prohibit absolutely the printing or publishing within the Province of Bengal of—

(1)any document containing a reference by way of statement, advertisement, notice, news, photograph or comment to any of the following topics :—

(a) the arrests made in connection with the Holwell monument agitation, and

(b) any procession, meeting, assembly or demonstration held, speech delivered or thing done or omitted to be done in connection with the said agitation ; and

(2) any document containing a reference by way of comment to this order.

By order of the Governor,

O. M. Martin,
Secy. to the Govt. of Bengal.

B. G. Press—1940-41-5840G-1,500.

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা

পরিশিষ্ট — ৪

আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র

The Bengal Provincial Congress Committee
6, Bhowani Dutt Lane,
Calcutta, the 15th June 1940.

To
The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq,
Chief Minister,
Government of Bengal.

Sir,

I have the honour to address you on a matter which is one of urgent public importance, namely,—the existence of—what is known as the Holwell Monument in the very heart of the city of Calcutta.

The Holwell Monument was set up as a memorial to those who were supposed to have lost their lives in the so-called—Black Hole Tragedy in the year 1757, when Bengal was being ruled by the last independent king, Nawab Sirajuddoula. For a time, under British rule, Indians were taught by English historians to believe in the truth of the story of Black Hole Tragedy. But, as soon as historical researches were commenced the fictitious character of the narrative was exposed. Among those whose researches have helped to throw light on the so-called Black Hole Tragedy, the following may be mentioned :

1. J. H. Little —Bengal Past and Present

   (July, 1915; January, 1916)

2. Akshay Kumar Maitra—Seraj-ud-Daula
3. B. D. Basu—Rise of the Christian Power in India, pp. 58,59.
4. Mujibar Rahman—"Andhakupa Hatya Rahasya" in Bengali.

Without burdening you with unnecessary details, I shall endeavour to summarise some of the important arguments that have been urged in order to demonstrate the fictitious character of the so-called Black Hole Tragedy :—

1. Holwell whose narrative forms the basis of the account that is usually accepted had no great reputation for veracity.

2. Even the Cambridge History, Volume V, Page 156, admits the possibility that he touched up his story.

3. There are discrepancies between the story of Holwell and the narrative of Cooke who is said to have played his part in the tragedy.

4. The Calcutta Council avoided all mention of the tragedy.

5. Many of those who are supposed to have perished in the Black Hole were really killed while the place was being stormed by the Nawab's troops.

6. There are reasons to believe that there could not have been so many survivors in the British Fort when it was captured as were shut up in the Black Hole according to Holwell.

7. The difficulty of squeezing 146 or more human beings into a room 16 or 18 feet square is quite apparent.

8. There is no mention of the incident in contemporary Muslim Chronicles, e.g. Seir Mutakherin.

9. There is no mention of this incident in the letters of Clive or Watson to the Nawab or in the Treaty of Ali Nagar.

10. In the Treaty with Mir Jafar which stipulated for damages of every kind, no compensation for the above tragedy finds a place.

When one considers the facts of the alleged tragedy dispassionately, it appears astounding that such a piece of falsehood should have been given credence to for such a long time and should have had currency for well nigh two centuries. It may appear even more astounding that no serious attempt has been so far made to right this wrong. But the fact is—that since 1905, when Indians began to recover their lost self-consciousness and self-respect, there has been a continuous

agitation against this myth, though it has not been of a spectacular kind. This agitation received an accession of strength from the researches of historians. It is worth mentioning in this connection that the Muslims of Bengal, and especially Muslim students, have also agitated against this monstrosity and have contemplated direct action from time to time.

Lastly, Congressmen have resorted to direct action on at least two occasions for the purpose of securing the demolition of the Holwell Monument, but the campaign was suspended because of other political issues cropping up at the time.

The Indian people have at long last recovered their self-respect and have begun to think and feel in terms of an independent nation. Consequently, such significant symbols of our national humiliation as the Holwell Monument have become more galling than ever before and are altogether intolerable.

A special session of the Bengal Provincial Conference was held at Dacca on the 25th and 26th May at which the following resolution was passed :—

"In order to assert fully the status of a free nation it is essentially necessary for the Indian people to cast off the emblems of slavery which have become galling to them more than ever before, and which now militate more and more against their increasing sense of self-respect. To this end, it is necessary and desirable that a beginning should be made by demanding the demolition or removal of the Holwell Monument in Calcutta which is to the people of Bengal—both Hindus and Muslims—a symbol of national humiliation. This conference requests the Bengal Provincial Congress Committee to take the necessary steps for securing the demolition or removal of the Holwell Monument."

In pursuance of that resolution, the Bengal Provincial Congress Committee has taken up the responsibility of working for the demolition or removal of the Holwell Monument. Before the Bengal Provincial Congress Committee adopts any other steps, it is but meet and proper that it should approach the Government of Bengal with the request that the honour of Bengal be vindicated by demolishing or removing the Monument without delay. Further, it is incumbent on a Ministry which regards itself as a popular Ministry to respond to the popular demand

in this matter.

I earnestly hope that the Government of Bengal will come forward without delay and right the wrong that has been perpetuated on the people of Bengal for well nigh two centuries. At the same time, I consider it only fair and proper to inform you that should the Bengal Government fail to respond to the popular demand in this behalf, the Bengal Provincial Congress Committee will feel constrained to adopt such measures of direct action as will commend themselves to it and as will serve the end we all have in view, viz. the demolition or removal of the Holwell Monument.

An early reply is earnestly solicited.

I am,

Yours faithfully,

Rajendra Chandra Deb

Bengal Provincial Congress Committee

6, Bhawani Dutta Lane
Calcutta

28. 6. 40

To
The Hon'ble the Chief Minister
Government of Bengal.

Dear Sir,

I have the honour to refer to my letter dated the 15th instant which I addressed you on the question of the Holwell Monument. I regret very much that I have not received any reply from you so far. However, I beg to inform you that it has been decided to Commence our movement for the demolition of the Monument on the 3rd July, 1940, if there is no satisfactory response from you by that date.

The first batch of volunteers who will proceed on that day to demolish the Holwell Monument will be led by Sri Subhash Chandra Bose.

I am,
yours faithfully

Rajendra Chandra Deb

President, Bengal Prov.
Congress Committe

Copy to:--

TheHon'ble K.Nazimuddin
Home Minister
Govt. of Bengal

COPY
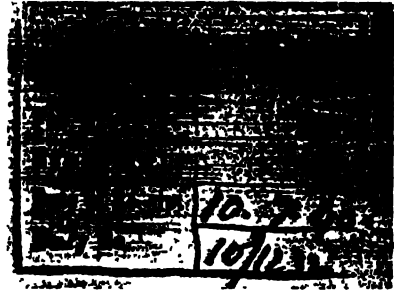
9th July, 1940

The Hon'ble Khwaja Sir Nazimuddin, K.C.I.E.,

Minister-in-charge of Home Deparment,

C/o Post Office Dacca,

DACCA.

Sir,

THE HOLWELL MONUMENT

I have the honour to inform you that the Calcutta Branch Committee of the European Association has noticed with regret the agitation which has been directed from certain quarters towards the removal of the Holwell Monument from its present site. The Calcutta Branch Committee, and it is felt, the whole of the British community regard the Monument merely as a memorial to certain of their countrymen who fell in the carrying out of what they considered to be their duty nearly 200 years ago and they deplore any movement which seeks to give it any other significance. Since however it is apparent that recent agitation has now resulted in friction at a time when unity between all classes and communities is more than ever to be desired, the Committee would give its support to the removal of the Monument from its present site. The intention would be to preserve the actual names of those who fell in some more suitable place such as a Christian church-yard.

The Calcutta Branch Committee of the European Association would be glad to co-operate with Government in any measures which they may consider necessary to give effect to the above suggestions.

I Have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

Sd/- C. P. Lawson.
Chairman.

Copy forwarded to The Additional Secretary,
Home Department, Government of Bengal.

Show this to A.S.S.
Secy. at once whether
got the file on the subject
[illegible]

Tanjore,

8.7.1940.

[illegible] 13/7/40

From
V. Bhuvarahan M.L.A. (Madras)
President, Town Congress Committee,
TANJORE.

To
The Chief Secretary,
Government of Bengal,
CALCUTTA

Sir,

I herewith communicate to you the resolution unanimously passed at the public meeting held at Tanjore (the Headquarters of the district) on the evening of 7th July.

The following is the text of the resolution moved by V. Bhuvarahan, M. L. A. and passed.

"Resolved that the Holwell statue in Calcutta should be removed from the public place as its presence may give room for racial hatred and will perpetuate false history. This meeting also requests that Shri Subhas Babu and others imprisoned in connection with Holwell statue satyagraha should be released immediately.

Yours sincerely,

V Bhuvarahan

পরিশিষ্ট -- ৫

Adjournment Motion

This Adjournment Motion was moved on July 15, 1940 in Bengal Legislative Assembly by Hon. Member Mr. Santosh Kumar Bose. After a prolonged discussion the motion was lost.

Mr. SANTOSH KUMAR BASU : I beg to move that the business of the Assembly do stand adjourned to consider a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the action of the Government on arresting and detaining Mr. Subhas Chandra Bose without any charge or trial.

Sir, in the afternoon of the 2nd of July Mr. Subhas Chandra Bose was arrested at his residence in Calcutta. No reason was disclosed at the time, no warrant of arrest was shown to him; and people were left speculating as to the reasons which might have actuated the Calcutta Police or the Government of Bengal to take that extraordinary step. Mr. Subhas Chandra Bose was at that time engaged in a very important peace mission amongst eminent leaders of the different communities in this country. He had started on a delicate mission, to bring about amity and concord, not only by word of mouth out by actual deed, in a spirit of accommodation in a spirit of mutual give-and-take, imploring the communities to make sacrifices in the common cause in order to consolidate the position of the people of this country in view of the present state of affairs in this country and in the light of the international situation abroad. At this juncture the arrest of Mr. Subhas Chandra Bose without any reason, without any justification, came almost as a bolt from the blue. It was only a few days later when the Secretary of State for India was questioned in the House of Commons on the subject that the information was vouchsafed to us that his arrest was in connection with the movement for the removal of the Holwell

Monument in Calcutta. It was also ascertained at the time that the provision of the law under which that step was taken was Rule 129 of the Rules framed under the Defence of India Act. Sir, on a reference to the elaborate provisions of that rule it appears that in that rule there is nothing which can be applicable to this particular case, unless by a stretch of imagination or by a straining of the language it is sought to be made applicable to the case of Mr. Subhas Chandra Bose. The rule runs thus :— "Any police officer not below the rank of head constable or any other officer of Government empowered in this behalf by a general or special order of the Central Government may arrest without warrant any person whom he reasonably suspects of having acted or acting or being about to act (a) with intent to assist any State at war with His Majesty or in a manner prejudicial to the public safety or to the efficient prosecution of the war." That is clause (a), sub-rule (1) of Rule 129. Clauses (b) and (c) have got no application whatsoever to the case of Mr. Subhas Chandra Bose unless the Hon'ble Home Minister in his superior wisdom deigns to vouchsafe some special reason to bring this case under any of the above sub-rules. I take it, Sir, for my present submission to this House that it would probably be contended that Mr. Subhas Chandra Bose was acting in a manner prejudicial to the public safety. If these words are sought to be applied to the movement for the removal of the Holwell Monument, a movement in which members of the different communities have taken a most intimate and enthusiastic part, then I should say that the Government of Bengal stands self-condemned. Sir, can it be suggested that this standing shame, this standing reproach, to the people of this country, this falsification, of the essential facts of history which is embodied in this marble structure in the heart of Calcutta—can the movement to remove that Monument be considered to be a movement prejudicial to the public safety? In what manner, condemned I would ask the Hon'ble Home Minister—would he characterise such a movement as a movement prejudicial to the public safety? These youngmen who are going with hammer and tongs to make a demonstration on the public roads by way of protest against the perpetuation of this myth, can they be said to be acting in a manner prejudicial to the public safety? That is what I am asking the Hon'ble Home Minister. I am aware that on the eve of Mr. Subhas Chandra Bose's arrest the Hon'ble Chief Minister made a public

statement to the effect that as soon as this movement, or proposed movement, is abandoned Government will make up its mind as to what decision to take in this matter Even then the Hon'ble the Chief Minister was not in a position to lay down the decision of the Government or give any indication whatsoever as to the line they were prepared to take with regard to this matter. Mr. Subhas Chandra Bose, in answer to that pronouncement of the Hon'ble Chief Minister, stated in a public statement that if even then Government were prepared to declare their intention of removing this Monument he would call off the movement which it was proposed to launch. That also was not found possible. In this connection. Sir, I may remind the House that some time ago, some months ago, on the floor of this House the Hon'ble Chief Minister promised the members of the Assembly that Government would come to a speedy decision on the question of the removal of the Holwell Monument. But, Sir, up till now no decision has yet been arrived at. Up to the point of Mr. Bose's arrest Government did not find the time or the inclination to arrive at a decision on that vital matter, a matter which has shocked the sense of decency alike of Hindus and Mussalmans in this province. Young men of Calcutta, Hindu and Mussalman, have joined their hearts together and have combined in a consolidated movement to attack this citadel of untruth Sir, a new plea has been put forward—a convenient handle which the Government does not hesitate to use whenever such a situation arises It is their dilatory method and their procrastination which have given rise to this movement. But the Government now come forward and say that if you abandon this movement it is only then that we shall consider what to do in this matter. I say, Sir, this is moving in a vicious circle, and they are themselves acting in a manner prejudicial to the public safety by delaying their decision from time to time. Sir, it was up to them to nip this movement in the bud by coming to a decision which would meet with the approbation of everybody and every community, Hindus, Mussalmans and Europeans. It is a matter of gratification that leading members of the European community such as the Lord Bishop of Calcutta and the Metropolitan of India, Mr. P. J. Griffiths and others have also urged upon the Government the necessity for the immediate removal of this monument in no uncertain terms, but even then the Government has slept over the whole issue and has allowed matters to drift so that the Satyagraha movement has been growing in proportion

from day to day. There can be no mistake about the state of public feeling in this matter amongst Hindus and Mussalmans who are keenly alive to the insult and humiliation that has been perpetuated in this Monument in Calcutta. Sir, the history which the Monument represents was written at a time when it was found necessary to serve the exigencies of the political condition in Bengal. It was necessary to propagate this lie so that for the purpose of propaganda a feeling might be created among the people of this country that they were trodden down under the iron heels of a cruel autocrat in the person of Sirajudowla. That was the feeling which was assiduously sought to be cultivated by those historians who were responsible for creating and propagating this myth. Sir, that history has got to be recast, has got to be rewritten in quite a new light in order that the true facts might be brought out. Now that the people of this country are wide awake, they are not going to tolerate this calumny against their own people. I call upon the Ministers who profess to be members of a responsible Government to assist the people of this province in wiping out this slur. I submit, Sir, that this is a matter which brooks no delay, and on behalf of the people whom I have the privilege of representing in this House, I would ask the Hon'ble the Home Minister to define the policy of Government here and now and not allow this movement to grow in the way it is doing. Sir, I am well aware that the Hon'ble the Chief Minister took up a line of conciliation in his statement. If he had not tacked that statement to the bureaucratic threat that unless the Satyagraha movement was called off, they were not going to arrive at a decision, I think, Sir, his words could have poured oil upon troubled waters. That is my belief even now, and I am anxious to stick to that belief. I do not know if the Hon'ble the Chief Minister has been overridden by any extraneous considerations. He knows that he enjoys the confidence of the youth of this country in a very large measure ; and it is up to him to bring himself unison with the youth of this country and the thoughts that are surging in their hearts to-day. If that is done, I am sure that as if by a wave of the magic wand, he can bring the Satyagraha movement to a close. He can get Mr. Subhas Chandra Bose out of the prison house and find him leading a movement which will conduce to the growth of solidarity, to the growth of unity, of amity and harmony amongst the different communities in India so that his services may be an asset to this country in these critical times.

Mr. SURENDRA NATH BISWAS : Sir, in supporting the motion moved by my honourable friend Mr. Santosh Kumar Basu I would submit at the start that this action of Government is an addition to the many shameless acts of outstanding the public opinion of this province that the Bengal Government have so far perpetrated. Sir, after all, Sri Subhas Chandra Bose was arrested for having been responsible for the movement to removed the Holwell Monument from where it stands today. In doing so, be simply voiced the opinion of the Hindus, Muhammadans and Christians who live in this country. Sir, if this Government want to be called popular, which they profess to be, then they should have respected the public demand behind Mr. Subhas Chandra Bose's voice and removed the Holwell Monument and not have been responsible for bringing about the present situation by arresting him and many other public leaders as well as young men of this province. Sir, I am sorry to observe that this present Cabinet is not ashamed of doing any shameless act. Shame itself is ashamed of this shameless Government. Sir, of all questions that have come up to this House, this is the most important question—the question of meeting the joint demand of the Hindus and Muhammadans of this province. What could be the reasons of this present Cabinet for refusing to respect that demand, I should ask and I should pause for a reply from the Hon'ble the Chief Minister.

Sir, this demand is not of very recent origin. For the last two years in public meetings and through the Press, the public irrespective of creed or community have been making this demand. And the Hon'ble the Chief Minister, as Mr. S. K. Basu has pointed out, gave an assurance during the last session of this Assembly that he would very soon consider the question of removal of this monument. Subsequently, it was reported that the Hon'ble the Chief Minister had a meeting of the Coalition Party in last March and in that party meeting also, he assured the members of his party that he would very soon consider the question and solve the problem. After that many months passed but nothing was done. The Hon'ble Chief Minister was very often reminded by the public men of Bengal not only through speeches on public platforms, but also by written requisitions to the Government asking them to immediately remove the Holwell Monument. Still the Government would not move. Then by the

middle of last June, a letter was addressed by the President of the Bengal Provincial Congress Committee to the Hon'ble the Chief Minister

The Hon'ble Khwaja Sir NAZIMUDDIN : Which one?

Mr. SURENDRA NATH BISWAS : The letter which was published in the Press.

Mr. SANTOSH KUMAR BASU : Is that the reason which prevented the Government from taking action ?

Mr. SURENDRA NATH BISWAS : The Hon'ble the Chief Minister did not dare to contradict the recent report about his receipt of that letter. On the eve of his arrest, Mr. Subhas Chandra Bose issued a statement :-- "I have read the announcement made by the Hon'ble Chief Minister published on the 2nd July regarding the Holwell Monument. The letter from the President of the Bengal Provincial Congress Committee was delivered to the Hon'ble Chief Minister at his office on the 18th June. The Government have had plenty of time to consider this question, but they have not chosen to take any action so far." The Hon'ble the Chief Minister has not dared to contradict this statement of Mr. Basu. Sir, I ask the Hon'ble Chief Minister why he did not take any step in this connection so long. Is there any member belonging to the Hindu or Mohammadan community in this House who does not want the removal of the Holwell Monument ? Will any of the Ministers sitting there, thinking perhaps that they are safe in their seats, dare to say that he is opposed to the removal of the Holwell Monument against the wishes of the public of this province? Sir, I hope that nobody will dare to say that. When that was the situation, why did not Government take proper steps to remove that monument so long ? Sir, they did not do that. The Hon'ble the Chief Minister waited and waited. He duped the members of his party and defied the public : and when the ultimatum was given giving him enough time, he issued a statement through the Press that he would consic'ᴗ, the matter in the early part of the present Assembly Session or latest . y the end of this month. But if as I have already pointed out, his real intention was to remove the Holwell Monument, he should have issued a clear statement to that effect and told Mr. Bose that as the Government was going to remove the monument. he should not start the movement. He had not done so. I ask

the Hon'ble the Chief Minister why he did not do so. I suppose he would make a statement to-night in this House probably assuring the members that he was going to consider this question very soon. He may also make a statement that he would remove the Holwell Monument after the Satyagraha movement was called off, but I ask why he did not care to say clearly that he would remove the monument before Mr. Subhas Chandra Bose was arrested and Satyagraha was started. I shall desire an answer from the Hon'ble Chief Minister.

Sir, after all what is this monument ? Everybody knows that it is a colossal hoax. But the Hon'ble the Chief Minister said during the last session of the Assembly in this House that he was glad that the monument was there, because he thought that the monument was an emblem of Siraj-ud-dowlla's victory. May I ask him, will he dare to inscribe those words in that monument and efface therefrom the words of the alleged tyrannical action of Siraj-ud-dowlla ? I would admire him to keep that monument there and to inscribe thereon these words, namely,"It is the emblem of Siraj-ud-dowlla's victory," in place of the words insulting the fair name of the last independent ruler of Bengal and constituting a slur on the Indian nation as a whole.

Sir, I would not take much time of the House, because I feel that not only the Hindu and Muslim members of this House but also the British members are in favour of removal of this monument, and I hope that the Hon'ble the Chief Minister will induce the Cabinet to take proper steps to remove the Holwell Monument—a monument of disgrace and slur on the Indian nation—at once and without further delay.

Sir, we find that this Cabinet is following the same bureaucratic policy of the old Government. The policy of the old Government was to do a thing after refusing to do it and sticking to the refusal for a long time. Probably, Government was thinking of the removal of this monument, but could not come to a decision as to how, and by saying what, it will remove this monument. It was reported, and probably rightly reported, as there has been no contradiction to the effect that the report was not correct, that Government was thinking of removing this monument on the ground of making better accommodation for

traffic in that locality. Sir, we would have been glad if on that ground at least Government had removed the monument. The Cabinet was not desirous of obeying the command of the people, but was going to have recourse to a subterfuge means of removing the monument. But why did not they do that even so long ? Instead of doing that, they have kept the matter waiting for a long time—resulting in what ? Great resentment has been roused against this action of Government not only in Bengal but in many other provinces all over India by many public men, both Hindus and Muslims. I again say that if Government wants to call itself "popular Government" it should at least in respect of this issue show its attitude to respect the public demand, the public voice. If it does not act in that way, we shall be right to observe "Inconsistency! thy name is the present Government."

Sir, I need not take more time of the House. I hope every member in this House, both Hindu and Muslim, and also Christian, will support this motion and will ask Government to respect the public demand without further delay.

Mr. A. M. A. ZAMAN : মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে য়্যাডজর্ণমেন্ট মোসন্ এসেছে সে সম্বন্ধে দুচারটে কথা না বোল্লে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী নিজেদের দাবি করেন, শুধু মুসলমান বোলেই নয় খাঁটি মুসলমান বোলে। (The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : সকলেই ? Then what about Sir Bijoy ?) তাঁরা লেজ ধরা মুসলমান। মুসলমান রাজত্বে মুসলমানদের ধর্ম্ম মুসলমানের শিক্ষা সমাজ প্রভৃতি রক্ষা করার গরিমা বোধ তারা হামেসাই প্রচার কোরে বেড়ান। বিশেষতঃ Chief Minister এবং Home Minister মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে এই যে প্রধান দুইজন মন্ত্রী আছেন তাঁরা যখন সুযোগ পান বোলে বেড়ান যে আমরা মুসলমান, এবং মুসলমানদের স্বার্থ দেখবার জন্যই রয়েছি। এবং তাঁরা একথাও বোলে বেড়ান যে opposition এ যারা রয়েছে তারা কেউ মুসলমান ঠিক নয় সুতরাং মুসলমানের স্বার্থ তারা দেখতে পাবে না। আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি ঐ দুজন মন্ত্রীকে কোরাণ হাদিসের কোন জায়গায় লেখা রয়েছে যে মুসলমানের নামের এই রকম মিথ্যা কলঙ্ক সামনে রেখে এই রকম আসনে বোসে থেকে মুসলমান বোলে নিজেকে দাবি কোববে। না তাতে এই কথা লেখা আছে যে মুসলমানের কর্ত্তব্য সমস্ত কলঙ্ককে মুছে ফেলে দেওয়া ও যাতে না ছড়াইয়া পড়ে তার ব্যবস্থা করা। মন্ত্রী মহোদয় যদি সত্যই মুসলমান হন তবে এই রকম কলঙ্ককে মুছে ফেল্‌তে হবে। তাঁরা বোলতে পারেন পূর্ব্বে আমাদের হাতে ক্ষমতা ছিলো না কিন্তু আজ চার বৎসর ক্ষমতা পেয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি 1937 এ বহরমপুরে যখন কন্‌ফারেন্স হোয়েছিলো, তখন Chief Minister সাহেব সিরাজদ্দৌলার কবরস্থান দেখে বোলেছিলেন — আমি প্রতিজ্ঞা কোরছি, আমি কল্‌কাতায় ফিরেই এর একটা ব্যবস্থা কোরবো। মুসলমান গোরস্থানকে অতি পবিত্র মনে করে, মান্য করে ; সেখানে গেলে দীন দুনিয়ার বিষয় ভুলে খোদার কথা ভাবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কোরতে চাই ওঁর সেই গোরস্থানের সেই প্রতিজ্ঞাটা কোথায় গেছে ভেসে ? তারপরে যখন মুসলীম লীগ থেকে

resolution হয়েছিলো-হলওয়েল মনুমেন্টকে সরাতে হবে-তখনো ওঁরা বোলেছিলেন, আমরা যখন মুসলমান আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হোচ্চে এই কলঙ্ক তুলে ফেলে দেওয়া। আমি আজ জিজ্ঞাসা কোরতে চাই কলঙ্ক তুলে ফেলে দেওয়া তো দূরের কথা যিনি জোর গলায় নিজেকে মুসলমান বোলে যে দাবি করেন সেই মুসলমান সে নয়, সে নাকি --

Mr. SPEAKER : Mr. Zaman you must not discuss here as to who is a Mussalman and who is not. I am afraid I shall have to stop you if you refer again to the action as a Hindu or Muslim action. Please discuss it as a member of the Bengal Legislative Assembly.

Mr. A. M. A. ZAMAN : তারপর গতবার যখন Assemblyতে এ সম্বন্ধে question উঠেছিলো, তখন Sir নাজিমুদ্দিন প্রথমে তো আশা দিয়েছিলেন যে সেটা তুলে ফেলবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বোল্‌লেন , ধোরে নিন এটা সিরাজদ্দৌলার জয়ের স্মৃতিচিহ্ন। আমি জিজ্ঞাসা কোরতে চাই এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আমি যদি বলি এটা মন্ত্রীদ্বয়ের কলঙ্কের স্মৃতিচিহ্ন এবং এটা তাঁদেরই গৌরবের বিষয় তাহলে মিনিষ্টার মহোদয় কি বোল্‌বেন ! এবং স্যার নাজিমুদ্দিন রোড যে ঢাকায় হোয়েছে সেটার নাম change কোরে যদি আর একটা কিছু জুড়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ পটুয়াখালির বিজয় তাহলে সে সম্বন্ধে উনি কি বোল্‌বেন ? তারপরে আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরছি, এই বিষয়টা নিয়ে প্রথম আন্দোলন হবার পর থেকে তিন বছর চোলে গেছে তার মধ্যে তাঁরা কি সময় পান নাই এই হলওয়েল মনুমেন্ট সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার ? বহরমপুরের প্রতিজ্ঞা সেখান থেকে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে টেনে তুলে ফেলে দেওয়া হোয়েছে তারপরে এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে যখন জানানো হলো তখনও তারা বোল্লেন যে আমরা consider কোরবো। আমি জিজ্ঞাসা কোরতে চাই এ সম্বন্ধে একটা Conference কোরতে কতটা time লাগে ? সুভাষ বাবুকে যেদিন arrest করা হয় সেদিন স্যার নাজিমুদ্দিনের ঢাকা চোলে যাবার কথা, কিন্তু তিনি ঢাকা গেলেন না সেদিন কলকাতায় থেকে গেলেন। তিনিও ভাবলেন আমি দেখ্‌বো আমার রাজত্বে কি সে কোরতে পারে। তারপর ১১ টার সময় মিটিং বসে, দুটোর সময় সুভাষ বাবুকে arrest করা হয়। মুসলমানের কলঙ্ক একজন হিন্দু নেতা হোয়ে যখন ভেঙ্গে চুরমার করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলো তখন মুসলমানের হাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হোয়েছে। আর শুধু তাঁকেই গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তাঁর সঙ্গে সহকর্মী যাঁরা রোয়েছেন তাঁদেরও গ্রেপ্তার কোরে কারাগারে নেওয়া হোয়েছে। আজ যে সকল ভলেন্টিয়ার সেখানে যাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা হোচ্চে। অথচ এর মধ্যে তাঁরা time পান নাই সেটাকে সরাবার জন্য, ফজলুল হক সাহেব বোলেছিলেন, আমাকে কয়েকদিন time দাও আমি তার ব্যবস্থা কোরবো। কিন্তু মুসলমান studentরা প্রথম থেকেই তাঁকে 15th July পর্য্যন্ত time দিয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন কিছু করার গরজ --দেখ্‌ছি না। আমি আশা করিতো Chief Minister হিসাবে ফজলুল হক সাহেব ঠিক জবাব দেবেন। ঢাকার মুসলমান ছাত্ররা যখন ওঁর কাছে deputationএ গিয়েছিলো এবং এসম্বন্ধে ওঁকে অনুরোধ কোরেছিলো একটা ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি তাদের বোলেছিলেন যেহেতু সুভাষচন্দ্র বোস সত্যাগ্রহ কোরেছে আমি পারবো না ওটা ভাঙ্গতে। কারণ, তাহলে তাঁর উপরই credit সব চোলে যাবে। আর সত্যাগ্রহ যদি বন্ধ হয় তাহলে credit ফজলুল হক সাহেব আর নাজিমুদ্দিন সাহেবের উপর যাবে। (The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : It is absolutely false.) আমি বোলতে চাই credit যত তা মিনিষ্টাররা নিক ক্ষতি নাই যদি আসলে তাঁরা সেটা ভেঙ্গে ফেলে দেন। তারপর মুসলমান ছাত্ররা যখন

বোম্বে credit এর কোন question নয়। এর ভিতর আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের unityর চেষ্টা কোরছেন একমাত্র সুভাষবাবু। এ অবস্থায় তাঁকে arrest করার কোন যুক্তি নাই। Chief Minister সাহেব তখন তাদের বোলেছিলেন আজকে যদি গোরু জবাই করা হয়, তাহলে সুভাষবাবুই আগে লাঠি নিয়ে আস্‌বে। আমি জিজ্ঞাসা কোরবো Chief Minister খালি মুসলমানের Chief Minister না হিন্দুদেরও Minister ? এই ধরনের ভাষা গোরু জবাইর কথা Ministerএর মুখ দিয়ে বার হওয়া উচিত ছিলো না।

The Hon'ble Mr. A. K. FAZLUL HUQ : The statement he is making is absolutely false. I cannot but object to it.

Mr. SPEAKER : Mr. Zaman, I am afraid you cannot bring in a subject which is contradicted by the Hon'ble the Chief Minister.

Mr. A. M. A. ZAMAN : তারপর আমি জিজ্ঞাসা কোরতে চাই সেখান থেকে আস্‌বার পরে ক্যাবিনেট্ মিটিং হোয়েছে। তারপর এখানে তাঁদের party meetingও হোয়েছে কিন্তু তবু তাঁরা একটা কিছু সিদ্ধান্ত এ সম্বন্ধে গ্রহণ কোরতে পারলেন না। স্যার নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় না যেয়ে আরো একদিন এখানে থেকে সুভাষ বাবুকে arrest করার জন্য time কোরতে পারেন অথচ একদিনের মতন time কোরতে পারেন না এটাকে ভাঙ্গবার জন্য। যাদের জোরে ওঁরা এখানে রয়েছেন সেই য়ুরোপীয়ানরা বোল্‌ছেন ওটাকে ভেঙ্গে চুরমার করবার জন্য । তাঁদের লর্ড বিশপ বোলেছেন, তাঁদের "Statesman" খবরের কাগজ যা নাকি তাঁদের সর্ব্বস্ব (laughter) সেও বোলেছে ওটাকে ভেঙ্গে চুরমার কোরতে । তারপরেও কেন এটাকে যাঁরা নাকি মুসলমান বোলে দাবি করেন-

Mr. SPEAKER : I am afraid, if you go on like this I will disallow you to continue.

Mr. A. M. A. ZAMAN : যাঁরা people এর ভোটে এখানে এসেছেন ; যাঁরা legislature এর মেম্বর হিসাবে এখানে এসেছেন, যাঁরা মনে করেন আমরা মিনিষ্টার হোলেও জনসাধারণের প্রতিনিধি – তাঁরা কি এটার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করার জন্য এতটুকু সময় পান না ? এইটুকু সাহসকি ওঁদের মনে আসে না ? আপনারা সকলেই জানেন মাদ্রাজে নীল মূর্ত্তি সরিয়ে দিতে কদিন সময় লেগেছিলো ? তাই আমার মনে হয়, বম্বে, বিহার কি অন্য কোন Province যদি হোতো তাহোলে এই কলঙ্ক এক মিনিটও এভাবে থাকতো না। যে কোন মুহূর্ত্তে এটাকে ভেঙ্গে চুরমার কোরতো তারপরে পরিষদে আস্‌তো। তারপরে মুসলমান সমাজকে 'ধোঁকা দেবার জন্য বলা হোচ্চে যেহেতু সুভাষবাবু সত্যাগ্রহ কোরেছে --' হিন্দু হিসাবে সুভাষবাবু এখানে কিছু করেন নাই, এবং তিনি একাও সত্যাগ্রহ করেন নাই, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে কোরেছে । এবং যেহেতু বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের নামে যে মিথ্যা কলঙ্ক যা নাকি বহু দিন পূর্ব্বেই মিথ্যা বোলে প্রমাণিত হোয়েছে সেইটাকে দূর করার জন্যই তারা সত্যাগ্রহ কোরেছে। কিন্তু সেই মিথ্যাকে বজায় রাখবার জন্য যাঁরা চেষ্টা কোরছেন আমার মনে হয়, পাব্লিকের কাছে তাঁদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে এবং সে সময়ও এসেছে। আমি বোলতে চাই আপনাদের মনের পরিবর্ত্তন করা দরকার । এখানে credit এর কোন questionই আস্‌তে পারে না। Question আস্‌বে কেবল এই নিয়ে যে বাঙালী তার এই কলঙ্ক ঢাক্‌তে পারে কি পারে না। মন্ত্রীরা হয় আজ প্রমাণ

করুন যে এটা সত্য জিনিস নয়তো এটাকে ভেঙ্গে ফেলে দিন, এবং সে ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে যে গৌরবের আসনে তাঁরা বোসে আছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। যদি তাঁদের মধ্যে আত্মসম্মান বোলে কোন জিনিস থাকে ।

Rai HARENDRA NATH CHAUDHURI : Mr. Speaker, Sir, I rise to support in a few words the adjournment motion that has been moved by my honourable friend, Mr. Santosh, Kumar Basu, in his usual graceful style. Mr. Basu has characterised the story behind the Holwell Memorial Monument as a myth. Sir, it is something more than a myth. It is a deliberate lie, concocted on his return voyage to his country by Mr. Holwell. On board the sloop "Syren" he drew up the pen picture of the Black Hole Tragedy. It has been found by historical research time and again that the Holwell Monument is a cloumn of untruth. I for one cannot understand therefore why the Government is taking so much time to come to a decision regarding the removal of the Holwell Monument.

Sir, I would simply place before the House the arguments—the historical arguments—that have been established by research to prove that the story of the Black Hole Tragedy perpetuated by the Holwell Monument is a lie. I would remind the House first of the absurd basis of the story that 146 persons could be confined in a room 18 feet by $14\frac{1}{2}$ feet. In the next place, Sir, it has been stated by historians that Holwell himself did not, in the note that he read out after reaching England before the Select Committee on the 4th August, 1760, make a single mention of the Black Hole Tragedy. Not only that even the Proceedings Book of the refugees at Falta does not make any mention of the Black Hole Tragedy. Then again, Clive and Watson did not make any mention of the Black Hole Tragedy in their letters written to Siraj-ud-dowlla subsequent to the event, nor does it find a place in the treaty of Alinagar. All these things taken together prove that the story of the Black Hole is an unmitigated lie. Again, Mr. Little so far back as in 1915 in an article in "Bengal Past and Present" proved that not only it was a lie but that Holwell himself was a first class liar—a liar of the blackest hue. Members interested in history are aware, I believe, that Holwell attempted another such black record against Nawab Mirjaffar. He took one lakh of rupees from Mirjaffar on his ascension to the throne and he returned the debt of gratitude by painting from his

imagination certain massacres perpetrated by Nawab Mirjaffar. But even Clive, in his letter to the Board, declared that these massacre stories of Holwell had no foundation in fact at all. So it has been established that the Black Hole is a lie and the author of the Black Hole a liar. After all these historical researches and all these facts unearthed, I do not know why the Government of Bengal—the "popular" Government of Bengal as they say—find themselves in such a difficulty in coming to an early decision regarding the removal of the Holwell Monument. Not only that. Government have further announced that they are not only in difficulty in coming to a decision, but what is more, they are not going even to take any decision unless the Satyagraha movement is called off. But who is responsible for this movement ? I say, it is the Government—the Government acting like an *agent provocateur.* Time and again this Government have been asked in this Assembly and outside to remove the Holwell Memorial, but the Government have postponed taking any decision in this matter, and by their dilatoriness have exasperated the people and have driven them to the Satyagraha movement. And now that the Satyagraha movement has been started, they come forward with the plea that unless the movement is called off, they cannot announce their decision. Why ? Does the Holwell Monument become a monument of truth simply because the Satyagraha movement has been started against it at the instance of Mr. Subhas Chandra Bose ? Does the Satyagraha movement become a মিথ্যাগ্রহ movement simply because Subhas Chandra Bose has come to be the author and inspirer of the movement for the demolition of a pillared lie ? And do the present Government after all become the supporters of truth by postponing their decision as regards the removal of such an infamous lying monument ? Sir, if the monument is a frozen lie, perpetuating a false reproach on the character of the people of Bengal, then the Government should be the first to come to a decision to remove the monument irrespective of the fact whether the Satyagraha movement has been started or not. I would ask the Government to revise their attitude in this matter and come to a speedy decision in regard to the removal of the monument. And I think that will go to make this Government more popular than anything that they have hitherto done.

Mr. NIHARENDU DUTTA MAZUMDAR : Mr. Speaker, Sir, I rise to support the adjournment motion moved by the honourable member, Mr. Santosh Kumar Basu. The arrest of Srijut Subhas Chandra Bose at this critical moment of our national and internatonal situation, when he was striving to find a way out of the impasse that besets our path at the present moment, came indeed as a matter of deep surprise to the people of Bengal and to the whole of India. Sir, it is known that of late Srijut Subhas Chandra Bose has taken upon himself the task of bringing about unity between the Hindus and Muslims all over the country. Srijut Bose was one of those who have had the courage to say that if big leaders like Mahatma Gandhi and Mr. Jinnah failed to bring about Hindu-Muslim unity, that is no reason why at such a critical time others should remain with folded hands, helplessly looking on and doing nothing. He declared that efforts should be made in all directions and on all fronts and on every little concrete issue that came up to try and solve the Hindu-Muslim question. I should have thought that at such a time anyone who sincerely wishes to bring about a settlement of the Hindu-Muslim question would have wanted Srijut Subhas Chandra Bose to be out and to be out more energetically for trying to bring the problem to a solution. As a matter of fact, it is also known that for some time past the relation between the two communities had become less than satisfactory. It came to a point of bitterness so much so that nothing could be worse than it was at the present moment. It was owing to the active initiative of Srijut Subhas Chandra Bose that in a place like the Calcutta Corporation we found for the first time in the course of the last 10 years the Hindus and the Muslims shaking hands as citizens, as Indians, as Bengalis. Forces are not wanting which desire to divide the Hindus and Muslims. We have seen Hindus and Muslims coming together on other platforms but never to shake hands, rather to brandish their fisticuffs and fight with each other. It was due to the efforts of Srijut Bose that we have seen the dawning of a really new era, a new chapter in the history of the Calcutta Corporation that may be the beginning of greater things for bigger issues. Just at that time it came to us as a surprise when we heard that Srijut Subhas Chandra Bose was put under arrest. He was arrested on the 2nd of July under section 129 of the Defence of India Act. On the face of it action was taken against

him by the Commissioner of Police under powers given to him by the Defence of India Act. The Government of India did not take the responsibility nor did the Government of Bengal give their formal seal of approval to his arrest. The Government of Bengal have so far remained quiet, and it is time that they boldly came forward and stated that it was with their approval, with their knowledge, and at their instigation that the Commissioner of Police acted in abuse of his powers ; or, it is for the Government of Bengal, if they take another view, to say that it was not with their approval and that they had ordered the Commissioner of Police not to use those powers without consulting the Ministry and the Government of Bengal. If the Commissioner of Police disobeyed, it was up to the Government of Bengal to remove that Commissioner of Police from his office. If the Government of Bengal thought that they were too weak to do that, they should have taken the people of Bengal into their confidence, they should have taken this House into their confidence. I can assure you, Sir, if the Government of Bengal adopted the latter course, they would get the solid support of all the people of Bengal. I hope that the Government of Bengal will be honest and give out the truth and we shall expect an elucidation on this point from the Hon'ble the Chief Minister and the Home Minister in the course of this debate. This House has a right to know whether the Government of Bengal advised by the present Ministry take the responsibility for arresting Srijut Subhas Chandra Bose and keeping him under detention without trial. These are some of the important issues that undoubtedly arise to-day in view of the circumstances under which Srijut Bose was arrested and more so because the arrest took place on the eve of a momentous day. The arrest took place on the eve of the memorial day of Nawab Siraj-ud-dowlla who was not only the last independent King of Bengal but the last martyr on the soil of free Bengal. Nawab Siraj-ud-dowlla was a young man of 21 or 22 years of age when he fell to the traitor's sword. It has already been explained how this monument of lies was erected. It has been proved amply beyond a shadow of doubt that no such thing as the Black Hole Tragedy ever took place. On the eve of the Plassey days without the permission of the Nawab and definitely against the laws of the land the English tried to build a fort. We know that under the Arms Act the Indians are debarred from keeping

arms. If we have a knife of a size beyond the length prohibited by the Arms Act, we will fall under this Act and will have to pay the penalty for keeping it. The English had decided to build a fort in this city against the wishes of Nawab Siraj-ud-dowlla and against the laws of the land and consequently came in open warfare with him. As a result of that war the English had to demolish that fort. Immediately after the demolition of that fort the English sued for peace. They got peace, but the same evening they treacherously fell upon Nawab Siraj-ud-dowll's tent and tried to murder him in a most cowardly fashion. That is what happened in those days. After Nawab Siraj-ud-dowlla had graciously released all those miscreants, one among them, Mr. Holwell, came forward and gave his first information report as to what took place, without any mention of the alleged Black Hole incident. The story of the Black Hole is a forged document, a piece of fabricated evidence such as is often adduced in the case of political prisoners. A month and a half after the so-called occurrence, Mr. Holwell started saying that he forgot to tell one thing, a very dangerous thing—Black Hole Tragedy. This we learn from the actual records of the British. This we gather from the eighteenth century papers of the East India Company. After that we know that they were trying to keep the name of Siraj-ud-dowlla back from the people of Bengal by painting hin in black colours. The real history of Siraj-ud-dowlla is inspiring the young men of Bengal. It is in the name and it is in the memory of that martyr, Nawab Siraj-ud-dowlla that young men are to-day trying to transcend the communal barriers which the English rulers have tried to create ever since they seized Bengal on the blood of young Siraj. They transcend all barriers, rise to a height of love and nobility of character and are coming forward as they never did before. The memory of Siraj goes on to unite these people in this lofty sentiment of theirs. This so-called Black Hole Tragedy never took place. But there is a Black Hole Tragedy even to-day that had taken place 183 years ago when Siraj fell and his memory remained buried in calumny at the hand of hired historians who are penmen of imperialism living on crumbs that fall from their master's table. They are like parasites following the imperialist shark and living on its excreta. The memory of Siraj had been put into this Black Hole of lies ; the memory of Siraj had been put into this Black Hole of

ignorance and the 3rd of July was the day for its resurrection, for doing honour to his memory, and opening up a new and bright chapter in the history of Bengal. The 3rd of July is the day when the last Independent Nawab of Bengal fought and fell. When the traitor Mirjaffar treacherously stood aside, Siraj made a last appeal : Mirjaffar, take the throne, but fight for the freedom of Bengal, save Bengal, save the Bengalis and bring back freedom to the motherland. I shall follow you and fight under you as a common soldier. But, Sir, that last appeal still remains unfulfilled and the name of the martyr steeped in calumny and ignorance. We have heard atrocious stories of the Germans roasting Belgian babies and eating them for their breakfast in the last war. (Hear! hear !) Sir, is it any wonder that we have heard likewise unspeakably dirty slanders in the name of Siraj? No one should be surprised if after 183 years on darkness and ignorance, self-respect and remembrance of a bright chapter in the history of Bengal should come back to the minds of young Bengal. Truth cannot be eternally condemned by calumny. United Bengal and specially the youth observe this day as the Siraj Day and demand that this monument of lie should go. It should be demolished and truth should come out. It was on the eve of that momentous declaration in assault against the outrageous Holwell Monument that Mr. Subhas Chandra Bose was put under arrest. The obvious inference is irresistible that with a view to prevent Mr. Subhas Chandra Bose from launching this movement, the Government of Bengal put him under arrest before he had committed any overt act. Why to-day there has not been framed any charge against Mr. Bose? Why is it that even to-day there has not been issued any communique from the Government of Bengal on the subject of his arrest? Will the Government instead of concealing its reasons take the House into their confidence and enlighten us as to the reasons for the arrest of Mr. Bose? The Ministry may take it that it was not a threat against the Government of Bengal when in a united voice the people of Bengal asked the Ministry to remove this monument. It was a word of command from their masters. If the Ministry do not respond to the will of the people, then they will have to be ready to put more and more of them under arrest. Young Muslim students have already voiced their protest for the removal of the Holwell Monument or else they will join Mr. Subhas Chandra Bose behind the

prison bars from the 16th of July. Let the Minister reply and give their reasons and let them either remove this monument of shame from Bengal or come forward to arrest more and more of the people. Hindus and Muslims, who have to-day come to their own and are resolved to redeem their lost heritage—freedom and honour of their homeland.

The Hon'ble Mr. A. K. FAZLUL HUQ : Sir, I would not have intervened in this debate but for certain remarks that have been made by Mr. Zaman. Mr. Zaman is one of those unfortunate Mussalmans who are densely ignorant of the sacred language in which are inscribed the holy scriptures, the books and treatises of the Islamic religion. I can, therefore, afford to treat with the contempt it deserves the remarks he has made regarding what is contained in the Holy Quran and Hadis.

Dr. NALINAKSHA SANYAL : On a point of order, Sir. Is the Hon'ble Chief Minister entitled to cast such reflections on an honourable member of this House as to whether he knows the writings in the Holy Quran or not ? At any rate you did not allow similar observations from this side of the House.

Mr. SPEAKER : As I was listening to the Hon'ble Chief Minister he was simply saying that Mr. Zaman had made certain remarks that he is ignorant about the writings in the Quran. There is nothing wrong in this and I consider that he is perfectly right in making these remarks.

The Hon'ble Mr. A. K. FAZLUL HUQ : Mr. Zaman has said that I met a deputation of students at Dacca and that in reply to them I said that we could not take any steps because in that case the credit would go to Mr. Subhas Chandra Bose. Mr. Zaman does not probably know what admiration and reverence we have all got for Mr. Subhas Chandra Bose. I declare, Sir, most unequivocally that we all of us regard Mr. Bose as one of the most lovable personalities in Bengal. But so far as I am concerned I never said anything of that sort regarding Mr. Bose. So far as the Bengal Government are concerned, we have been able to do so many creditable things, and our credit account has gone so high that we can afford some credit to somebody else for such a paltry thing as the removal of the Holwell Monument from where it now stands. The question is not one of being afraid. The question is of a fundamental character, namely, whether by yielding to an agitation to force the hands

of Government we can really carry on the administration, because once we yield to an agitation of this kind there is no knowing to what extent we may have to go. Secondly, it is not correct that I told the boys at Dacca or anywhere else that so far as this monument is concerned. I am not in favour of its removal because I am not in a position to see eye to eye with the Opposition or that I am afraid that by doing so I might be doing a hasty act. I do not know where my friend has got all these reports; but, I can say this, that all that I told the Muslim students at Dacca was what I said in my broadcast at Delhi, namely, that so long as the Satyagraha movement lasted we cannot take up the settlement of this question. Sir, the matter is indeed a very simple one. So far as the motion is concerned, I can frankly say that I share with Mr. Santosh Kumar Basu his grief at Mr. Subhas Chandra Bose being in custody at the present moment. I also agree that so far as the monument is concerned there is a feeling in the country that it should be immediately removed. I can tell the House that all that stands in the way of the removal of this monument is the movement that has been started at the present moment. Let that movement cease and we can then sit, particularly the parties that have been supporting the Government, and then decide what to do with regard to the Holwell Monument. But, Sir, I have made it abundantly clear in all the statements that I have made that so long as the Satyagraha movement lasts we cannot consent to any action whatsoever. Let the Satyagraha movement cease; let this House have confidence in us. If they do that and if in spite of that we do nothing within a reasonable time let them restart the Satyagraha movement if they like. Not that we have got any vendetta against Mr. Subhas Chandra Bose. As I have said, we all love him, we admire him, we revere him and we would like to have the pleasure of having him in our midst again for political work at this critical juncture in the history of this country.

I may tell the House that on the 1st of July I had a long talk with Mr. Bose. I met him ; I discussed various matters with him and he gave me the impression that if I made a statement on certain lines, he would withhold his Satyagraha movement. At about 1 a.m. in the morning, I came to know that he had certain objections to the statement which I was going to make and I modified my statement. But he could not give

me a definite answer whether he would drop the Satyagraha movement or not. Next morning he telephoned me to say that he considered my statement to be unsatisfactory and that there was nothing left for him but to start the Satyagraha. The members of this Assembly will realise that it is not possible for Government to tolerate a movement like this at a time when perfect peace and tranquillity should prevail in order to enable Government to carry on and I believe every one interested in the welfare of the country will take measures for the defence of the country and for the successful termination of the war. This is not the time for internal quarrels. It is obvious that when we are fighting an external enemy we cannot afford to have internal dissensions and if the Defence of India Rules are to be utilized at any moment, it is on moments like this. To allow the Satyagraha movement to grow in proportion would be playing with fire, and it is for this reason that we could not but take the step that we did take against Mr. S. C. Bose. We did it most unwillingly; we did it with great grief and sorrow; and nothing would give us greater pleasure than to be in a position to bring him out and embrace him as a fellow-worker and give him the proper position which he deserves to have in the political activities of this country. I, therefore, appeal to my friends in this House to use all their influence with young men, who may after all be misguided; to give up Satyagraha. It will not lead anyone anywhere. If they are adamant and carry on this Satyagraha movement, I can tell them we will not also budge an inch. If they want a decision to be taken, we want to be sure that there is reappearance of peace and tranquillity in this province. If you want us to make a decision on such a momentous question, no good purpose will be served by hurling abuses against the Ministers or anybody and by going into the merits of the question. What is wanted is that an attempt should be made to bring about peace. Let the Satyagraha cease and everyone will find that within a reasonable time of the cessation of the Satyagraha movement, Government will come to a decision which I hope will be satisfactory to all concerned. More than this, Sir, I am not prepared to say at the present moment, but I think everyone will understand that so far as the Government of Bengal are concerned, they are not obstructive or unwilling to take any decision which will be acceptable to all; nor are the Government of Bengal in a mood to be perverse and unresponsive to the dictates of public opinion. But after all you must make it possible

for Government to act, and I have stated several times that the simplest manner in which you can help in arriving on a peaceful solution of the problem is by exerting all your influence with those boys to give up the Satyagraha movement and not to excite them by making inflammatory speeches as if the whole future of the country depends upon the removal of the Holwell Monument. I thank Sir, I have made the position of Government clear, but as the Hon'ble the Home Minister also would like to speak, I do not want to take up more time of the House.

(At this stage the House was adjourned for 15 minutes)

(After adjournment)

Babu KSHETRA NATH SINGHA : Mr. Speaker, Sir, I rise to support the motion moved by my honourable friend, Mr. Basu. I would like to tell the House in what way we are concerned with the arrest of Mr. Subhas Chandra Bose. Sir, I speak with some reservation because we cannot speak properly as this Holwell Monument, the monument of disgrace to the Bengalees, to the Indians as a nation, is a permanent disgrace inflicted on the innocent and helpless people of India.

Sir, everybody—I think every Bengali—has gone through the story of the myth about the Holwell Monument and Black Hole Tragedy. Sir, They should have read history and I submit that eminent historians like late Akshoy Kumar Moitra have proved to the hilt that this is a sheer and unmitigated myth—a myth fabricated by some interested persons for besmirching the fair name of Bengal and the Bengalees. This myth has been manufactured simply to cast a slur on the Bengalees and the Bengali-speaking peoples.

Sir, while on this subject I want to refer to some facts about the scheduled castes of Bengal. I speak with hesitation, because it is no denying that the scheduled castes of Bengal have been treated very shabbily inasmuch as they have been characterized as criminals and backward peoples, forgetful of the fact that this province was once ruled by the twelve Bhuiyans by soldiers who were all members of the scheduled castes. They were a very martial people and they defended this province against the onslaughts of many an invader. I make bold to say that these Namasudras, Rajbansis, Pods, Bagdis, etc., of to-day are

able to stave off any attack against this province, and by an irony of fate they have been dubbed as non-martial. Sir, in Bengal great injustice has been done to the members of these communities.

Now, turning to the Holwell Monument I must say that this monument is a big monument of mischief, to the historicity of which a lie direct has been given by many a historian. Sir, here is an instance which goes to show how far such historical untruth can go like this hollowed Holwell Monuments. It is a undisputable fact that one historian has stooped so low as to describe the Pods as a criminal people. Yes, Sir, it is the monumental work of some foreigner and, shameful to say, it has been supported by one of our own countrymen of Bengal. How, Sir, can you say that these Pods are criminals? Can you show from prison reports that these Pods are more criminal than others? It they have violated the law in some cases or if they have been found to be at fault, it is because of their martial spirit. If they are backward and if they sometimes break the law it is because they have not been properly treated as regards education and their martial inclinations.

Sir, in North Bengal we the Rajbansis all along defended the independent kingdoms of Kamrup and Cooch Behar. We have done so from the time of the great Mahabharata down to the times of Joginitantra, then to the times of the Kings of Kamrup and Cooch Behar. During the last War we supported the British Government by sending our sons to the Bengali Battalion, and they constituted one-fourth of the total number. But this time our merit is not appreciated. Blame is placed on our shoulders and by implication on the shoulders of the whole Bengali nation, who are described as non-martial and incapable of defending their hearths and homes. Is it, Sir, to be said that this is true? It is not true. It is a lible on the people of Bengal. Lies have been heaped on them to make them appear as permanently unfit and lacking in martial spirit.

Turning once again, Sir, to the Holwell Monument, I might say that we have every sympathy with the movement for the removal of this monument. This Holwell Monument is no monument at all. If anybody goes there and reads the inscription and also visits the alleged site of the Black Hole which is said to have contained some 150 soldiers

and civilians in confinement—and it is alleged that they were choked to death by suffocation—he will be convinced that the whole thing is a lie. Nobody, Sir, with a grain of common-sense in him will believe it. It is a shame, and it has been proved so by members of every community—Europeans, Christians, Muslims and Hindus. Everybody agrees, Sir, that it must be removed at once from its present site in Dalhousie Square to some suitable place. I am very glad that the Hon'ble the Chief Minister has very kindly consented to its removal, but he has qualified it with some "buts", viz., that the Satyagraha movement must be stopped first and unconditionally. If the Hon'ble Minister is alive to the situation he should at once have it removed to some unknown and obscure place or demolish it or destroy it. He can at least have it removed to some obscure on the Lower Circular Road or in Park Circus near his home. (Laughter.) That would be the proper place and not Dalhousie Square.

Mr. SPEAKER : What about removing it to Rangpur? (Loud laughter.)

Babu KSHETRA NATH SINGHA : Sir, it is a very lamentable thing that people should decry the whole Bengali nation as a non-martial race. It is a gross libel. If you want to kill a dog, do it by all means; but for goodness' sake don't give it a bad name and then hang it. I would appeal to Government not to continue the practice of casting slur on the people of this fair land, who are trying to raise their status in the eyes of the world by making this movement a success. I trust, Sir, that the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Home Minister will carefully examine this united demand of the people of Bengal and do justice to this province— whether the Satyagraha movement is stopped or not. Satyagraha, Sir, is the result and not the cause. Sir, if you remove the ultimate aim of the Satyagraha movement, it will at once topple down by itself. When the British Empire is beset with difficulties, it is not the time to look to petty things and stand on ceremony. If you want to have the full sympathy of the Indians you cannot afford to brush aside lightly their sentiments, alleging that they are inspired by wrong and false ideals and ideas. In order that the bigger problem might be solved, it is up to you that you should try and solve this small problem. This problem must be solved in a dignified and proper manner.

Sir, not only is Bengal thinking over this matter—I mean the difficulties that confront the British Government at the present moment—but the whole of India is thinking likewise.

If you waste so much time over the removal of a few bricks and a little mortar, then how shall you tackle big and difficult problems?

It is the united demand of the people of Bengal of all races, castes, and creeds to scotch this scandalous lie. (Cries of "Question, question" from members of the European Group.) Oh, yes, you Europeans and Mr. Statesman (Laughter) and the Lord Bishop of Calcutta and Mr. Griffith are all agreed that this monument should be removed straightaway. It is no use crying "Question", when I am merely stating a patent fact. I would request the Government to rise to the occasion and remove this disgrace to Bengal and bring the people to be united to solve the greater problem of this country and keep intact and lead the Bengalees like a Bengalee nation as a whole.

Maulvi ABDUL WAHED : মাননীয় সভাপতি সাহেব, আমি আমার বন্ধু সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় যে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন তার সমর্থনে প্রথমে বোলতে চাই যে এই বাংলা দেশ থেকে বাঙালীর ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হোয়ে -- আমরা এখানে যারা উপস্থিত হোয়েছি – তাঁরা বিশেষ চিন্তা কোরে যদি দেখেন তা'হলে এই কথাই এসে উপস্থিত হয় যে আমাদের যদি লজ্জা থাক্‌তো তা'হলে এই পরিষদে বস্‌বার প্রথম দিনেই বাংলার বুক থেকে এই বাঙালী জাতির কলঙ্কস্বরূপ হলয়েল মনুমেণ্টটা সর্ব্বাগ্রে অপসারিত করা হোতো (Mr. Speaker ঃ মৌলবী সাহেব, প্রথমেই বড় জোরে আরম্ভ কোর্‌লেন) আমি বোল্‌তে চাই, -- এ জোরেরই কথা, জোরেই বলা উচিত যে জোর আছে তার চেয়েও শতগুণ বেশী জোরে বলা উচিত। এই বাঙালী জাতির কলঙ্ক এই বাংলার বুকে যে দিন প্রথম বসে পলাশীর ক্ষেত্রে,-সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে মহা যুদ্ধ হয়েছিল; সেদিন বাঙালী হিন্দুমুসলমান মিলিতভাবেই যুদ্ধ কোরেছিল,- তারা হিন্দু কিম্বা মুসলমান ভাবে যুদ্ধ করে নাই। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, বাঙ্গালী জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিল। আজকে এই হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে, তাহা হিন্দু হিসাবেও চলছে নাই, মুসলমান হিসাবেও চলছে নাই, বাঙ্গালী জাতি হিসাবে চলছে। বাঙ্গালী জাতির বুকের উপর একশো, দেড়শো, কিম্বা পৌনে দুইশো বছর যে কলঙ্ক বোঝা চাপান রয়েছে সেটাকে অপসারণ করবার জন্যই এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়েছে। (A Member from the Coalition Party : Good, go on.)

আমি বলতে চাই বাংলা গভর্ণমেন্ট তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্যে এবং কথায়, আমার মনে পড়ছে যেন তাঁরা ঐ নীতি অবলম্বন করে আসছেন, যেমন ছেলের পেটে ক্ষুধা হলে কাঁদ্‌তে

আরম্ভ করে তখন বুদ্ধিহীনা মা সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে, যেমন বক্র পথে অগ্রসর হ'ন -- সোজা পথ হচ্ছে ছেলের মুখে দুধ দিয়ে তাহাকে সান্ত্বনা করা, কিন্তু, মা করেন কি সে পথে না চোলে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাকে ঘুমপাড়াতে চান, -- তাকে ঘাড়েপিঠে করে, ঘুম পাড়াতে চান, -- মার ইচ্ছা প্রথমে ছেলে কান্না বন্ধ করুক তারপর দুধ দিয়ে শান্ত করা হবে। আমাদের বাংলা গভর্ণমেন্টের মন্ত্রীমণ্ডলীও এই নীতি অবলম্বন করেছেন। তোমরা আগে সত্যাগ্রহ পরিত্যাগ করো তারপরে তোমাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করবো, -- তোমরা আগে হাঙ্গার্ ষ্ট্রাইক্ প্রত্যাহার করো তারপরে তোমাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করবো। এই যে নীতি তাঁরা অবলম্বন করেছেন এ অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, দুঃখের বিষয়, কলঙ্কের কথা; এর চেয়ে কলঙ্কজনক ও গ্লানিকর আর কিছুই হতে পারে না। আজকে বাংলা দেশে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত, বিশেষ করে,-- দুঃখের সঙ্গে বলবো বাঙ্গালী মুসলমান জাতি গৌরবান্বিত কারণ, আজকে নাকি বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার মন্ত্রীত্বের গদিতে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের মন্ত্রীত্ব যদি এক ঘণ্টার জন্য চলে যায় তাহলেই নাকি বাংলাদেশ থেকে মুসলমান রাজত্ব চলে যাবে। আমার বলতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, পরিতাপ হয় -- তাঁরা কি এক মিনিট চিন্তা করে দেখেন না আজকে যদি তাঁরা মন্ত্রীত্বের গদিতে না থাকেন, তাহলে বাংলাদেশ থেকে যদি মুসলমান রাজত্ব চলে যায়, - তবে, যেদিন বাংলা থেকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব চলে গেছে, যেদিন বাঙ্গলার স্বাধীনতা ভাগীরথীর অতলজলে ডুবে গেছে, সেই দিন কি প্রকৃত মুসলমান রাজত্ব চলে যায় নাই? আজকে কয়েকজন লোকের মন্ত্রীগিরী না থাকলেই বাংলাদেশ থেকে মুসলমান রাজত্ব চলে যাবার কথা ওঠে। এর চেয়ে লজ্জার বিষয়, কলঙ্কের বিষয়, গ্লানির বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই ভাবে ফাঁকি দিয়ে আর বেশীদিন চলবে না। আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি বাংলা গভর্ণমেন্ট তথা বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী সহজ পথ ধরবেন, এই যে কলঙ্ক বাঙ্গালী জাতির বুকের উপর বিরাজ করছে এটা তাঁরা সরিয়ে নেবেন। যদি সরিয়ে দেন তাহলে তাঁরা চিরকাল বাঙ্গালী জাতির গৌরবের পাত্র হয়ে, আদরের পাত্র হয়ে থাকবেন। আর যদি তাঁরা সেটা সরাতে সাহস না পান, তাহলে তাঁদের মাথা থেকে কলঙ্কের বোঝা নাম্‌বে না; এই ভেবে তাঁদের কার্য্য করা উচিত।

আমি খবরের কাগজে দেখেছি, অনেক জায়গায় সভা সমিতিতে, আজ বেশী দিনের কথা নয় অল্প দিনের ভিতর, নানা জায়গায় যেসব সভা সমিতি হচ্ছে, তাতে অনেকেই জোর গলায় বক্তৃতা করেছেন। এই পরিষদের কোয়ালিশনদলের কোন কোন মেম্বারও, জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন যে, ১৫ই জুলাইর মধ্যে যদি বাংলার বুক থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারিত না হয়, তাহলে, আমি একজন এম্, এল্, এ, -- আমিও সত্যাগ্রহে যোগদান করবো; আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সভাপতি সাহেবের যোগে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীমহোদয়দেরও জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁদের কি দরদ্ রয়েছে এই মিথ্যা কলঙ্ককে স্থায়ী রাখবার জন্য? কেন বাংলার বুকের উপর এটাকে তাঁরা রাখতে চান, কেন এটা আজও অপসারিত হয় নাই। তাঁরা যে কারণ দিতে চান সেটা স্পষ্ট করে আমরা জানতে চাই, -- তালিবালি কথা শুনতে

চাই না। অতএব যদি কোন রহস্য থাকে সেটা উদ্‌ঘাটন করে তাঁরা আমাদের জানিয়ে দিন। নইলে কিছু দিনের ভিতর এই কলঙ্ক তাঁদের দূর করতেই হবে, নতুবা, বাঙ্গালী জাতির কাছে তাঁদের অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ভোগ করতে হবে -- এ কথা জানিয়ে দিচ্ছি।

Mr. ABUL HASHIM : Sir, the historians with the help of documentary evidence have proved beyond every possibility of doubt that the story of the Black Hole Tragedy is a deliberate lie. As already said by some of our esteemed friends opposite, Mr. Holwell was one of the greatest liars amongst the historians who ever crawled under the sun. The removal of the Holwell Monument is therefore now a historical necessity. Sir, the Hon'ble Chief Minister honestly believes that the Holwell Monument can be taken as a monument of Nawab Siraj-ud-dowlla's conquest of Calcutta. Sir, I am sorry I cannot agree with him here. The British people were then not the rightful owners of the city of Calcutta. They were rebels and conspirators. Defeating or putting to disgrace a handful of conspirators and rebels cannot be taken as a conquest. Historians have proved this monument to be false with such satisfaction that this monument in effect does not stand here as a monument of the Black Hole Tragedy either. It is now a monument of lies. Sir, the removal of this monument is a holy cause, but I apprehend an unholy use of this holy cause is going to be made. With due respect to the sentiments of a section of our countrymen who worship Mr. Subhas Chandra Bose, I am unable to agree with the Hon'ble Chief Minister when he eulogising Mr. Bose raises him to the seventh heaven. Mr. Bose since his expulsion from Congress has been looking for an opportunity of starting a Satyagraha movement on an all-India basis as a challenge to Mr. Gandhi. Due to superior manoeuvring and political genius of Mr. Gandhi and his followers he failed to get such as opportunity. Here he has got an opportunity of starting a movement on a provincial basis. With regard to the removal of the Holwell Monument no section of the people of Bengal has any reasonable objection. This matter has been agitated for a long time and during the last session some of the members of the Coalition Party actually tabled a resolution for the removal of this monument. This matter was discussed and we got an assurance from the Ministry in May last that this monument would be removed within six months. Six months have not yet expired and the Government have hitherto expressed no intention to the contrary.

They have never given any indication to the effect that they are adamant in not removing it. There is no earthly reason for doing so. It may be taken that the only section of the people who may possibly have any objection to the removal of this monument is the European, but as we find it now the Europeans also do not object to its removal. If that monument is a monument of lies, it is the monument of British lies and, therefore, it is all the more necessary for them to see that the monument is removed. I do not think there will be any difficulty whatsoever in removing this monument, but this cannot be allowed to be made an opportunity to spoil the boys of Bengal. I think Mr. Bose has made an utmost effort to do that, and has got great successes too, the only achievements of his political career.

Mr. SANTOSH KUMAR BASU : You are incapable of being spoiled.

Maulvi ABUL HASHIM : Yes, that is why I have not been spoiled. Mr. Santosh Kumar Basu may have great respect for his master, but everyone may not have the same respect for him.

Mr. SANTOSH KUMAR BASU : As you have for yourself.

Maulvi ABUL HASHIM : I have no doubt that Mr. Bose knowing fully well that Government have made a statement to the effect that the monument will be removed has started the Satyagraha movement just to use the monument as a spring-board for raising him in the public estimation. There is no doubt that Mr. Bose who was once the President of the All-India National Congress has lost much of his popularity—

Mr. ATUL KRISHNA GHOSH : On a point of order, Sir. Is this not personal reflection?

Mr. SPEAKER : I think, Mr. Hashim, you are going beyond your limit.

Maulvi ABUL HASHIM : The question is whether we are going to allow this unholy use of a holy cause. The Hon'ble the Chief Minister and his colleague the Home Minister are perfectly justified in declaring that they are not prepared to consider this question so long as this unholy war is not withdrawn. Seeing that for Nawab Siraj-ud-dowlla the Muslim students and the Muslim public have got a strong feeling, Mr. Bose has

taken the opportunity to break the solidarity of the Muslims in Bengal. It is absolutely necessary, therefore, that this menace to public safety and public harmony should first be removed before removing the Holwell Monument.

Dr. NALINAKSHA SANYAL : I move that the question be now put.

Mr. SPEAKER : I am not prepared to accept it, because it is a very important matter. I would like to have the views of the European Group.

Mr. C. W. MILES : We have no desire to discuss the merits and demerits of the Holwell Monument. There has been a lot of time wasted and heat engendered which is quite unnecessary, but, in our opinion a very great principle has come under our notice and that is the support of law and order. Under the threat of the defiance of law and order, no Government has any alternative but to take strong steps. The arrest in our opinion was therefore entirely justified and, I think, I can say without any fear of contradiction that this group, whatever the Government is, will always be found on the side of the maintenance of law and order in this province.

Mr. ABDUR RAHMAN SIDDIQI : I do not wish to detain the House for more than a minute or two. After the categorical and sympathetic statement made by the Hon'ble the Chief Minister, may I, through you, Sir, appeal to the Hon'ble the Leader of the Opposition to use his great influence and his good offices to have the Satyagraha called off, because the Hon'ble the Chief Minister has told us categorically and very clearly that it is the Satyagraha that is standing between the Government and the removal of the Black Hole Monument and the release of Mr. Subhas Chandra Bose. I hope my appeal will reach the heart of the Leader of the Opposition because it has come out of my heart.

Mr. SANTOSH KUMAR BASU : I move that the question be now put.

Mr. SARAT CHANDRA BOSE : After the speech of the honourable member who has just sat down I feel it is necessary for me

to say a few words. From the moment the Hon'ble the Chief Minister made his speech I have been trying to consider its implication and on that matter I am free to confess that I have consulted important members of my party. Unfortunately there is no agreement regarding its implication on this side of the House. But if, as the honourable Mr. Siddiqi said, what the Chief Minister said and meant was this that it is the Satyagraha movement which is standing in the way of the demolition of that outrageous monument, I would certainly consider it my duty to consider the position here and now; I would certainly consider it my duty not to delay matters for a single moment. May I, therefore, request the Chief Minister once again to let us know clearly and unequivocally what he meant by the concluding portion of his speech? I desire to make it clear that if what he meant to say was this, that it is the Satyagraha movement which is standing in the way of the removal of the Holwell Monument, I for one shall take it that the movement has served its purpose and nothing further need be done. But before I express my considered decision, rather before I come to a final decision in this matter, I would like to hear something more from the Chief Minister and if you, Mr. Speaker, will permit it I would be grateful.

Mr. C. W. MILES : On a point of order, Sir, Mr. Sarat Bose mentioned two words—(1) demolition, and (2) removal. Certain people have no objection to the removal, but I think that on behalf of this group I can say that there would be wholehearted antagonism to demolition.

The question that the House do now adjourn was then put and a division taken with the following result :—

AYES—78

Abdul Hakeem, Mr.
Abdul Wahed, Maulvi.
Abul Fazl, Mr. Md.
Ahmed Khan, Mr. Syed
Asimuddin Ahmed, Mr.
Banerji, Mr. P.
Banerjee, Mr. Pramatha Nath.
Banerji, Mr. Satya Priya.
Banerjee, Mr. Sibnath.
Banerjee, Dr. Suresh Chandra.
Barma, Babu Premhari.
Barma, Mr. Puspajit.
Barman, Babu Shyama Prosad.
Basu, Mr. Santosh Kumar.

Bhawmik, Dr. Gobinda Chandra.
Biswas, Babu Lakshmi Narayan.
Biswas, Mr. Surendra Nath.
Bose, Mr. Sarat Chandra.
Chakrabarty, Mr. Jatindra Nath.
Chattopadhyay, Mr. Haripada.
Chauduri, Rai Harendra Nath.
Das, Babu Radhanath.
Das, Mr. Monmohan.
Das Gupta, Babu Khagendra Nath.
Das Gupta, Dr. J. M.
Datta, Mr. Dhirendra Nath.
Dolui, Mr. Harendra Nath.
Dutta, Mr. Sukumar.
Dutta Gupta, Miss Mira.
Dutta Mazumdar, Mr. Niharendu.
Emdadul Haque, Kazi.
Ganguly, Mr. Pratul Chandra.
Ghose, Mr. Atul Krishna.
Giasuddin Ahmed, Mr.
Gupta, Mr. Jogesh Chandra.
Gupta, Mr. J. N.
Hasan Ali Chowdhary, Mr. Syed.
Jalan, Mr. I. D.
Jonab Ali Majumdar, Maulvi.
Khan, Mr. Debendra Lall.
Kumar, Mr. Atul Chandra.
Kundu, Mr. Nishitha Nath.
Maiti, Mr. Nikunja Behari.
Maitra, Mr. Surendra Mohan.
Maji, Mr. Adwaita Kumar.
Majumdar, Mrs. Hemaprova.
Mandal, Mr. Jogendra Nath.
Mandal, Mr. Krishna Prasad.
Maniruzzaman, Islamabadi, Maulana Md.
Maqbul Hosain, Mr.
Mukerjea, Mr. Tarak Nath, M. B. E.
Mukerjee, Mr. B.
Mukherji, Dr. Sharat Chandra.
Mullick, Srijut Ashutosh.
Nasker, Mr. Hem Chandra.
Nausher Ali, Mr. Syed.
Pain, Mr. Barada Prosanna.
Paul, Sir Hari Sanker.
Pramanik, Mr. Tarinicharan
Ramizuddin Ahmed, Mr.
Roy, Mr. Charu Chandra.
Roy, Mr. Kamalkrishna.
Roy, Mr. Kiran Sankar
Roy, Mr. Kishori Pati.
Roy, Mr. Manmatha Nath.
Sanyal, Dr. Nalinaksha.
Sanyal, Mr. Sasanka Sekhar.
Sen, Mr. Atul Chandra.
Sen, Babu Nagendra Nath.
Sen Gupta, Mrs. Nellie.
Shahedali, Mr.
Shamsuddin Ahmed, Mr. M.
Singha, Babu Kshetra Nath.
Sinha, Srijut Manindra Bhusan.
Sur, Mr. Harendra Kumar.
Thakur, Mr. Pramatha Ranjan.
Waliur Rahman, Maulvi.
Zaman, Mr. A. M. A.

NOES --119

Abdul Aziz, Maulana Md.
Abdul Hafiz, Mr. Mirza.
Abdul Hafiz, Mr. Mia.
Abdul Hakim, Maulvi.
Abdul HakimVikrampuri, Maulvi Md.
Abdul Hamid, Mr. A. M.
Abdul Jabbar, Maulvi.
Abdul Karim, Mr.
Abdul Latif Biswas, Maulvi.
Abdul Wahab Khan, Mr.
Abdulla-Al Mahmood, Mr.
Abdur Rahman, Khan Bdr. A.F.M.
Abdur Rahman Siddiqi, Mr.
Abdur Raschid Mahmood, Mr.
Abdur Rasheed, Maulvi Md.
Abdur Rauf, Khan Sahib Maulvi S.
Abdur Razzak, Maulvi.
Abdur Shaheed, Maulvi Md.

Abıdur Reza Chowdhury, Khan Bahadur -
-Maulvı
Abdul Hashım, Maulvı
Abdul Hosaın Ahmed, Mr
Abul Quasem, Maulvı
Aftab Alı, Mr
Ahmed Alı Enayatpurı, Khan Bdr Maulana
Ahmed Alı Mrıdha, Maulvı
Ahmed Hosaın, Mr
Alfazuddın Ahmed, Khan Bdr Maulvı
Amınullah, Khan Sahıb Maulvı
Anwarul Azım, Khan Bdr Md
Ashrafalı, Mr M
Aulad Hossaın Khan, Khan Bdr Maulvı
Azhar Alı, Maulvı
Badruddųja, Mr Syed
Barat Alı, Mr Md
Bırkmyre, Sır Henry, Bart
Bıswas, Mr Rasık Lal
Brasher, Mr F C
Chıppandala, Mr J W
Das, Mr Anukul Chandra
Das, Raı Sahıb Kırtı Bhusan
Edbar, Mr Upendranath
Farhad Raza Chowdhury, Mr M
Farhut Bano Khanam, Begum
Fazlul Huq, the Hon'ble Mr A K
Fazlul Quadır, Khan Bdr Maulvı
Fazlul Rahman (Mymansıngh)
Gomss,
Grıffith, Mr C
Gurung, Mr Damber Sıngh
Gyasuddın Ahmed Choudhury, Alhadj
Haddow, Mr R R
Hafizuddın Choudhurı, Maulvı
Hamıduddın Ahmed, Khan Sahıb
Hasanuzzaman, Maulvı Md
Hashem Alı Khan, Khan Bdr Maulvı
Hasına Murshed, Mrs M B E
Hatemally Jamadar, Khan Sahib Maulvı
Hawkıngs, Mr R J
Haywood, Mr Rogers
Hırtzel, Mr, A M F
Idrıs Ahmed Mıa, Maulvı
Jasımuddın Ahmed, Khan Saheb Maulvı
Kabıruddın Khan, Khan Bdr Maulvı
Kazem Alı Mırza, Sahıbzada Kawan Jah Syed
Kennedy, Mr I C
McGreger, Mr G G
Mafizuddın Ahmed, Dr
Maguire, Mr L T
Mahtabuddın Ahmed, Khan Bdr Maulvı
Mandal, Mr Bırat Chandra
Mandal, Mr Jagat Chandra
Manıruddın Akhand, Maulvı
Marındın, Mr F J
Mıles, Mr C W
Mıllar, Mr C
Mohammed Alı, Khan Bdr
Mohsın Alı, Mr Md
Morgan, Mr G, C I R
Mozammel Hqu, Maulvı Md
Muhammad Afzal, Khan Bdr Maulvı Syed
Muhammad Ibrahım, Maulvı
Muhammad Ishaque, Maulvı
Muhammad Israıl, Maulvı
Muhammad Sıddıque, Khan Bdr Dr Syed
Muhammad Soleıman, Khan Sahıb Maulvı
Mullıck, the Hon'ble Mr Mukunda Behary
Mullıck, Mr Pulın Behary
Musharraff Hossaın, the Hon'ble Nawab Khan Bahadur
Mustagawsal Haque, Mr Syed
Nandy, the Hon'ble Maharaja Srıschandra, of Cossımbazar
Nasarullah, Nawabzada K
Nazımuddın, the Hon'ble Khwaja Sır, K C I E
Norton, Mr H R
Patton, Mr W C
Rahman, Khan Bdr A M L
Rajkut, the Hon'ble Mr Prasanna Deb
Razaur Rahman Khan, Mr
Roy, Mr Patıram
Sahabe Alum, Mr Syed
Safiruddın Ahmed, Hajı
Sanaulla, Al-Haj Maulana Dr
Sarkar, Babu Madhusudan
Sassoon, Mr R M
Scotson, Mr Robert
Serajul Islam, Mr
Shahabuddın, Mr Khwaja, C B E
Shamsuddın Ahmed Khondkar, Mr
Sırdar, Babu Lıtta Munda
Smıth, Mr H Brabant
Steven, Mr J W R
Suhrawardy, the Hon'ble Mr H S
Tamızuddın Khan, the Hon'ble Mr
Tofal Ahmed Chowdhurı, Maulvı Hajı
Walker, Mr J R
Walker, Mr W A M
Whıtehead, Mr R B

Wordsworth, Mr W C

Yosuf Ali Chaudhury, Mr

Zahur Ahmed Chaudhury, Maulvi

The Ayes being 78 and the Noes 119 the motion was lost.

Adjournment.

It being 7-55 p.m.
The House was adjourned till 4.45 p.m. on Tuesday, the 16th July, 1940, at the Assembly House, Calcutta.

পরিশিষ্ট -- ৬
ব্যক্তি পরিচিতি

অনিলচন্দ্র রায় (১৯০১-১৯৫২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ইংরাজীতে এম.এ., গোপন বিপ্লবী দলের নেতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী শ্রী সংঘের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মামলায় কারারুদ্ধ হন। সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলে তিনি তার প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হন। ১৯৪০ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পূর্বেই মার্চ ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার হয়ে জুন, ১৯৪৬ পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৪৬-- এর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজে ও ভারত বিভাগ প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন সুপণ্ডিত অনিলচন্দ্র ' নেতাজীর জীবনবাদ', 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রীব দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

অমর বসু (১৮৯১-১৯৭৫)

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক পিতা অতীন্দ্রনাথ বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিশোর বয়সেই যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আশ্রমে বাল্যশিক্ষা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকালে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে বেড়াতেন। সেই সঙ্গে ক্রমে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' পরিচালনায় অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ সালে পিতা-পুত্র একত্রে ৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাকালে সুভাষ বসুকে বিশেষ সাহায্য করেন। স্বাধীনতার পর বামপন্থী আন্দোলনে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৫২ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীরূপে বিধানসভার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে মার্কসবাদী 'ফরওয়ার্ড' ব্লক দল গঠিত হলে ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে পরপর দু'বার ঐ দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৩ - ১৯৫৫)

মাদারিপুর, ফরিদপুরে জন্ম। বিপ্লবী ও সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে বি. এ. পরীক্ষার কয়েকদিন পরে গ্রেপ্তার হয়ে আট বছব বিভিন্ন জেলে থাকেন। মুক্তির পর ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এখানে তাঁব সহযোগী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে ছাড়া পান। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়

বিভাগে আমৃত্যু কাজ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা -- 'বকসা ক্যাম্প', 'বন্দীর বন্দনা', 'ডেটিনিউ'। বালেশ্বর যুদ্ধে নিহত বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর অনুজ ছিলেন।

অশ্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৮৮ -- ১৯৮৫)

জন্ম -- ববিশাল। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে স্বদেশী কাজকর্মে যোগ দেন। বরিশালে অশ্বিনী দত্তের উদ্যোগে গঠিত 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' র সাথে যুক্ত ছিলেন ও গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলার কাজে বাংলাদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। 'যুগান্তর' দল গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন ও তাঁব কর্মকেন্দ্র হয় বরিশালের শঙ্কর মঠ। দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপ্লবীরা শিবপুরে যে ডাকাতি করেন, সেই মামলায় অশ্বিনী গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হন। সাড়ে তিন বছর অন্তরীণ থাকেন। এরপর অসহযোগ আন্দোলন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য আন্দোলন, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন এবং ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ নিয়ে ১৫ বছরের বেশী কারাবন্দী বা অন্তবীণ অবস্থায় ছিলেন। সুভাষ বসুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মলগ্ন থেকেই তার সক্রিয় কর্মী। স্বাধীনতার পর নানা সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন।

আবু সৈয়দ চৌধুরী (১৯২১ -- ১৯৮৭)

জন্ম -- নাগবাড়ি গ্রাম, টাঙ্গাইলে জমিদাব পরিবাবে। পিতা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের স্পিকাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ.। আইন পড়তে ইংল্যান্ড গমন ও সেখান থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় বেকার হোস্টেলে বাসকালে ছাত্র বাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র-সংসদের সম্পাদক (১৯৪০), ঐ বছর হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ, নিখিলবঙ্গ মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের সম্পাদক এবং পরে ১৯৪৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ব্রিটিশ শাখার সভাপতি। ১৯৪৭ কলকাতায় ফিরে আইন ব্যবসায় যোগ। দেশভাগের পর ঢাকায় এসে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল। ১৯৬১ ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ও দশ বছর ঐ পদে। শাসনতন্ত্র কমিশনের সদস্য (১৯৬০-৬১), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি (১৯৬৩-৬৮)। ১৯৬৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য। '৭১-এ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের জেনিভা অধিবেশনে যোগদান। '৭১ মার্চে পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনীর গুলি বর্ষণে ছাত্র-জনতার হত্যার প্রতিবাদে জেনিভা থেকে উপাচার্য পদে ইস্তফা। বিদেশী বেতারে ২৫শে মার্চের গণহত্যার সংবাদ শুনে লন্ডনে আগমন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ অবলম্বনের ঘোষণা। ২৩শে এপ্রিল '৭১ মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত হিসাবে লন্ডনে দপ্তর স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে স্মরণীয় অবদান। স্বাধীনতার পর ঢাকা আগমন। ১৯৭২-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ। ৭৩ সালে পদত্যাগ করে সরকারের আন্তর্জাতিক বিষয়াদির প্রতিনিধি নিযুক্ত। এই পদে দেড় বছর। ১৯৭৫ বন্দর, জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী। খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে পদচ্যুত। ১৯৮৫-৮৬ জাতিসংঘের মানবধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। উদার গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী ও বাঙালী

জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-ল ডিগ্রি লাভ। বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম উপাধি। 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' (১৯৯০) তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। মৃত্যু লন্ডনে।

আব্দুল ওয়াসেক (১৯০৯ – ১৯৬৭)

জন্ম — বাড়রাহ গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষা। কলকাতার মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের অগ্রপথিক। নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক সংক্রান্ত ও কার্যারম্ভের পূর্বে 'বন্দেমাতরম' গানের রীতির বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে প্রথম আপত্তি উত্থাপিত হয়। ক্রমে এই প্রতীক সংশোধন ও গানের প্রথা লোপ পায়। মুসলিম ছাত্র মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। সুবক্তা ছিলেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা। বাংলার মুসলিম ছাত্রদের পাকিস্তান আন্দোলনে সংগঠিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি, পূর্ববঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ইতিহাসের পরীক্ষক, ঢাকা জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও নবাবগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারী প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রথায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকায় মৃত্যু (২১.১১.১৯৬৭)।

গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩)

পিতা সীতাকান্তের কর্মস্থল নোয়াখালিতে স্কুল শিক্ষা, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. ও ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও বি. এল. পাশ করে কিছুদিন নোয়াখালিতে ওকালতি করেন। ১৯২৮ পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় রত থাকেন। পরবর্তী কর্মজীবন কেটেছে ফেণী কলেজে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা সহকারী পদে, 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'- এর সহ-সম্পাদনায়। স্কুল জীবন থেকেই তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের কর্মী ও ১৯৪০ পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩২-৩৮ পর্যন্ত রাজবন্দী হিসাবে কারারুদ্ধ থাকেন। কারাজীবনে তিনি অধ্যয়ন, গবেষণা, সাহিত্যসৃষ্টি এবং মার্কসীয় মতাদর্শ চর্চায় অতিবাহিত করেন। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের সহযোগী হিসাবে সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৩৮ সাল থেকে সারাভারত কৃষকসভার অন্যতম সংগঠক ও ১৯৩৯-৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশ নেন এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখেন। কৃষকসভা, কর্মচারী আন্দোলনের পাশাপাশি ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে, 'পরিচয়' এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে এবং নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। স্বাধীনতার পরও ১৯৪৯ সালে কারারুদ্ধ হন।১৯৬৯ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও বহুগ্রন্থ

রচনা,রচনা সংগ্রহের সম্পাদনা করেছেন। সাহিত্যের অবদানের জন্য রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে।

ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬ — ১৯৮৩)

এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দেন ও বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এক সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। মোট দশ বছর জেল খাটেন। চিকিৎসক হিসাবেও খ্যাতি ছিল।

জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ (১৮৮৩-১৯৭১)

জন্ম — দত্তপাড়া, বর্ধমান। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করে প্রথমে বাঁকিপুর কলেজ, পরে হুগলী মহসীন কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনা করেন। অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দফায় মোট ২০ বছর কারাজীবন ভোগ করেন। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে ছিলেন। অত্যাচারের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯২৮ সালে ছাড়া পেয়ে ঐ বছর চট্টগ্রাম যুক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে ব্রহ্মদেশে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তার সঙ্গে যোগাযোগে যুগপৎ বাংলাদেশেও অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করে অসফল হন। ১৯৪০ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ সম্মেলন থেকেই হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য সংগ্রামের প্রস্তাব নেওয়া হয়। এরপর ঐ আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি এবং ১৯৪৬ ও ১৯৫২ দু'বার রাজ্য বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। মাস্টার মশাই নামে পরিচিত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ ঃ "Lifework of Shree Aurobindo".

পান্নালাল মিত্র (১৯০১ - ১৯৭০)

১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। এরপর থেকে বহুবার কারাবরণ করে বিভিন্ন জেলখানা ও বন্দীশিবিরে বাস। সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করলে তাতে যোগ দেন ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সামিল হয়ে গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে থাকেন। সমবায় সমিতিগুলির প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় (১৯০২ - ১৯৭৯)

টেনা বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় রাজপুরুষদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। পরে মাদারিপুর বিপ্লবী সংগঠনের নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের উদ্যোগে গঠিত 'মাদারিপুর শান্তিসেনার' সদস্য হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ সংগঠিত হলে তিনি গ্রেপ্তার হন। প্রায় সাত বছর

জেলে থাকার পর মুক্তিলাভ করেন। হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। এই আন্দোলনে মাদারিপুর থেকে বহু সত্যাগ্রহী প্রেরণ করেন। নানা কারাগার ঘুরে ১৯৪৬ সালে ছাড়া পান।

ফণিভূষণ মজুমদার (১৯০১ - ১৯৮১)

ফরিদপুর রাজ্যের সাব-ডিভিশন সেনদিয়া গ্রামে জন্ম। মাদারিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এ এবং বিপন কলেজ থেকে ল পাশ করেন। কংগ্রেস রাজনীতির আবরণে গুপ্ত সমিতি সেবাদলের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে কলকাতায় গ্রেপ্তার, ১৯৩৮ পর্যন্ত কারাবাস। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও গ্রেপ্তার। ১ বছর কারাবাস। ১৯৪৬ সালে আই এন এ এর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাদারিপুর গোপালগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য হন। '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও যশোর ফরিদপুর সেক্টরের চেয়ারম্যান ছিলেন। দেশমুক্তি পর গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভায়, '৭৫ সালে মুজিব হত্যার পর খোন্দকার মোশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন।

বিমল প্রতিভা দেবী (১৯০১ - ১৯৭৮)

জন্ম -- কটকে। পিতা প্রবর্তক সংঘের কর্মী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে স্বদেশী কাজে অনুপ্রেরণা পান। ১৯২১ সালে উর্মিলা দেবীর 'নারী কর্মমন্দিরে' যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯২৭ সালে নিখিল ভারত নওজোয়ান সভা যার সভাপতি ছিলেন ভগত সিং, তার বাংলা শাখার সভানেত্রী হন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ঐ বছর দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবস পালন উপলক্ষে 'নারী সত্যাগ্রহী সমিতির' পক্ষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করায় গ্রেপ্তার হন ও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা পরিচালনার জন্য মৃত বিপ্লবীদের চিত্র সম্বলিত অ্যালবাম বিক্রি করে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৯৩১ সালে মাণিকতলা ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হন কিন্তু মামলায় মুক্তি পেলেও বিনা বিচারে সিউড়ি, হিজলী প্রভৃতি জেলে ছয় বছর আটক থাকেন। মুক্তির পর কংগ্রেসের নিখিল ভারত বন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটির সম্পাদিকা হন। ১৯৪০ ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কংগ্রেস সদস্যপদ ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ হিসাবে কাজ করতে থাকেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তারবরণ করেন। পুনরায় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আটক থাকেন। এরপর শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বামী ও সন্তানহারা হয়ে শেষজীবন দুরবস্থায় কাটে।

বিশ্বনাথ মুখার্জী (১৯১৫ - ১৯৯১)

স্কুল ছাত্র অবস্থায় ধর্মঘট ও সত্যাগ্রহ করে ১৯৩০ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি হাওড়ায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম করেন। ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস লীগেব (পরবর্তী বি.পি. এস. এফ.) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে তিনি রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন। তরুণ তুর্কী ছাত্র নেতা হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে বি.পি. এস. এফ.হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ১৯৪০ সালে ঐ সময় তাঁকে আত্মগোপন করে কাজ করতে হচ্ছিল। ঐ আন্দোলন চলা কালে গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৭-১৯৬৯ তিনি বিধান পরিষদ সদস্য ছিলেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী গীতা মুখার্জী সি.পি. আই. তে থেকে যান। বিধানভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৭ ও ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেচ মন্ত্রী ছিলেন। পার্টি বিভক্ত হবার পরবর্তী কালে দুই পর্যায়ে তিনি সি.পি.আই.-এর রাজ্য সম্পাদক ছিলেন।

মাহমুদ নুরুল হুদা (১৯১৬ - ১৯৯৬)

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় ও বিকাশে ফেণীব পবশুবামের কৃতী ছাত্র নেতা মাহমুদ নুরুল হুদা এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, নারায়ণ আই ই টি. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক. কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে আই. এ. এবং ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় বেকার হোস্টেলে মুসলমান ছাত্রদের সাহায্যার্থে ডিউটি ফাণ্ডের অন্যতম সংগঠক ও তার সম্পাদক। ১৯৩৫-৩৭ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগেব সম্পাদক। নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক। হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদ আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক ও আন্দোলনে পুরোভাগের নেতা। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সদস্য হন ও ৪৭ পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির রাজনৈতিক সচিব ছিলেন ১৯৪৩ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫০ সালে ঢাকায় আগমন। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল যুব সমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য যুব নেতাদের সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ' গঠন (১৯৫১)। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে (ফেব্রুয়ারী ১৯৫২) অংশগ্রহণ ও কারাবরণ। পূর্ব বাংলার প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন 'গণতন্ত্রী দল' গঠন (এপ্রিল ১৯৫২)। ১৯৫৭ দলের সভাপতি। ১৯৫৭-৭ই অক্টোবর সামরিক শাসন জারি হলে গ্রেপ্তার। ২ বছর ৩ মাস কারাবাস। অতঃপর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলকাতায় থাকা কালে তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী, লেখক ও ঔপন্যাসিকদের নিয়ে কলিকাতা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পরে ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস অ্যাসোশিয়েশন (ওফা) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রয়াত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মরণে ঢাকার বুলবুল ললিতকলা অ্যাকাডেমি (বাফা) প্রতিষ্ঠায় তার অবদান সর্বাগ্রগণ্য। জন্মলগ্ন থেকে এর সম্পাদক ও পরে সভাপতি (আমৃত্যু)। তাঁর নেতৃত্বে বাফা পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি তথা বাঙালী সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

অবদান রাখে।' ৬০ - এর দশকের মধ্যভাগ থেকে (১৯৬৭) বাঙালী সংস্কৃতিকে খর্ব করার কুমতলবে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র সংগীত প্রচারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নিলে তাঁর নেতৃত্বে বাফা ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় ও সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের গান, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের প্রেরণা জোগায়, প্রকাশিত গ্রন্থ - চিরঞ্জীব নজরুল (১৯৮৮), অমর শিল্পী বুলবুল (১৯৮৯), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ঃ কাছ থেকে দেখা (১৯৯৩)।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) (১৯০৫ - ১৯৬৭)

জন্ম — ফরিদপুর। রাজনৈতিক ও কবি। লাল মিয়া নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। অবশ্য তাঁর ৫০ বছর বয়সে নতুন নাম ধারণ করেন - আবদুল্লাহ জহীরুদ্দীন। ফরিদপুর শহরের কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯২০ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ। তাঁর উদ্যোগেই ১৯২৪ সালে ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে - দেশবন্ধু, গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে ফরিদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া জেলা ও লোকাল বোর্ডের সদস্যরূপে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে দুবার কারাবরণ। ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের মনোনয়নে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে অগ্রণী ভূমিকা নেন ও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য, ১৯৪৯ - ফরিদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ১৯৫০ - পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য, ১৯৬২ - ফরিদপুর থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য। পাকিস্তান সরকারের চীফ পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৩৪, ১৯৩৬ ও ১৯৬০ সালে ফরিদপুরে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলনগুলির উদ্বোধক ছিলেন যথাক্রমে, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর প্রকাশিত দুটি পুস্তক 'দিন আগত ঐ মুসলমান তব কই' ও 'নওবেলাল'।

মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮ - ১৯৮৪)

জন্ম — শালিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা। সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অবিভক্ত বঙ্গের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। স্থানীয় আর. এন. মুখার্জী হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ (১৯২২) ও যাদবপুর গৌড়ীয় বিদ্যায়তনে কিছুকাল অধ্যয়ন। পিতৃব্য মুজিবর রহমানের (সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' পত্রিকা সম্পাদক) কাছে সাংবাদিকতার তালিম গ্রহণ। ১৯২৪-৩৩ পর্যন্ত 'দি মুসলমান' ও 'খাদেম' পত্রিকায় সাংবাদিকতা, ১৯৩৫-এ সুভাষ বসুর 'ডেইলি ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় সাংবাদিক। ঐ একই বছরে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদির' বার্তা সম্পাদক। ১৯৩৬ সালে দৈনিক আজাদ প্রকাশ শুরু হলে তার বার্তা সম্পাদক ও 'বাগবান' ছদ্মনামে ছোটদের পাতা 'মুকুলের মহফিল' সম্পাদনা।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯২৯ বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান, ১৯৩২ সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে ও ১৯৩৪ আন্তঃপ্রদেশ ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবাস। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদ আন্দোলনে অংশ নেন ও সিবাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ভারত ভাগেব পর ১৯৪৯ সালে ঢাকায় আসেন। ঐ বছরই 'অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। দৈনিক 'মিল্লাত'-এব প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক। '৬৫ সালে সাংবাদিকতা পেশা থেকে অবসর। শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৫) ও সাংবাদিকতায় একুশের পদক (১৯৭৯) পান।

রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯২ - ১৯৭২)

ছাত্রজীবনে অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। ১৯১০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকায় আসেন ও সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে নরেন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ আচার্য, যতীন রায়, যোগেন চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নেতাব সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হন ও ১৯২০ সাল পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক পরিচালনায় অসাধাবণ দক্ষতাব পবিচয় দেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের আগে পর্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তারবরণ করেন। সারা জীবনে বহুবার গ্রেপ্তাব হন ও প্রায় ২৭ বছর ভারতের বিভিন্ন কারাগারে আটক থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি নানা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপনে এগিয়ে আসেন।

লীলা রায় (১৯০০-১৯৭০)

পিতা পাঁচগাঁও - শ্রীহট্টের গিরিশচন্দ্র নাগ। ১৯২১ সালে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি এ এবং ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন।ঐ বছরই মহিলাদের কল্যাণের জন্য 'দীপালি সংঘ' স্থাপন করে সংঘের পবিকল্পনামত ঢাকার নিউ হাই স্কুলসহ বেশ কয়েকটি মহিলাদের জন্য উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯২৫ সালে অনিল রায়ের বিপ্লবী দল 'শ্রী সংঘে' যোগ দেন। ১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে প্রথম ছাত্রী প্রতিষ্ঠান 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৩১ সালে বের করেন 'জয়শ্রী' - মহিলা সমাজের মুখপত্র। ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩৭ পর্যন্ত কারান্তরালে থাকেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষ বসুর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির মহিলা সাব-কমিটির সদস্যা হন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশ নেন এবং সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের পর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকাব সম্পাদিকা হন। ঐ অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পুনরায় রাজবন্দী ছিলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় থেকে যান এবং পরে ভারতে এসে উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।বাংলাব অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় গণপরিষদেব সদস্যা নির্বাচিত হয়ে ভাবতেব সংবিধান বচনায় অংশ নেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ এবং 'জয়শ্রী' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে পরবর্তী কালে ব্যাপৃত থাকেন।

শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাশ করে ১৯১১ সালে কটকে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৮ সালে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। ১৯২২ সালে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর আসামীদের বিচার শুরু হলে তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-৩৯ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশ নেন এবং বঙ্গীয় বিধানসভার বিরোধী নেতা হিসাবে ঐ বিষয়ে বিতর্কে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অনুজ সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি কর্মতৎপরতার সহায়ক ছিলেন। দেশভাগ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নেন। 'নেশন' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক প্রতিষ্ঠা করেন। বি.পি. সি.সি. সভাপতি, কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী নেতা এবং কিছুদিন স্বাধীন ভারত মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ছিলেন।

সন্তোষ কুমার বসু (১৮৮৯ - ১৯৭৭)

জন্ম — রাণাঘাট, নদীয়া। রিপন কলেজে পড়ার সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ছাত্র-যুব সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। অনেক রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে কলকাতা পৌরসভার বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতার মেয়র হন। বঙ্গীয় আইন সভায় কিছুদিন স্বরাজ্য দলের সদস্য ও পরবর্তীতে ফজলুল হকের তৃতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালের ১৫ জুলাই বঙ্গীয় বিধানসভার ঐতিহাসিক বিতর্কে সুভাষচন্দ্রের মুক্তি ও হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দীর্ঘদিন কার্যকরী কমিটি সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮-৫০ ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যসভার দুবার সদস্য হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭ - ?)

সুভাষচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের অতি জনপ্রিয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বনামধন্য নেতা। সিভিল সার্ভিসের লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেন। কলকাতা পুরসভার চিফ একজিকিউটিভ অফিসার এবং পরে মেয়র পদ অলংকৃত করেন। তিনি আটবার কারারুদ্ধ ও একবার বর্মায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নীতিগত বিরোধের কারণে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন ও ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের প্রধান নেতা। ঐ মনুমেন্ট ভাঙ্গার জন্য ১৯৪০-এর ৩রা জুলাই প্রথম সত্যাগ্রহী দলে তিনি অংশ নেবেন

এই ঘোষণা করেন। তার পূর্বেই ২রা জুলাই গ্রেপ্তার হন। তার এই গ্রেপ্তারে আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়ে ও আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে কারামুক্তি পেলেও নিজগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ঐ অবস্থায় গোপনে জার্মানি চলে যান এবং সেখান থেকে জাপানে উপনীত হন। জাপানে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার পরিচালনায় আজাদ হিন্দ বাহিনী বর্মার ভিতর দিয়ে ইংরেজদের হটিয়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তে প্রবেশ করে। কর্মযোগী সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জনমনের প্রাণপ্রতিম।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯৫ - ১৯৪৭)

যশোহর জেলায় মাতুলালয়ে জন্ম। হাওড়া জেলার বিশিষ্ট জননেতা ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে হাওড়া জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক সত্যাগ্রহীদের অংশগ্রহণের প্রধান সংগঠক ছিলেন। ঐ আন্দোলন চলাকালীন ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। ভারতের প্রথম প্রমোদ অনুষ্ঠান সংগঠক হিসাবে খ্যাত। বাঙালীদের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রসারে অন্যতম পথিকৃত। উদয়শংকরের প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নেন। বিশ্বভারতীর অর্থসংকটে নানা স্থানে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের হিসাবে ধর্মতলার বিখ্যাত ওয়াসেল মোল্লার বিপণির একটি ঘরে নিজের অফিসে নিহত হন। হাওড়া ময়দানে তার একটি পূর্ণবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

হাবিবুল্লাহ্ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬)

জন্ম গুথুমা গ্রাম, ফেণী, নোয়াখালি। রাজনীতিবিদ ও লেখক। চট্টগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক (১৯২২) ও আই. এস. সি. (১৯২৪) পাশ করার পর ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯২৮) পাশ করেন। ১৯২৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ সভাপতি ছিলেন। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল টিমের অন্যতম সংগঠক ও অধিনায়ক (১৯৩৩)। ১৯৩২ সালে আই. পি. এস. উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের সাথে যোগাযোগের কারণে চাকরী লাভে বঞ্চিত। ছোট বোন শামসুন নাহারের যুগ্ম সম্পাদনায় চতুর্মাসিক 'বুলবুল' সাহিত্য পত্র প্রকাশ। নজরুল ইসলামের বিশেষ ঘনিষ্ঠ। নজরুল তাঁর 'সিন্ধু হিন্দোল' (১৯২৭) কাব্য গ্রন্থ 'বাহার - নাহারের' নামে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় মুসলীম লীগের কার্যকবী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৯ সালে সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটির সহ-সভাপতির ছিলেন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের সভা সমিতিতে বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯৪৪ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সদস্য ও ১৯৪৬ সালে ফেণীর পরশুরাম এলাকা থেকে আইন সভা সদস্য নির্বাচিত। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। 'ওমর ফারুক', 'আমির আলি', 'পাকিস্তান', 'মহম্মদ আলি জিন্নাহ' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' সহ নানা উপাধি, পদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ। ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান মজলিস (ভারতীয় ছাত্র সভা) ও অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির (বিশ্ববিদ্যালয় সামগ্রিক ছাত্র সমিতির) যথা ক্রমে সম্পাদক ও কার্যকরী সমিতির প্রথম ভারতীয় সভ্য। দেশে ফিরে অধ্যাপনা কালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠনে ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ঐ দলের প্রতিনিধি হিসাবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের সভা - সমিতিতে বক্তব্য রাখেন। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা মন্ত্রী মৌলনা আজাদের প্রধান সহকারী, ১৯৫২-৫৬ ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পরে ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক এবং পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। ভারতের তিনটি বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন (কলিকাতা বন্দর, বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ডাক ও তার কর্মী) - এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯৬৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। কিছুদিন পর ঐ দলও ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত লোকদল গঠন করেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনে বিশেষ ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও দার্শনিক। বহু সাহিত্যপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলে। বেশ কিছু কাব্য গ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ ও উপন্যাস লিখেছেন।

হেমন্ত কুমার বসু (১৮৯৫-১৯৭১)

১০ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে পরের বছর 'অনুশীলন সমিতি' বেআইনি ঘোষিত হলে গুপ্তভাবে কাজ শুরু করেন এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন এবং অরবিন্দ ঘোষ, চারু রায় প্রমুখের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯২১ সালে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করেন ও কলকাতা করপোরেশন নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেন। ঐ বছর সুভাষ বসু গ্রেপ্তার হলে তার প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবিতে তিনি সভা -পথসভা করে গ্রেপ্তার হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কিছুকাল সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। ১৯৩০ মহিষবাথান লবণ আন্দোলন ও ১৯৩১ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তি পেয়ে ঐ দিনই প্রদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে জেলায় জেলায় সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধে তিনি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেন ও ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার হন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের

পর দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে রাজ্য বিধানসভার সদস্য হন। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীরূপে জয়ী হয়েছেন। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভার পূর্ত মন্ত্রী ছিলেন। গোয়ামুক্তি আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নিরলস কর্মীনেতা এবং সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় তিনি অজাতশত্রু বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল যুবকের হাতে অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮ - ১৯৬২)

জন্ম — নোয়াখালি, ১৯২১ সালে কংগ্রেস রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন কলেজ স্কোয়ারে পুলিশের প্রহার থেকে একটি ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন। চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ স্টীমার ধর্মঘটে (১৯২১) অংশ নেন ও একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' গঠন করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছর কারারুদ্ধ হন। এইসময় একই সঙ্গে তাঁর দুই কন্যাও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যোগ দেন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। সুভাষ বসুর অন্তর্ধানের পর (১৯৪১) ফরওয়ার্ড ব্লকের অনেক ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৪৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যান। তাঁর এক পুত্র তারিণী ঢাকা তালবাজার কেস-এ পুলিশের গুলিতে মারা যান। অপর এক পুত্র চলচ্চিত্রকার সুশীল মজুমদার।

[ব্যক্তি পরিচিতি অংশে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী]

তথ্য সুত্র

যে সব পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১) Echoes from old Calcutta—Dr. H. E. Busteed. 1882.

২) Calcutta Old & New—H. E. A. Cotton.
Edited by N. R. Roy—Revised Edition, 1980.

৩) অন্ধকূপ হত্যা -- বারিদবরণ ঘোষ সংকলন ও সম্পাদন

৪) হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্র বসু
— ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায়/নেতাজী জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা

৫) দুই হলওয়েল মনুমেন্ট - কমল সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা/রবিবাসরীয় - ২২ শে জুন, ১৯৮৬

৬) কলকাতার স্ট্যাচু - কমল সরকার

৭) সিরাজদ্দৌলা - অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়

৮) মীরকাশিম - অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

৯) নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ - ১ ম খণ্ড - নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, সুন্দর প্রকাশন

১০) আমি সুভাষ বলছি - তিন খণ্ড একত্রে সম্পূর্ণ খণ্ড - শৈলেশ দে, বিশ্ববাণী প্রকাশন

১১) বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা - সত্যেন সেন, জাতীয় প্রকাশনী/ঢাকা - ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

১২) ফেণীর ইতিহাস - জমির আহমেদ/সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম - মার্চ ১৯৯০

১৩) চরিতাভিধান ঃ বৃহত্তর ফরিদপুর - সাঈদা জামান ও মহসিন হোসাইন, মৃগয়া প্রকাশনী - ঢাকা - ২১ শে ফেব্রুয়াবি, ১৯৯২.

১৪) হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী/কাছ থেকে দেখা - মাহমুদ নুরুল হুদা, সাহিত্য প্রকাশ- ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৩

১৫) সাংবাদিকের রোজনামচা - মোহাম্মদ মোদাব্বের, বর্ণমিছিল - ঢাকা - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

১৬) যুগ বিচিত্রা - মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স/ঢাকা-১, ১৪ই আগস্ট, ১৯৬৭

১৭) চরিতাভিধান - বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৮৫

১৮) অমর শিল্পী বুলবুল - মাহমুদ নুরুল হুদা, আগস্ট, ১৯৮৯

১৯) মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র - শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ২য় সং, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

২০) স্মৃতিকথা - মৃণালকান্তি বসু, চৈত্র - ১৩৫৫

২১) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - আবুল মনসুর আহমেদ, নওরোজ কিতাবিস্তান/বাংলাবাজার, ঢাকা -১, আগস্ট, ১৯৭৫

২২) Indian Struggle for Freedom - Hiren Mukherjee.

২৩) Moplah Uprising (1921-23) Sukhbir Choudhury.
Agam Prakashan—New Delhi.

২৪) The Moplah Rebellion and it's Genesis—Conrad Wood.
People's Publishing House, New Delhi.

২৫) The Amrita Bazar Patrika—1940—18th—26th June, 3rd June, 29th June, 2nd - 25th July.

২৬) রাজনৈতিক পটভূমিতে ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন - হীরেণ দাশগুপ্ত, হরিনারায়ণ অধিকারী/অক্টোবর, ১৯৯৩

২৭) বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস - মোহাম্মদ হাননান
গ্রন্থলোক - ঢাকা ১২ ডিসেম্বর, ৮৬

২৮) ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার - সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর - ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

২৯) মৃত্যুঞ্জয়ী - পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭

৩০) মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ - সম্পাদনা বরুণ দে, টিচার্স কনসার্ন - ১৯৯২

৩১) কোন পক্ষে ? (২য় খণ্ড) - সুভাষচন্দ্র বসু, পরিবেশক - কথা ও কাহিনী, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০, 'ফরওয়ার্ড ব্লক' - এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।)

৩২) ছাত্র ফেডারেশনের গোড়ার যুগে - বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়; বাংলার ঐক্যবদ্ধ ছাত্র - আন্দোলনের দিনগুলির স্মৃতিচারণ · কে. এম. আহমদ, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন - ৪০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ

৩৩) যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় - কালীপদ বিশ্বাস, মে/১৯৬৬

৩৪) পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক - অমলেন্দু দে,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,মে/১৯৭২

৩৫) গান্ধী রচনা সম্ভার (২য় খণ্ড) — গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি -১লা জানুয়ারি, ১৯৭০
নীল মূর্তি অপসারণ - পৃষ্ঠা ৩৭৪

৩৬) The Statesman. 1939 (July - 4,6,8)

৩৭) The Pioneer - 1921 (Nov. - 23rd to 30th, Dec - 1st & 2nd), 1927 (8ct. - 1, 13, 14, 28, Sept. - 2nd to 30th, Aug - 18th to 29th)

৩৮) The Hindustan Standard - 1940 (July - 3rd to 27 Sept. - 25.), 1939 (July - 3rd to 10th July)

৩৯) the Black Hole and the Memorial Well (Contributed) The Hindustan Standard, 3rd July, 1939, Page - 6

৪০) মোপলা বিদ্রোহের আহ্বান ও সঙ্কেত - ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, গণশক্তি, শারদ সংখ্যা - ১৪০৪

৪১) শহীদ স্মরণ -গণশক্তি-১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

৪২) The Indian Review - Jan - 1922, Sept - 1922.

৪৩) শনিবারের চিঠি - শ্রাবণ - ১৩৪৭

৪৪) প্রবাসী - আশ্বিন - ১৩২৯, মাঘ ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ - ১৩৩৪

৪৫) সুভাষচন্দ্র ও বামশক্তিঃ অকমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট - অমিতাভ চন্দ্র; সুভাষচন্দ্র ও মুসলিম প্রশ্ন - সত্যব্রত দত্ত — পরিচয় , শতবর্ষে সুভাষচন্দ্র , জুন - জুলাই , ১৯৯৬.

৪৬) হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ আন্দোলনঃ সংক্ষিপ্ত রোজনামচা - দেবাশীষ রায় ও চন্দন চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার - সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য ৩৭ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

যে সব সরকারী সূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

1) List of Statues, Monuments and Busts in Calcutta of Historical Interest - Govt. of Bengal. Public Works Deptt. 1910.

2) Proceedings of Bengal Legislative Assembly—

15th July 1940—Adjournment Motion.

2nd August 1940—Starred Questins.

3) (Confidential - Brief Summary of Political events in the Province of Bengal, 1940). No file number - 1940. Govt. of Bengal

4) Home (Pol.) Confidential file no. : 30/40.

(fortnightly confidential report on the political situation in Bengal for the first half of July 1940, first half of August 1940, Second half of May, 1940, Second half of July, 1940).

5) Home (Pol) Confidential file no : 19/39.

(fortnight confidential report on the Political situation in Bengal for the first half of July 1939, Second half of July 1939.)

6) Home (Pol) confidential file no : 381/1940

Do.	file no :	W-612/40
Do.	file no :	W-515/40
Do.	file no :	W-572/40
Do.	file no :	W-509/40
Do.	file no :	W-505/40
Do.	file no :	W-596/40
Do.	file no :	W-843/40.

সাক্ষাৎকার

১) শ্রী অবনী লাহিড়ী

২) শ্রী রবীন্দ্রনাথ বোস